হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপাত্র-

মাসিক
হক্বের দা'ওয়াত

আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত

পবিত্র শবে বরাত বিশেষ

১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি-২০২৬
শা'বান-১৪৪৭

মুর্শিদ ক্বিবলার অসিয়তনামা

ঘটনা:
পালোয়ান থেকে জুনায়েদ বাগদাদীর অলী হওয়ার ঘটনা।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা

কবিতা: ছুটি খায় রুটি খায় না

আমাদের এই সংখ্যায়,
পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলীল সাপেক্ষে

- পবিত্র শবে বরাত মহিমান্বিত গুনাহ্ মাফ ও দোয়া কবুলের রজনী
- পবিত্র রমাদ্বনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমল, নিয়ম, দোয়া ও মাসআলা-মাসায়েল
- সাহরী-ইফতারের সময়সূচি

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব।

- শবে রবাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া যায়েজ নাকি বিদআত?
- তারাবীহ্ নামায ২০ রাকাআত নাকি ৮ রাকাআত?
- ছবি-ভিডিও হারাম কেন?
- সিদ্দীকী উপাধি নাকি বংশ?
- যোহর ও জুম'আ নামাজের সময় শেষ হয় কখন?

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-
মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী
বিসিএস (এ.সি.) ট্রিপল টাইটেল, বি.এ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড), এম.এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড)

হক্কানী আলেম ও অলী হওয়ার নিয়তে বাইয়াত ও ভর্তি হোন,
হক্কানী অলী ও আলেম বানানোর নিয়তে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ ও
MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রা
MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।
উক্ত মাদ্রাসায়
ভর্তি চলছে
আমাদের মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ:
মুর্শিদ ক্বিবলা উনার সোহবতে থেকে অলী হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ।
প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষকের মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসরণ করানো হয়।
অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
অসুস্থ শিক্ষার্থীর জন্য দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা।
আরবি পড়ার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি স্পোকেন, এ্যারাবিক স্পোকেন, গণিত, উর্দু ও ফার্সি শেখার সুযোগ।
১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে।
মুর্শিদ ক্বিবলা উনার সুরে কাসিদা, ওয়াজ ও তিলাওয়াত শেখার সুযোগ।
প্রতিদিন ফজর ও এশা নামাজের পর মিলাদ-কিয়াম, যিকির-আযকার সহ গুরুত্বপূর্ণ আমল করার সুযোগ।
প্রতিটি ছাত্র শিক্ষককে এবং শিক্ষক ছাত্রকে আপনি বলে সম্বোধন করা।
তিনবেলা মানসম্মত খাবার পরিবেশন।
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পাঠদান ও রাত্রী যাপনের ব্যবস্থা।
দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ।
আন্তর্জাতিক হেফজ বিভাগ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুমোদিত পাঠ্য বই দ্বারা পাঠদান।
বিনোদনের জন্য পানির ফুয়ারা এবং মিনি পার্কের ব্যবস্থা।
অনাবাসিক ছাত্রদের জন্য নিজস্ব পরিবহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা।
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
বিভাগ সমূহ:
নূরানী বিভাগ
নাজেরা বিভাগ
হেফজ বিভাগ
কিতাব বিভাগ
স্কুল শাখা (১ম-৮ম শ্রেণী)
যোগাযোগ:
মুহাম্মাদ রাশেদুন্নবী রাশেদ সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, অত্র মাদ্রাসা।
মোবাইল
০১৭১২-২২৫২৮০
০১৩২৮-৩১০০২২
০১৩২৮-৩১০৩০০
দরবার শরীফ ও মাদ্রাসার সকল তথ্য পেতে Google/Youtube-এ সার্চ করুন-
D. Ashraf Siddique Waz Collection/Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Sidd

CamScanner

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপাত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

মাসিক হক্বের দা'ওয়াতের মূলনীতি-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ;

অর্থ : হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ১ম সংখ্যা- 'পবিত্র শবে বরাত বিশেষ'

৩রা ফেব্রুয়ারী-২০২৬ ঈসায়ী

১৫ই শা'বান-১৪৪৭ হিজরী

২০শে মাঘ-১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

সম্পাদক :

মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ্ আমান সিদ্দীকী

নির্বাহী সম্পাদক :

মুহাম্মাদ রাশেদুন্নবী রাশেদ সিদ্দীকী

সহকারী নির্বাহী সম্পাদক :

মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

অনলাইন সম্পাদক :

মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী

ওয়েব ও কম্পোজ :

মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ সিদ্দীকী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :

মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান সিদ্দীকী

সার্কুলেশন ও প্রচার :

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৭৬৮-৭৬১০৯৪

সম্পাদক : ০১৭৬২-৯১৬৪৪৩

অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০

ওয়েব সাইট : http://www.hoquerdawat.com

ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com

প্রকাশনায় : MMD.AP (MMD. আশরাফ প্রকাশনী)

প্রধান কার্যালয় :

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।

হাদিয়া : ৪০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র :

- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া............৪
- সম্পাদকের বাণী............৫
- পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতায়............৬
- হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য............৭
- একনজরে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুরিদদের আমল সমূহ............৮
- মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অসিয়তনামা............১০
- মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অমীয় বাণী............১১
- সম্পাদকীয় : পবিত্র শবে বরাত: ক্ষমা, আত্মশুদ্ধি ও হক্বের পথে ফিরে আসার আহ্বান............১১
- নবীজি পাক ﷺ উনাকে জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসার নাম ঈমান বুখারী হাদীসের সনদসহ দলীল............১২
- ঈমানের সংজ্ঞা............১৩
- তওবাহ্ ও মার্জনা কামনার মাহাত্ম্য............১৩
- তওবা কবুলের শর্তাবলী............১৫
- পবিত্র শা'বান মাসের ফজিলত............১৫
- পবিত্র শবে বরাত............১৭
- ভাগ্য নির্ধারণের রাত পবিত্র শবে বরাত............১৭
- পবিত্র শবে বরাতের রাতের ফজিলত............১৮
- একনজরে পবিত্র শবে বরাতের দলীলসমূহ............১৯
- ৪০০ বছর ইবাদতের মর্যাদা............২০
- শবে বরাতের রাতে গোসলের ফজিলত............২১
- শবে বরাতের রাতের ইবাদত ২০টি কবুল হজ্ব ও তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের নামায রোযার চেয়ে উত্তম ছওয়াব............২১
- শবে বরাতের রোজার ফজিলত............২২
- পবিত্র শাবান মাসের বিশেষ দিবসসমূহ............২২
- পবিত্র রমাদ্বনুল মুবারক............২৩
- পবিত্র রমাদ্বনের অর্থ............২৪
- রমাদ্বনের ১৫ টি রহমত............২৫
- রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস............২৫
- পবিত্র রমাদ্বন মাসের ফজিলত............২৬
- সিয়াম তথা রোযার ফজিলত............২৮
- সলাতুত তারাবীহ-এর হুকুম ও আহকাম............২৯
- তারাবীহ্ নামায পড়ার নিয়ম, তারাবীহ্ নামাজের নিয়ত, তারাবীহ্ নামায-এ দু'রাকাআত ও চার রাকাআত পর পর দু'আ............৩০
- তারাবীহের নামাজের মুনাজাত............৩১
- পবিত্র মাহে রমাদ্বন শরীফে মু'মিন-মুসলমানের করণীয় বিষয়াবলী............৩২
- চাঁদ দেখে রমাদ্বন শরীফ শুরু ও শেষ করার হুকুম-আহকাম............৩৩
- চাঁদ নিয়ে কাফের-বাতিলদের গভীর চক্রান্ত............৩৪
- রোযার পরিচয়............৩৪
- সাহরীর বিবরণ............৩৫
- রোযার নিয়ত করা ফরয............৩৫
- ইফতারের পরিচয়, ইফতারের দু'আ, ইফতার-এর সুন্নাত আমল............৩৬
- রোযাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত............৩৬

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব :

- যোহর ও জুম'আ নামাজের সময় শেষ হয় কখন ?............৩৭
- নামের পরে সিদ্দীকী উপাধি নাকি বংশ ?............৩৯
- শবে বরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া যায়েজ নাকি বিদআ'ত............৩৯
- তারাবীহ্ নামাজ ২০ রাকাআত নাকি ৮ রাকাআত ?............৪১
- রোজা রেখে ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি'না ?............৪৩
- রোযা রেখে রক্ত দেওয়া যাবে কি'না? ৪৩
- সাইরেন এর শব্দ শুনে ইফতার শুরু করা ও সাহরী শেষ করা যাবে কি'না ?............৪৩
- ছবি-ভিডিও হারাম কেন ?............৪৪
- **ঘটনা পর্ব**............৪৫-৪৯
- তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো ৪৫
- পালোয়ান থেকে জুনায়েদ বাগদাদী অলী হওয়ার ঘটনা............৪৬
- **কাসিদা, কবিতা ও কলাম :**............৫০-৫৪
- অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার............৫৫-৫৬
- নিত্যদিনে প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ............৫৭-৫৮
- কয়েকটি ফজিলতপূর্ণ দরূদ শরীফ............৫৮-৫৯
- পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা............৬০
- শর্ত সাপেক্ষে ১০০ কোটি টাকার বাহাসের চ্যালেঞ্জ............৬১-৬৪
- পবিত্র রমাদ্বান-২০২৬ এর সাহ্রী-ইফতার সময়সূচী... ৬৪ পৃষ্ঠার পর

CamScanner

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,
সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)
সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنهم ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্কানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৭৬৪-৭৬১০৯৪ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন।

**Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio**

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে QR Code স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা "মাসিক হক্বের দাওয়াত" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো-
হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার পথে আহ্বান জানানো।

এই পত্রিকায় আমরা আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" সংকলনের কাজে কবুল করেছেন-আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস- জঙ্গীপনা বিরোধী-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

সম্পাদকের বাণী :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি মানবজাতিকে হিদায়েতের আলো দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, খতামুন নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি; উনার পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল হক্বপন্থী অলী-আওলিয়া ও মু'মিন-মু'মিনাত পৃথিবীতে এসেছেন তাদের প্রতি।

"মাসিক হক্বের দাওয়াত" একটি দা'ওয়াতী, চিন্তামূলক ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদ ও জ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা। এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সেই প্রকৃত ইসলাম, "যা নবীজি পাক ﷺ উনার সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) এবং যুগে যুগে আগত হক্বানী অলী আউলিয়াগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস সম্মতভাবে অনুসরণ করে এসেছেন" সেই প্রকৃত ইসলাম মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে পরিপূর্ণ। সত্যের নামে অসত্য, দ্বীনের নামে বিদআত, নবীজি পাক ﷺ উনার দুশমনি, আহলে বাইত ও সাহাবী رضي الله عنهم গণ উনাদের দুশমনি, হক্বানী অলী-আওলিয়াদের দুশমনি, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও মনগড়া ব্যাখ্যা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন বাস্তবতায় হক্বকে স্পষ্ট করা এবং বাত্বিল থেকে মানুষকে সতর্ক করার সময়ের এক অনিবার্য দাবি। এর জন্য তিনি নিয়মিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত কিতাব লেখে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই নির্ভর বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদমাধ্যম হিসেবে "মাসিক হক্বের দাওয়াত" আত্মপ্রকাশ করছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র নয়; বরং পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

এই পত্রিকায়- আত্মশুদ্ধি ও তাওবার আহ্বান,আক্বিদা ও আমলের শুদ্ধতা, নবীজি পাক ﷺ এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণ رضي الله عنهم উনাদের নিয়ে দুশমনির বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, হক্বানী অলী আউলিয়াদের নিয়ে দুশমনি ও মিথ্যা আপবাদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, বিদআত ও বিভ্রান্তির বাস্তব চিত্র, সমসাময়িক ফিতনা ও দ্বীনি প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, মুরীদ ও পাঠকদের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, যুবসমাজ ও পরিবারের নৈতিক দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, হক্ব কখনো সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়; বরং ইখলাস ও আল্লাহ্ পাক উনার সাহায্যই তার শক্তি। মহান আল্লাহ্ পাক উনার দয়া এবং নবীজি পাক ﷺ উনার অসীলায় ও যামানার মুজাদ্দিদ- যুগশ্রেষ্ঠ অলী মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুজুর ক্বিবলা উনার বরকতময় দোয়ার অসীলায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, একে হক্বের দা'ওয়াতের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন- আমীন।

পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন আপনাদের দোয়া, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই দা'ওয়াতী অভিযানে শরীক হবেন। পত্রিকাটি সংকলন ও মুদ্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল বা অসঙ্গতি (টাইপিং মিসটেক) থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায়, কোনো বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা তা অবশ্যই সংশোধন করে নিবো, ইনশা-আল্লাহ্।

বিনীত
মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ আমান সিদ্দীকী
সম্পাদক
মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

CamScanner

সহযোগিতায়: মুহাম্মাদ প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান সিদ্দীকী (প্রক্টর, প্রভোস্ট, ঢাবি)
মুহাম্মাদ ব্যারিস্টার ড. আশরাফুজ্জামান সিদ্দীকী (বার সমিতি, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা)
মুহাম্মাদ ব্যারিস্টার আব্দুল মান্নান সিদ্দীকী (বার সমিতি, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা)
মুহাম্মাদ ডাঃ তবিবুর রহমান সিদ্দীকী, এমবিবিএস
মুহাম্মাদ ডাঃ শামছুল আলম সিদ্দীকী, এমবিবিএস
মুহাম্মাদ আবুল হাশেম সিদ্দীকী, সহযোগী পরিচালক, PwC
মুহাম্মাদ নাহিয়ান ইসলাম অন্তর সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আমিন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ ইঞ্জিনিয়ার ইমদাদুল হক সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মিজানুর ইসলাম সিদ্দীকী (অধ্যক্ষ, নেটপ্রো মডেল স্কুল এন্ড কলেজ)
মুহাম্মাদ আলমগীর হোসেন সিদ্দীকী (উপাধ্যক্ষ, নেটপ্রো মডেল স্কুল এন্ড কলেজ)
মুহাম্মাদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ প্রফেসর ওবায়দুর রহমান সরকার সিদ্দীকী (শেরপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজ, বগুড়া)
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ প্রফেসর জাকির হোসেন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী রবিউল ইসলাম সিদ্দীকী (জিহাদী)
মুহাম্মাদ মুফতী সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী আরিফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী ফরহাদ হোসাইন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী তারেক হোসাইন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মুফতী ওয়াসিফ সাকলাইন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ আল-আমিন শেখ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ নিছারুল ইসলাম রানা সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ নেয়াজ মোরশেদ সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ কামাল হোসোইন সিদ্দীকী (শ্যামলী P.B)
মুহাম্মাদ মোশারফ হোসেন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ ডাঃ হাসান সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ ডাঃ মেহেদী সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন সিদ্দীকী, DBBL
মুহাম্মাদ হাফেজ আল আমিন সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ নুর আলম সিদ্দীকী
মুহাম্মাদ রাহাতুল ইসলাম সৌরভ সিদ্দীকী

(উল্লেখ্য- সকলেই মাসিক হক্বের দা'ওয়াত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্টপোষক মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী উনার সম্মানিত ভক্ত/মুরিদ)

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

উহা ফিতনা ফাসাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা পুরুষকে সুন্নতী পর্দার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহপাক এবং হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দা এবং পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শবে বরাত, শবে ক্বদর সহ সত্যিকারের ইসলামে গ্রহণযোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক্ব সুন্নতী ত্বরীকত ভিত্তিক সকল সঠিক আমল আক্বিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতী, সমাজ, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা-বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপনজন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী একটি অরাজনৈতিক সুন্নতী দরবার শরীফ, আর এই দরবার শরীফের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা করা যাবে না, দেশ-জাতি ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো মুরিদ বা অনুসারী যুক্ত হতে পারবে না। এরকম কোনো কাজের অথবা কোনো জঙ্গী-সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোনো প্রমাণ উনার কোনো মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাকে অত্র দরবার শরীফের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্যিকারের ইসলাম নিজেরা মানবো অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করবো। দেশ, জাতি ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করবো। কারো কোনো ক্ষতি করবো না। আমরা সুদ-ঘুষ, জিনা, চুরি-ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, প্রাণীর ছবি-ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, গুলসহ সকল হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকবো ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে হাকিকৃতে বাইয়াত, দাওয়াত ও হারাম মুক্ত জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খিলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাবো ইনশা-আল্লাহ্।

নবীজি পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাগণ আমার পিছনে (কাবা অথবা মসজিদে নববীতে) নামাজ পড়ার চাইতে ঘরের ভিতরে একা একা নামাজ পড়লে ২৫ গুণ ছওয়ার বেশি পাবে। (দায়লামী শরীফ ২/২৮৯ পৃ. ও সহীহ্ ইবনু খুজায়মা সহ অনেক নির্ভরযোগ্য দলীল) আমাদের সুন্নতী জামে মসজিদে কোনো মহিলা জামাতে নামাজ পড়তে পারবেন না। ইসলামী শরীয়তে জামাতে নামাজ পড়া মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাকরূহে তাহরীমী ও সাহাবাগণ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের ইজমা অস্বীকার করা কুফরী। (সমূহ ফতওয়ার কিতাব) একা একা নামাজ আদায় করে শুধুমাত্র সুন্নতী ওয়াজ, তওবা, বাইয়াত ও দোয়াতে শরীক হয়ে পর্দার সাথে আম্মা হুজুরের সহিত মহিলাদের সাক্ষাত করার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত দরবার শরীফের মহিলা মহলে ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারবে না (উহা দন্ডনীয় অপরাধ) ।

CS CamScanner

একনজরে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুরিদদের আমলসমূহ :

১. প্রত্যেক নামাজের পর- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ (আগে-পিছে দরূদ শরীফ পড়ে) সাতবার করে পড়বেন। মৃত্যু পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান আল্লাহ্ পাক ভালো রাখবেন ইনশা-আল্লাহ্ (তারগীব)। অন্যান্য আমলের জন্য ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ২৪ ঘন্টা এবং বারো চাঁদের নামায, রোযা কিতাবের সূচীপত্র পড়লেই পেয়ে যাবেন। ইনশা-আল্লাহ্ ।

২. সম্ভব হলে রমাদ্বনের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা।

৩. হজ্ব ফরয হয়ে থাকলে তা দ্রুত আদায় করা হজ্ব ফরয না হলে হজ্বের ইরাদা করা। এজন্য দু'আ করা এবং অর্থ সংগ্রহে আন্তরিক হওয়া। হজ্বে বা ওমরা গমনকারীকে সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া দেওয়া।

৪. যাকাত ফরয হয়ে থাকলে কোনো হক্বানী অলী বা আলেম দিয়ে হিসাব করিয়ে আদায় করা।

৫. রমাদ্বনের ফরয রোযা আদায় করা। রমাদ্বনের কোন রোযা কাযা হলে বা মান্নতের রোযা থাকলে তা আদায় করা।

৬. প্রতি মাসে আমলের অবস্থা মুর্শিদ ক্বিবলা উনাকে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বা সরাসরি জুমআ নামাজে সোহবতে এসে অবহিত করা ও প্রতি ৪১ দিন পরপর সবক পাল্টিয়ে নেওয়া।

৭. প্রতি আরবি মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতে চেষ্টা করলে সাড়া বছর রোযা রাখার ছওয়াব পাবেন।

৮. জুমআর দিন আছর নামাজের পর বেশী-বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং মাগরিবের আগেই মসজিদে প্রবেশ করে দু'আয় লিপ্ত হওয়া।

৯. দিনে রাতে ৭ বার করে পবিত্র সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ পাঠ করলে সকল জাদু টোনা থেকে মহান আল্লাহ্ পাক রক্ষা করবেন এবং যার যাদু তার দিকেই ফিরে যাবে।

১০. মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা, বিশেষ করে জুমআ'র দিন যা সুন্নাত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

১১. প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে চেষ্টা করলে সপ্তাহে কমপক্ষে ২০ টি রোযা রাখার ছওয়াব পাবেন এবং শাওয়ালের ৬ টি রোযা রাখলে সাড়া বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব পাবেন।

১২. সম্ভব হলে প্রতিদিন না হলে সপ্তাহে একদিন না হলে মাসে একদিন না হলে বছরে একদিন না হলে জীবনে একবার হলেও (জুমআ'র দিন হলে ভালো হয়) 'সলাতুত তাসবীহ' আদায় করলে ক্বলব্ নরম হবে ও সকল গুনাহ মাফ হবে।

১৩. জুমআ'র দিন নখ, অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করা এবং উত্তমরুপে গোসল করে দ্রুত মসজিদে যাওয়া।

১৪. জুমআ'র দিন পবিত্র সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। এতে সকল শত্রুর শত্রুতা ও বিপদাপদ হতে আল্লাহ্ পাক রক্ষা করবেন এবং শত্রুপক্ষকে আল্লাহ্ পাক মহাবিপদে রাখবেন।

১৫. মাগরিবের নামাযের পর '৬ রাকাত আওয়াবিনের নামায' আদায় করলে বারো বছরের ইবাদতের ছওয়াব ও গুণাহ্ মাফ হয়।

১৬. সারাদিন সব সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে 'আল্লাহু-আল্লাহ' যিকির করতে থাকলে আল্লাহর গইবি মদদ হবে।

১৭. প্রতিদিন কিছু না কিছু দান করা বা কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়া বা খাওয়ানো। ফকির যে রকমই হোক না কেন তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া।

১৮. প্রতিদিন ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী বা আমার যেকোনো কিতাবের যেকোনো অংশ একবার হলেও পাঠ করলে এবং আমার ওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমালে আমার সোহবতের ছওয়াব পাবেন এবং আমাকে ও নবীজি পাক

(ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখা মিলবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

১৯. প্রতিদিন সুবিধামত সময়ে পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু অংশ পাঠ করবেন।

২০. প্রতিদিন সুবিধামত সময়ে হাদীস শরীফ থেকে কিছু হাদীস শরীফ পাঠ করবেন।

২১. সবসময় অযু অবস্থায় থাকতে চেষ্টা করলে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবে না ও ঈমান রক্ষা পাবে।

২২. প্রতিদিন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল ও আওয়াবীন নামায পড়তে চেষ্টা করলে সুন্নত হিসেবে পাঁচশত শহীদের মর্যাদা পাবেন।

২৩. রমাদ্বন মাস ব্যতীত ফজরের নামাজের পর ঘুমানো উচিত নয়। প্রয়োজন হলে ইশরাক ওয়াক্তের পর ঘুমানো। বেলা উঠা পর্যন্ত দরূদ শরীফ ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা।

২৪. খতম দেওয়ার নিয়তে প্রতিদিন পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪০ দিনের মধ্যে ১ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।

২৫. ফজরের নামাযের পর প্রতিদিন সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে সকল বিপদাপদ থেকে মহান আল্লাহ পাক হেফাযত করবেন।

২৬. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসি এবং ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে মৃত্যুকষ্ট লাঘব হবে ও প্রতিদিন চার হাজার দিনার স্বর্ণ মুদ্রা দান করার ছওয়াব পাবেন।

২৭. ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের সুন্নাত ও নফল আদায় করা।

২৮. দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে হক্ব ইমামের পিছনে খুশু-খুযুর সাথে আদায় করার চেষ্টা করবেন।

২৯. সকল কাজ সুন্নাত মতো করা এবং সকল বিদ'আত, হারাম ও কুফরী পরিহার করা ও কাফের মুশরিক এবং বাতিল ফিরকাহ্ থেকে দূরে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

৩০. প্রতিদিন সকাল এবং রাতে কমের পক্ষে ১০০ বার করে ২০০ বার বা যত বেশী পারা যায় দরূদ শরীফ ও আস্তাগফিরুল্লাহ্ পাঠ করবেন। ইশা ও ফজরের পর নামাযের পরে যে ব্যক্তি

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

আগে-পিছে দরূদ শরীফ সহ ৩ বার পাঠ করবে তার সমুদ্রের ফেনা রাশির মত গুনাহ্ থাকলেও মহান আল্লাহ পাক তা মাফ করে দিবেন। (সিহাহ সিত্তাহ্ সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ) আর দরূদ শরীফের বিনিময়ে মৃত্যুর পূর্বেই নবীজী পাক ﷺ উনার স্বপ্নে জিয়ারত হবে- ইনশাআল্লাহ্ ।

৩১. পরিবারের সদস্যগণকে নিয়ে (হলেও) প্রতিদিন রাতে একবার হলেও দরূদ-ছালাম তথা মিলাদ-ক্বিয়াম পাঠ করলে সদা সর্বদা রহমত শান্তি ও বরকত নাযিল হবে। আজাব, গজব ও শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পাবেন।

৩২. সদা সর্বদা সুন্নতের নিয়মে চলার চেষ্টা করতে হবে।

৩৩. ইশার নামাযের পর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া, যাতে করে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সাড়ে এগারটার পরে ঘুমালে তাহাজ্জুদ আদায় করে ফজর আদায়ের প্রচেষ্টায় আল্লাহর নিকট দু'আ ও নিয়ত করে প্রয়োজনে এলার্ম দিয়ে ঘুমাবেন।

৩৪. ফজরের সুন্নতের পরে ৪১ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করতে পারলে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের কষ্ট হতে মহান আল্লাহ্ পাক তাকে হেফাজত করবেন। মধু, কালোজিরা ও খেজুর প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় রাখলে মৃত্যুরোগ ছাড়া সকল রোগ থেকে আল্লাহ্ পাক হেফাজত করবেন। *(বুখারী শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

৩৫. ফজর ও মাগরিবের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করতে পারলে ৭০ হাজার ফেরেশতা দিন রাত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করবেন।

পরিশেষ : আক্বিদাগুলো ঠিক রেখে আমলগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে ও সত্যের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে ইনশা-আল্লাহ্ আল্লাহর অলী হয়ে কবরে যাওয়া সম্ভব হবে।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে অসিয়তনামা ও মুরিদদের প্রতি কিছু উপকারী উপদেশ :

১. আমলে কখনো অলসতা করবেন না।

২. বড়দের, মুরব্বীদের, হক্কানী অলী ও আলেমদের, মা-বাবার সম্মান ও মুহাব্বত অন্তরে রাখবেন। এক পীরের মুরিদ হয়ে অন্য কোনো "হক্ব পীরের দুশমনী করলে মহান আল্লাহ্ পাক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।" বুখারী ২/৯৬৩

৩. কারো সাথে অতি রাগ করবেন না। বিশেষ করে নিজের অধীনস্ত পরিবার-পরিজন, সন্তানাদির সাথে।

৪. কারো সাথে দূর্ব্যবহার করবেন না। মারা-মারি, গাল-মন্দ ইত্যাদি ফাসাদ থেকে দূরে থাকবেন। নম্র ভাষায় সত্যের দা'ওয়াত দিবেন। মেমোরীর একটি ওয়াজ পার করে দিয়ে হলেও সত্যের দা'ওয়াত দিবেন।

৫. কেউ আন্তরিকভাবে দা'ওয়াত দিলে তা হালাল হলে ফিরিয়ে দিবেন না।

৬. জানাজার নামাযে শরিক হবেন।

৭. কোনো রোগীর খোঁজ পেলে তাকে দেখতে যাওয়া বা সেবা করবেন।

৮. প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করবেন। ভালো ব্যবহার করে সত্যের দাওয়াত দিবেন।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবেন ও তাদের সত্যের দা'ওয়াত দেবেন।

১০. মা-বাবা বেঁচে থাকলে তাদের সেবা করবেন, তারা ইন্তেকাল করে থাকলে জিয়ারত ও দান-হাদিয়া করে তাদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করবেন।

১১. হালাল রুজি কামাই করা স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, শশুর-শাশুড়ীর হক্ব আদায় করা ফরয ও সুন্নাত হিসাবে এক শত শহীদের মর্যাদা।

১২. রাতে ঘুমানোর পূর্বে সামান্য সময় আত্মসমালোচনা করা। গুনাহ হয়ে থাকলে তওবাহ করা। উল্লেখিত আমলসমূহ যদি সবগুলো করা সম্ভব হয়, তবে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করবেন। আর সব আদায় না হলে আগামী দিনের জন্য তাওফিক কামনা করবেন ও প্রচেষ্টা করবেন।

১৩. অধীনস্ত মেয়েদেরকে শাস্তি ও হিকমতের সাথে পর্দায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। নিজেও পরনারীর সংশ্রব ত্যাগ করবেন।

১৪. হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, বেআদবী, জুলুম, মিথ্যা, ছলচাতুরী, চুরি, ডাকাতি, খুন, দেশ-জাতি-ইসলামের ক্ষতি, প্রাণীর ছবি, ভিডিও, টিভি, গান, বাজনা, সুদ-ঘুষ, জিনা, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা, যাবতীয় নেশাদ্রব্য, চুল-দাঁড়িতে কলপ লাগানো ও বেপর্দাসহ সকল হারাম কাজ ছাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

১৫. আক্বিদা : কোনোক্রমেই নবীজি ﷺ উনাকে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত, মাটির মানুষ বলা, মাযহাব ও হক্ব পীরের কাছে বাইয়াত হওয়ার দুশমনি করা ইত্যাদি কুফরী আক্বিদা পোষণ করা যাবেনা।

১৬. হাত তুলে মুনাজাত, মীলাদ-ক্বিয়াম, ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ শবে বরাত, আশুরা, শবে ক্বদর ইত্যাদি সুন্নত আমলের দুশমনি করা যাবেনা।

১৭. মহান আল্লাহপাক ওহীর মাধ্যমে গইবের সংবাদ দিয়েছেন সবই নবীজি পাক ﷺ উনাকে জানিয়েছেন, (কুরআন ও সহীহ্ বুখারী) তিনি জানেন। *(সূরা আলে ইমরান-৪৪ ও সূরা ইউসুফ -১০২ আয়াত শরীফসহ অসংখ্য দলীল)* সমগ্র জগতের সব কিছুকেই মহান

আল্লাহপাক তিনি হুজুর পাক ﷺ উনার সামনে হাতের তালুর মত হাজির রেখেছেন (সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াত সহ অসংখ্য দলীল) মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, দায়লামীসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ, তাফ: ইবনে আব্বাস, ও সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াত শরীফ সহ অসংখ্য দলীল এবং সকল সাহাবী رضي الله عنهم গণ ও ফুরফুরা শরীফ সহ সকল হক্ব তরীক্বার অলী-আউলিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের মতে- তিনি সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ নূর নবীজি ﷺ।

মুর্শিদ ক্বিবলার উনার অমীয় বাণী :

"হিংসা, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার, বেআদবী ও জুলুম শয়তানের বদগুণ। খালিছ তওবা না করলে আল্লাহ্ পাক শয়তানের সাথে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (পবিত্র সূরা আরাফ ১৮ ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

"সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে, প্রাণীর ছবি, মূর্তি, ভিডিও, গান-বাজনা এবং প্রজেক্টর সম্পূর্ণরূপে হারাম তথা জাহান্নামী হওয়ার আমল" *(সহীহ্ বুখারী-২২২৫ নং হাদীস, সহীহ্ মুসলিম-২১১০ নং হাদীস সহ প্রায় ৩০৫৫টি সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

"সত্য বলা উত্তম জিহাদ, সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

"হক্বানী অলীদের দুশমনি করলে মহান আল্লাহ্ পাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন" *(বুখারী-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)*

"আদবে আওলিয়া, বেআদবে শয়তান"

"সূরা কাহাফের ১৭ ও ২৮ নং আয়াত শরীফের আদেশক্রমে হক্বানী আলেম ও অলী হওয়ার নিয়তে বাইয়াত ও ভর্তি হোন, হক্বানী অলী ও আলেম বানানোর নিয়তে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।"

সম্পাদকীয় :

পবিত্র শবে বরাত: ক্ষমা, আত্মশুদ্ধি ও হক্বের পথে ফিরে আসার আহ্বান-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানবজীবন গুনাহ্, ভুল ও অবহেলায় পরিপূর্ণ। অথচ মহান আল্লাহ্ পাক উনার অসীম দয়া ও করুণার মাধ্যমে বান্দাদের জন্য এমন কিছু বরকতময় সময় নির্ধারণ করেছেন। যেখানে তওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে, ক্ষমার হাত প্রসারিত থাকে এবং ফিরে আসার আহ্বান ধ্বনিত হয়। পবিত্র শবে বরাত তেমনই এক মহিমান্বিত রজনী।

শাবান মাসের পনেরোতম রজনী হচ্ছে পবিত্র শবে বরাত। পবিত্র শবে বরাত সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, এ রাতে আল্লাহ্ পাক উনার সৃষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিতে তাকান এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। তবে শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদ্বেষ পোষণকারী, সম্পর্কচ্ছেদকারী ও অবাধ্যতায় নিমগ্নরা এই সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকে। এই বাস্তবতা আমাদের জন্য এক গভীর আত্মসমালোচনার বার্তা বহন করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজে অনেকে শবে বরাতের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়ে মানুষকে শবে বরাতের রাত থেকে বঞ্চিত করে।

শবে বরাত আমাদেরকে প্রশ্ন করে,

আমরা কি সত্যিই গুনাহ্ থেকে ফিরে আসতে চাই? নাকি বছরের পর বছর একই ভুল করে শুধু এক রাতের ক্ষমার আশায় বসে থাকি?

এই রাতের প্রকৃত মর্যাদা তখনই রক্ষা পায়, যখন শবে বরাত আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, নামাজে অবহেলা থেকে ইবাদতে যত্নশীল করে, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, অন্যায়ের পথ থেকে হক্বের পথে ফিরিয়ে আনে।

"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" এর পক্ষ থেকে আমরা পাঠকবৃন্দকে আবেগ নয়, বরং দলীলভিত্তিক ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে শবে বরাত পালনের আহ্বান জানাই। আসুন, এই বরকতময় রজনীকে মিথ্যা

CamScanner

তওবা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রেখে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহসম্মত আমল, দোয়া ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অতিবাহিত করি। এই রাতের মূল শিক্ষা হলো তওবা, ইস্তিগফার, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং আগামী জীবনের জন্য নিজেকে সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প।

আমাদের এই সংখ্যায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলীলসাপেক্ষে পবিত্র শবে বরাত মহিমান্বিত গুনাহ মাফ ও দোয়া কবুলের রজনী, ২০ রাকাত তারাবীহ্ নামাজ সুন্নাত এবং পবিত্র রমাদ্বনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমল, মাসআলা-মাসায়েল ও সাহরী-ইফতারের সময়সূচী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে শবে বরাতের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবনের তাওফিক দান করুন, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং হক্বের পথে অবিচল থাকার শক্তি দান করুন- আমীন।

✪এশিয়া গার্মেন্টস এন্ড বয়েজ গ্যালারী ও সিদ্দীকিয়া ফ্যাশন

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী ও ছেলেদের সকল প্রকার তৈরি পোশাক পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৯৬-৮৮৩৭০১, ০১৭৭৫-৭৩৮৭৫১

দোকান নং-১,২ এবং দোকান নং-৯, ১০, তালুকদার নিট মার্কেট, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

✪ সৌরভ গার্মেন্টস

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাজু মন্ডল

মোবাইল: ০১৭০৪-৯৭৬৬৩৩

তালুকদার নিট মার্কেট (দোকান নং-৯,১০) অগ্রণী ব্যাংকের সামনে, হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

নবীজি পাক ﷺ উনাকে জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসার নাম ঈমান বুখারী হাদীসের সনদসহ দলীল :

يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا آدَمُ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত- নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি তোমাদের নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসা আমাকে না দিতে পারবে। *(সহীহ্ বুখারী শরীফ-১৫ নং হাদীস শরীফ)*

হাদীস শরীফ :

ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে- (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ উনার বান্দা ও রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্ব করা। (৫) রমাদ্বন মাসে রোজা রাখা। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

ঈমানের সংজ্ঞা :

اِيْمَانٌ (ঈমান) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া। এখানে ঈমান শব্দের অর্থ আল্লাহ্ পাক ও উনার রাসূল ﷺ উনাকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া-বিশ্বাস করা। ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনার আদেশ নিষেধ সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শুধু জানার নামই ঈমান নয়, কেননা খোদ ইবলিস এবং অনেক কাফের রাসূল ﷺ উনার নবুয়ত যে সত্য এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবেই জানতো কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। অতএব এ ব্যাপারে ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে যথা:-

(১) তাসদীক্ব বিল জানান বা আন্তরিক বিশ্বাস।

(২) এক্বরার বিললিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি।

(৩) আমল বিল আরকান বা কার্যে পরিণত এ তিনের সমন্বয়ে প্রকৃত ঈমান গঠিত।

ইসলামে দাখিল হতে হলে কোনো ব্যক্তির তথা মহিলা পুরুষ উভয়ের যে সকল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা একান্ত প্রয়োজন

✪ আমেনা বস্ত্রবিতান এন্ড কসমেটিক্স

এখানে শাড়ী, লুঙ্গী, থ্রী-পিছ, ওড়না, প্যান্ট, শার্ট, বিবাহের শাড়ী ও সকল প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ আল-আমিন শেখ সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭২৯-৩০৯৫৭২, ০১৭৬১-৭৬৭২৬৫

ঠিকানা: জে. এস প্লাজা, দোকান নং-০১, শম্ভুগঞ্জ পূর্ব বাজার, সদর, ময়মনসিংহ।

✪ মোমেনা নার্সিং হোম

মোবাইল: ০১৭১১-১০১০৪৭

ঠিকানা: দত্তবাড়ী, কাটনারপাড়া, রংপুর রোড, বগুড়া।

তওবাহ ও মার্জনা কামনার মাহাত্ম :

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীস শরীফে বহু জায়গায় তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة ٢٢٢)

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবাহকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। **(পবিত্র সূরা আল-বাক্বারা: ২২২ নং আয়াত)**

হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه. وَهُوَ عَمُّهُ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَّاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন- বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবাহ করে তখন আল্লাহ্ পাক ঐ লোকের চেয়েও বেশি খুশী হন, যে মরুভূমিতে নিজ সওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সওয়ারটি তার হতে হারিয়ে যায়। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে আরাম করে এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। অমনিই সে, তার লাগাম ধরে ফেলে। এরপর সে

CamScanner

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে। (সহীহ্ মুসলিম- ৬৭৫৭ নং হাদীস)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

অর্থ : গুনাহ হতে তওবাহকারী ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহই নেই। (ইবনু মাজাহ হাদীস/ ৪২৫০, হাদীসটি হাসান সহীহ)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

অর্থ : প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে থাকে, আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তওবাহ করে। (তিরমিযী হাদীস/২৪৯৯, ইবনু মাজাহ হাদীস/৪২৫১, হাদীসটি হাসান সহীহ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

অর্থ : আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করো অর্থাৎ শয়তানের ধোঁকায় যদি গুনাহ্ হয়ে যায় আর তওবাহ না করো, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন, যারা গুনাহ করে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে- তখন তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। (সহীহ্ মুসলিম শরীফ ৬৮৩৬ নং হাদীস)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি-

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

অর্থ : আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবাহ করি। বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি প্রতিদিন একশত বার তওবাহ করি তোমাদেরকে তওবাহর উৎসাহ দেওয়ার জন্য। (সহীহ্ বুখারী শরীফ ৫৮৩২ নং হাদীস)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা জানা যায় যে, পাপী ব্যক্তি তওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজ গুনাহের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারে। তারপর যত সৎ কাজ করবে তার দ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে। এইভাবে যখন সে মহান আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চায় তখন তার দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। পক্ষান্তরে গুনাহ হতে তওবাহ না করেই যদি সে কোন কিছুর জন্য দু'আ করে তাহলে সেই দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল নাও হতে পারে।

অনুরূপ যদি কোনো ব্যক্তি নিজ গুনাহ হতে তওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) পাঠ করে, তাহলে সে নিজ অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুপযুক্ত কাজ করল। এই সম্পর্কে হক্কানী আলিমগণ বলেন- ময়লাযুক্ত কাপড় সুগন্ধি ব্যবহারের পরিবর্তে তাকে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা উচিৎ। অর্থাৎ, পাপী ব্যক্তি তওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে সর্বপ্রথম নিজেকে গুনাহের ময়লা-আবর্জনা হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পর নিজেকে তাসবীহ-তাহলীলের এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল দ্বারা সুগন্ধিময় করবে।

✪ নাসির ইলেকট্রনিক্স
যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী পাওয়া যায়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন
মোবাইল: ০১৭৭৩-৯৫৬৪৫৫
ঠিকানা: কেডিএস, ঝাড়বাড়ী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

তওবা কবুলের শর্তাবলী :

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে হক্কানী অলী ও আলিমগণ তওবাহ কবুলের জন্য নিম্নের শর্তাবলী আরোপ করেছেন-

(ক) যদি গুনাহের সম্পর্ক আল্লাহর হক্কের সাথে হয় তাহলে তা হতে তওবার জন্য নিম্নের তিনটি শর্ত রয়েছে:

১. যে গুনাহ থেকে তওবাহ করতে চায় তা বন্ধ করতে হবে।

২. যে গুনাহ হয়ে গিয়েছে তার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

৩. আগামীতে এমন গুনাহ্ আর হবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

(খ) আর যদি গুনাহের সম্পর্ক কোনো বান্দার প্রাপ্যের সাথে হয় তাহলে উপরোক্ত তিনটি শর্তের সাথে আরও একটি শর্ত পূর্ণ করতে হবে, আর তা হল:

৪. যে সব ব্যক্তির হক নষ্ট করা হয়েছে তার থেকে মুক্তি হাসিল করতে হবে; সুতরাং যদি তা মাল-সম্পদের বিষয় হয় তাহলে তা পরিশোধ করবে। আর যদি দৈহিক কষ্ট দেওয়ার বিষয় হয়, তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে দেওয়ার বিষয় হয়; যেমন মিথ্যা অপবাদ, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি তাহলে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবে। মারা গেলে তাদের নামে দান-খয়রাত ও দু'আ করতে থাকবে।

যদি উপরোক্ত কোনো একটি শর্তবিহীন তওবাহ করা হয় তাহলে সেই তওবাহ কবুল নাও হতে পারে।

✪ ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংকিং সকল সুবিধা সহ সপ্তাহে ৭ দিন সেবা প্রদান করা হয়। সততাই আমাদের মূলধন।

প্রো: মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭১১-১০১০৪৭

ঠিকানা: আফসার আলী প্লাজা, বড়গোলা, বগুড়া।

শা'বান মাসের ফজিলত :

বৎসরের আরবী মাস সমূহের অষ্টম মাসের নাম শা'বান। শা'বান মাস রজব ও রমাদ্বন মাসের মধ্যবর্তী মাস। এর পূর্বের মাস রজব হল সম্মানিত চার মাসের এক মাস আর পরের মাস হল সর্বোত্তম মাস রমাদ্বন মাস। শা'বান শব্দের অর্থ হল শাখা-প্রশাখা। অর্থাৎ বৃদ্ধির উপর বৃদ্ধি হওয়া। হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে এ মাসের নাম শা'বান রাখার কারণ হল এ মাসে রোযা পালনকারী শাখা-প্রশাখার ন্যায় বেশী ছওয়াব প্রাপ্ত হয়। ফলে এ মাসের রোযাদার জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ্-১৮৮ পৃষ্ঠা)**

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত-

أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ. ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ -

নবীজি পাক (ﷺ) উনার কাছে প্রিয় মাস হল শা'বান মাস। এ মাসে তিনি রোযা রাখতেন অতঃপর রমাদ্বন মাসে পৌঁছে যেতেন। **(ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লহি আলাইহি (৪৫৮ হি), ফাদ্বায়েলুল আওকাত, পৃ-১১৩, হাদীস নং-১৯)**

হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন,

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ. قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ فِيْ رَمَضَانَ.

অর্থ : কেউ জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসুলাল্লাহ! (ﷺ) কোন রোযা উত্তম? তিনি বললেন, শা'বান মাসের রোযা উত্তম (নফল) রমাদ্বনের সম্মানার্থে। জিজ্ঞাসা করল- কোন সদকা উত্তম? তিনি বললেন, রমাদ্বন মাসের সদকা উত্তম। **(ফাদ্বায়েলুল আওকাত, পৃ-১১৪, হাদীস নং-২০)**

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

অর্থ : নবীজি পাক (ﷺ) একাধারে (একবেশী) রোযা রাখতেন (শা'বান মাসে) আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা পরিত্যাগ করবেন না। আবার কখনো এমনভাবে রোযা ছেড়ে দিতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূল (ﷺ) উনাকে রমাদ্বন ব্যতীত কোনো পুরো মাসে রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোনো মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখিনি। **(ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (২৫৬ হি), খন্ড-১, পৃ-২৬৪, হাদীস নং-১৮৪৪)**

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীজি পাক (ﷺ) রমাদ্বন মাসের পর সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন শা'বান মাসে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) শা'বান মাসে বেশি রোযা রাখতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (ﷺ) আমি আপনাকে শা'বান মাসে বেশি রোযা রাখতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, এ মাসে কারা কারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের নামের তালিকা আজরাঈল (عليه السلام) উনাকে প্রদান করা হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার নামটি লিপিবদ্ধ হোক রোযাদার অবস্থায়। **(আবু ইয়া'লা রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ৮/৩১১-৩১২/৪৯১১, সূত্রঃ লাতায়েফুল মাআরিফ, ১ম খন্ড, পৃ-২১৯)**

হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, শা'বান মাস আসলে মুসলমানগণ কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ দিত অতঃপর কুরআন তিলাওয়াত করত। **(ইবনে রজব হাম্বলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, ১ম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)**

মোটকথা হল রমাদ্বন মাসের পরিপূর্ণ ফায়দা ও বরকত অর্জনের জন্য শা'বান মাস থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। রোযা, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত করে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে রমাদ্বানুল মুবারকে ভালোভাবে ইবাদত-বন্দেগীর পূর্ণস্বাদ লাভ করতে পারবে।

সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শা'বান মাসের শুক্রবারে চার রাকায়াত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩০ বার পড়ে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার ছওয়াব পাবে।

হুযুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ঐ রাতে ১০০ বার ও ঐ দিনে ১০০ বার আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে তার উপর দোযখের আগুন হারাম হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন।

হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শা'বান মাসের দিনে ও রাতে আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি সকলের আগে তার জন্য শাফায়াত করব। হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শা'বান মাসে তিন হাজার বার দরূদ শরীফ পড়বে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

✪ মেসার্স নাঈম এন্টার প্রাইজ

এখানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতরের ঔষুধ এবং খইল, ভূসি, ধান, আটা, চাউল, ভূট্টা, সকল ফিড খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ নয়ন আলী

মোবাইল: ০১৭৩১-৩৫৪২৪১

ঠিকানা: পানিশাহী চৌরাস্তা বাজার, চিতের মোড়, পবা, রাজশাহী।

হযরত আবুল কাছেম ছাফফার (رحمة الله عليه) হতে বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, হে খাতুনে জান্নাত! আপনি কি এমন বস্তু ভালোবাসেন, যা আপনার রূহের জন্য দান করব? হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, হে কাছেম! আমি শা'বান মাসের আট রাকায়াত নামায ভালোবাসি। এটা চার রাকাআ'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পড়বে। যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে এবং আমাকে ছওয়াব বখশিয়া দিবে, আমি তার জন্য শাফায়াত না করে কখনও বেহেশতে একপাও দিব না। এই নামায শা'বান মাসের যে কোনো রাত্রে আদায় করবে। যদি এই মাসের প্রথম ভাগের রাতে পড়ে, তাহলে খুবই উত্তম অথবা যে কোনো রাতে ইচ্ছা পড়তে পারবে।

পবিত্র শবে বরাত :

'শবে বরাত' এর আরেক নাম لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ 'লাইলাতুল বরাত'। এখানে 'শব' শব্দটি ফারসি, যার বাংলা অর্থ রাত্র। ইহাকে আবরীতে বলা হয় لَيْلٌ 'লাইলুন' অথবা لَيْلَةٌ 'লাইলাতুন'। 'বরাত' শব্দটিও ফারসি, তবে শব্দটি আরবী ভাষায়ও প্রয়োগ হয়েছে। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে নিষ্কলুষতা, ভাগ্য, কল্যাণ ইত্যাদি। সুতরাং 'শবে বরাত' শব্দটি আরবী ভাষায় হবে لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ 'লাইলাতুল বরাত'। যার বাংলা পুরো অর্থ হচ্ছে পবিত্র রজনী, ভাগ্য রজনী অথবা কল্যাণময় রজনী। পবিত্র কুরআনের সূরা দোখানের ভাষায় لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ 'লাইলাতুল মুবারাকাহ' বা বরকতময় রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সূরা দুখানের ৩ নং আয়াতের ভাষায় لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ অর্থ- কুরআন নাযিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাত তথা لَيْلَةُ التَّجْوِيْزِ আর সূরা ক্বদরের ভাষায় ক্বদর হচ্ছে لَيْلَةُ التَّنْفِيْذِ তথা কুরআন নাযিলের রাত। আর হাদীস শরীফে 'লাইলাতুন নিছফি মিন শা'বান বা শা'বান মাসের মধ্য রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নামাযকে সলাত এবং রোযাকে সিয়াম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ বগুড়া এয়ার ট্রাভেল্স

সকল ধরনের ইয়ার টিকেট, ভিসা ও ক্রিয়ারেন্স পাওয়া যায়।

ম্যানেজার

মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭১৫-৪৮৩৭৪৬

প্রয়োজনে: ০১৮১১-৩৩৪৪৫৫, ০১৭২২-৯২৩৩৬৪

ঠিকানা: দোকান নং-৫-৬ (নীচতলা), জামিল শপিং সেন্টার, বড়গোলা (দত্তবাড়ি), বগুড়া, বাংলাদেশ।

ভাগ্য নির্ধারণের রাত পবিত্র শবে বরাত:

শবে বরাত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِىْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ اَرْزَاقُهُمْ

.

অর্থ : "হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত আছে, একদা আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) বললেন হে আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আপনি কি জানেন, এ রাত্রিতে অর্থাৎ শবে বরাতে কি সংঘটিত হয়? তিনি বললেন, হে আল্লাহ পাক-উনার হাবীব (ﷺ)! এ রাত্রিতে কি সংঘটিত হয়? আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, এ রাত্রে আগামী এক বৎসরে কতজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে এবং কতজন লোক মৃত্যুবরণ করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এ রাতে বান্দার (এক বৎসরের) আমলসমূহ আল্লাহ

পাক-উনার নিকট পেশ করা হয় এবং এ রাতে বান্দার (এক বৎসরের) রিযিক নাযিল করা হয়।" (ইমাম বায়হাক্বীঃ দাওয়াতুল কবীরে, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃঃ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৬০২৮; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ১৩০৫; ইমাম বায়হাক্বীঃ ফাদ্বাইলে আওকাত, ১ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

সহীহ্ হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وفي رواية حتى تطلع الشمس-

অর্থ : "হযরত আলী (ؓ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যখন শা'বানের চৌদ্দ তারিখ তথা শবে বরাতের রাত আসবে, সে রাত তোমরা ক্বিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলার রহমতে খাস এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছো কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। কেউ রোগাগ্রস্ত আছ কি? (রোগ মুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক্ব চাওয়ার আছো কি? আমি তোমাকে রিযিক্ব (জীবন উপকরণ) দেব। কেউ আছো কি? এভাবে ফযর পর্যন্ত ঘোষণা আসতে থাকে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘোষণা চলতে থাকে।" (দলিল সমূহঃ ইবনে মাজাহঃ আস-সুনানঃ ১/৪৪৪ঃ হা/১৩৮৮ (২) ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইব ঈমানঃ ৫/৩৫৪ পৃ. হা/৩৮২২ (৩) ইমাম বায়হাক্বীঃ ফাযায়েলুল ওয়াক্তঃ হা/৩৩ (৪) সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

সহীহ্ হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ ؓ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

অর্থ : "হযরত আবু মুসা আশআরী (ؓ) আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে (শবে বরাতে) ঘোষণা করেন তিনি তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দিবেন মুশরিক ও হিংসুক ব্যক্তি ব্যতীত।" (ইমাম ইবনে আছেমঃ আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৫১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৯০; মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ১৩০৬; ইমাম হিন্দীঃ কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৭৪৬৩)

শবে বরাতের রাতের ফজিলত :

সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ১৫ই শাবান আসমান হতে ৭০ লক্ষ ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকেন এবং ঐ রাতে ইবাদতকারীগণকে দেখেন ও ঐ দিন হতে তাদের জন্য রোজ ক্বিয়ামত পর্যন্ত ছওয়াব লিখতে থাকেন। তথাপিও তা পূর্ণ হবে না। পরে রোজ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ফিরেশ্তাগণকে বলবেন, হে ফিরেশ্তাগণ! আপনারা এখন ছওয়াব লেখা বন্ধ করুন। আমি বিনা হিসাবে আমার বান্দাকে বেহেশতে নিয়ে যাবো। আপনারা আমার বান্দাগণের ছওয়াব লিখা শেষ করতে পারবেন না। বরং আপনারা আসমান-জমীনের ফিরেশ্তাগণ একত্র হয়েও যদি ছওয়াব লিখতে থাকেন, তথাপিও তা পূর্ণ হবে না।

উল্লিখিত কিতাবে এটাও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই রাতে ইবাদত করে, সমস্ত বৎসরই তাকে আল্লাহর নিকট ইবাদত কারীগণের মধ্যে লেখা হয়।

CamScanner

✪ আল-আমিন লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী এবং স্টুডিও, ফটোকপি, ইন্টারনেট

এখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কেজি স্কুলের যাবতীয় বই, খাতা ষ্টেশনারী সামগ্রী খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয় এবং স্টুডিও, ফটোকপি ও ইন্টারনেটের যাবতীয় কাজ করা হয়।

প্রোঃ

মুহাম্মাদ আল-আমিন সরকার

মোবাইলঃ ০১৭২৬-৩৮৮৮৫৯

পরিচালনায়ঃ মুহাম্মাদ আবু হাসান

মোবাইলঃ ০১৭৫৪-৩৩৩৯৮৬

ঠিকানাঃ স্কুল গেট, ছোনকা, শেরপুর, বগুড়া।

এক নজরে শবে বরাতের দলীলসমূহ :

{দলীল সমূহ : সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃঃ হাদীস নং ১৩৮৮; ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃঃ হাদীস নং ৩৫৫৫; আমালী ইবনে বাশারানে, ৭০৩; মিশকাত শরীফ, ১১৫ পৃঃ হাদীস নং ১৩০৮; ইমাম আইনীঃ উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৮২ পৃঃ; ইমাম মুনজেরীঃ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদীস নং ১৫৫০; ইমাম বায়হাক্বীঃ ফাদ্বায়েলে আওকাত, হাদীস নং ২৪; ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী লিখিত ফাতহুল কবীর, হাদীস নং ১৪১৮; কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৫১৭৭; আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখিত মাদারেযুন নবুয়্যাত, ১ম খন্ড; মিরকাত শরহে মিশকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৯ পৃঃ; তাফছিরে কুরতবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃঃ; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জিঃ ১৪৯ পৃঃ, সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৩৯০, তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ৯ পৃ; তাফছিরে নাছাফী, ৩য় খন্ড, ২৮৬ পৃ; তাফছিরে কবীর, ২৭তম খন্ড, ২১০ পৃ; তাফছিরে কুরতুবী, ১৬তম খন্ড, ১০০ পৃঃ; তাফছিরে আবু সাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃ; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০২ পৃ, ইমাম বায়হাক্বীঃ দাওয়াতুল কবীরে, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬০২৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৩০৫; ইমাম বায়হাক্বীঃ ফাদ্বাইলে আওকাত, ১ম খন্ড, ১২৬, তাফছিরে তাবারী, ২১তম জিঃ ৯ পৃ, তাফছিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ১৮৫৩১; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০১ পৃঃ;, ইমাম ইবনে আছেমঃ আস-সুন্নাহ, ৫১২ নং হাদিস; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৬৬৫; ইমাম তাবারানীঃ আওছাতে, হাদিস নং ৬৭৭৬; ইমাম তাবারানীঃ মুজামুল কবীরে, হাদিস নং ২১৫; ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইবুল ঈমান, ৩৫৫২; ইমাম তাবারানীঃ মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ২০৩; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানীঃ হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯১ পৃঃ; ইমাম মুনজেরীঃ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৪৬; ইমাম ছিয়ুতীঃ তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৭ম খন্ড, ৪০৩ পৃঃ; হাফিজ ইবনে কাছিরঃ জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ৯৬৯৭; আলবানীঃ তা'লিকাত হাছান আলা ছাহি ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৬৩৬, ইমাম হায়ছামীঃ মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৯৬০; ২৩৩. আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৪৬; ২৩৪. আলবানীঃ ছিলসিলাতু আহাদিছিছ ছহিহা, হাদিস নং ১১৪৪; ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীঃ তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৪০, কুরতুবী, ছফওয়াতুত তাফাসীর, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু ইয়া'লা, ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, দাইলামী, আয্‌যাওয়ায়িদ, আল বায্‌যার, জামিউল জাওয়ামি' মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, মিশকাত, বাইহাক্বী, দা'ওয়াতুল কবীর, উরফুশ্ শাজী, মিরকাত, আশআতুল লুমআত, লুময়াত, শরহুত ত্বীবী, তালিকুছ ছবীহ, মুযাহিরে হক্ব, মাসাবাতা বিস্ সুন্নাহ, কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ, তীবি মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, মুসতাদরিক, নুজহাতুল মাজালিস, নুজহাতুল বাসিতিন, তাফসীরে আহমদী, তাফঃরুহুল বয়ান,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) সহ প্রায় ৪৫০ টি প্রসিদ্ধ কিতাব।)

○ সিদ্দীকিয়া চাউল ঘর ও আশফাক আয়শা গ্যাস ঘর

এখানে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট মানের চাল পাইকারী ও খুচরা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

বি. দ্র. পুরাতন মটর সাইকেল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

প্রো: মুহাম্মাদ আশফাক হোসাইন

মোবাইল: ০১৮৮৩-৪১০৮৬৬, ০১৭১৭-৩০৮৮৮৩

ঠিকানা: রংপুর রোড, মাটিডালী, বগুড়া।

৪০০ বছর ইবাদতের মর্যাদা :

শবে বরাতের রাতের ফজিলত সম্পর্কে নুজহাতুল মাজালিস কিতাবে বর্ণিত আছে,

হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (عليه السلام) তিনি একটি পাহাড়ের উঁচু চূড়ার উপরে দিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ করে ওই পাহাড়ের উপরেই একটি সাদা বিশাল পাথর দেখতে পেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক উনার নবী হযরত ঈসা (عليه السلام) তিনি ওই পাথরের চারপাশে ঘুরে আশ্চর্যান্বিত হলেন। অতঃপর উনার আশ্চর্যবোধ দেখে মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন, হে আমার নবী হযরত ঈসা (عليه السلام)! আপনি সাদা পাথরখানা দেখেই অবাক হয়েছেন, এর চেয়েও কি আশ্চর্যজনক বস্তু আপনি দেখতে চান?

জবাবে হযরত ঈসা (عليه السلام) তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ পাক। অতঃপর ঈসা (عليه السلام) উনাকে লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করতে বলা হলো। হযরত ঈসা (عليه السلام) লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করলেন, আঘাত করার পর ঐ পাথরের মধ্য থেকে আরেকটি পাথর বের হল। আবার আঘাত করতে বলা হলো, তারপর তিনি আবারো আঘাত করলে তার মধ্য থেকে আরেকটি পাথর বের হল। আবারো আঘাত করতে বলা হলো। তারপর তিন নম্বর পাথরটি আঘাত করার সাথে সাথে দেখতে পেলেন, পাথরের মধ্যে সবুজ রঙের লাঠি হাতে নিয়ে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন এবং উনার সামনে একটি (আঙ্গুরী) আঙ্গুরের গাছ আছে। অতঃপর সেই বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, এটি আমার প্রতি দিনের খাবার। এরপর হযরত ঈসা (عليه السلام) তিনি এই বুযুর্গ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কতকাল পর্যন্ত এই সাদা পাথরের ভিতরে মহান আল্লাহ্ পাক উনার ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত আছেন? হযরত ঈসা (عليه السلام) উনার এই প্রশ্নের জবাবে বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, দীর্ঘ সাড়ে চারশত বছর ধরে এই পাথরের ভিতরে আমি ইবাদত-বন্দেগী করছি। তখন হযরত ঈসা (عليه السلام) তিনি (আরো আশ্চর্য হয়ে) বললেন, আয় আল্লাহ্ পাক! আমার ধারণা যে, হয়তোবা আপনি এই বুযুর্গ ব্যক্তির চেয়ে আর কোনো উত্তম মাখলুক সৃষ্টি করেননি। হযরত ঈসা (عليه السلام) উনার এই আবেগপূর্ণ বাণী শুনে মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ করেন, আখিরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ) উনার উম্মতদের মাঝে কোনো ব্যক্তি যদি অর্ধ শা'বানের রাতে তথা শবে বরাতে ২ রাকায়াত নামাযও আদায় করে এই বুযুর্গ ব্যক্তির সাড়ে চারশত বছরের ইবাদত হতেও উত্তম হবে। সুবহানাল্লাহ!

অতঃপর হযরত ঈসা (عليه السلام) তিনি এই কথা শুনে বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি আখিরী নবী, হুজুর পাক (ﷺ) উনার উম্মত হতে পারতাম। সুবহানাল্লাহ! (নুজহাতুল মাজালিস-১ম খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতের রাতে গোসলের ফজিলত :

১৫ই শা'বানের রাত্রিতে সন্ধ্যার পরে গোসল করা উচিত। এটা মুস্তাহাব-সুন্নাত। নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১৫ই শা'বানের রাত্রিতে ইবাদতের

নিয়তে গোসল করে, তার জন্য প্রত্যেক ফোঁটা পানিতে সাতশত রাকাআত নফল নামাজের ছওয়াব লেখা হবে। গোসলের পর দুই রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল অজু' নামাজের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে একবার আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাস তিনবার পড়বে। 'তাহিয়্যাতুল অজু' নামাজের পর আট রাকাআত নফল নামায পড়বে। এর প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার ও সূরা ইখলাস ২৫ বার পড়বে। হুজুর পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই নামায ১৫ই শা'বানের রাতে আদায় করে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং নব প্রসূত শিশুর ন্যায় গুনাহ হতে পবিত্র হবে।

নবীজি পাক (ﷺ) উনার আদায় করা শবে বরাতের রাতে ১৪ রাকাত নামাজের বিবরণ :

শবে বরাতের রাতের ইবাদত ২০টি কবুল হজ্ব ও তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের নামায রোযার চেয়ে উত্তম ছওয়াব-

وَاَخْرَجَ الْبَيْهَقِىْ عَنْ عَلِى قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَامَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ عَشَرَةَ رَكْعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَقَرَأَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةٍ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةٍ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةٍ وَالْاٰيَةُ الْكُرْسِىِّ مَرَّةً لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَلْاٰيَةَ مَرَّةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ سَاَلْتُهٗ عَمَّا رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِهٖ قَالَ مَنْ مِّثْلَ الَّذِىْ رَأَيْتُ كَانَ لَهٗ ثَوَابُ عِشْرِيْنَ حَجَّةً مَّبْرُوْرَةً وَّصِيَامَ عِشْرِيْنَ سَنَةً مَّقْبُوْلَةً فَاِذَا اَصْبَحَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ سِتِّيْنَ سَنَةً مَّاضِيَةً وَّسَنَةً مُّسْتَقْبِلَةً.

অর্থ : হযরত ইমাম বাইহাক্বী রহমাতুল্লহি আলাইহি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (رضي الله عنه) উনার থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেন, আমি হযরত রসূলে পাক (ﷺ) উনাকে ১৫ই শা'বানের রাত তথা শবে বরাতে দেখলাম, তিনি দাঁড়ালেন অতঃপর দুই রাকাত দুই রাকাত করে (প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে) ১৪ রাকায়াত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বসলেন, তারপর সূরা ফাতিহা ১৪ বার, সূরা ইখলাস ১৪ বার, সূরা ফালাক্ব ১৪ বার, সূরা নাস ১৪ বার, আয়াতুল কুরসী ১ বার এবং লাক্বদ জা'আকুম একবার পাঠ করলেন। অতঃপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন আমি রসূলে পাক (ﷺ) উনাকে যা করতে দেখলাম সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত রসূলে পাক (ﷺ) তিনি বললেন, শবে বরাতে যা আমাকে করতে দেখলেন অনুরূপ আমল যে ব্যক্তি করবে তার আমলনামায় বিশটি কবুল হজ্বের এবং বিশ বছরের কবুল রোযার ছওয়াব দেওয়া হবে। এবং পরবর্তী দিনে যদি রোযা রাখে তাহলে তাকে পূর্বের ৬০ বছরের এবং পরের ৬০ বছরের মোট ১২০ বছরের ছওয়াব দেওয়া হবে। (এবং প্রত্যেক রাকাআতের বিনিময়ে ২ খতম করে মোট ২৮ খতম কুরআন শরীফ পাঠ করার ছওয়াব তাকে দেওয়া হবে।) (মুসলিম, মিরকাত ইত্যাদি) তাফসিরে রুহুল বয়ান ৭ম খন্ড, তাফ: খযিন ৪র্থ খন্ড, তাফ: বাগবি, নুজহাতুল মাজালিস সহ প্রায় ৫৫টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এসেছে শব-ই বরাতের রাত জেগে ইবাদত ও দিনে রোযা রাখলে ৩৫০ মতান্তরে ৪৫০ বৎসরেরও বেশি নামায রোযার ছওয়াব দেওয়া হবে। তবে প্রতিটি নফল ইবাদতের ছওয়াব পাওয়ার জন্যে অবশ্যই নবী-সাহাবী ও অলীদের সাথে দুশমনি ও বেআদবী আক্বিদামুক্ত মুমিন হতে হবে, হারাম পরিত্যাগকারী এবং ফরয-ওয়াজিব ইবাদতকারী হতে হবে। দলীল: তাফসিরে দুররুল মুনসুর ৬ষ্ঠ খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা, তাফসিরে রুহুল বয়ান ৮/৪০২ পৃষ্ঠা, তাফসিরে জাদুল মাইছির ৭ম খন্ড ১১২, তাফ: খযিন ৪র্থ খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কদমে মৃত্যু পর্যন্ত
ইস্তেকামত থাকতে চাই-
মুহাম্মাদ আরাফাত সরকার সিদ্দীকী

শবে বরাতের রোজার ফজিলত :

শবে বরাতের রোজার বহু ফজিলত হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেছেন:

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ أَبَدًا

অর্থ : যে ব্যক্তি শা'বান চাঁদের পনেরই তারিখের দিন (শবে বরাতের) রোজা রাখবে কখনই তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা। **(মুছান্নাফ, দারেমী ইত্যাদি)**

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ مُصَاةَ أُمَّتِي فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِعَدَدِ شُعُوْرِ أَغْنَامِ بَنِي كَلْبٍ وَرَبِيْعٍ وَمُضَرَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার গুনাহগার উম্মতের উপর অনুগ্রহ করে গুনাহ মাফ করেন শা'বানের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে বনী কেলাব, বনী রাবী ও বনী মোদার গোত্রের প্রায় ৬০ হাজার মেষের তথা ভেড়ার লোমের সংখ্যা পরিমাণ। কথিত আছে, এই তিন সম্প্রদায় আরবে প্রায় ৬০ হাজার ভেড়া-বকরী পালতো। এই জন্যই নবীজি পাক (ﷺ) তাদের উপমা দিয়েছেন।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (عليه السلام) আমার নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি উঠুন, নামায পড়ুন এবং দু'আ প্রার্থনা করুন। কারণ এটা ১৫ই শা'বানের রাত্রি। এই রাতে আল্লাহ তা'আলা উনার বান্দাগণের জন্য রহমতের ১০০টি দরজা খুলে দেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আপনি এই রাতে আপনার উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কিন্তু মুশরিক, যাদুকর, গণক, কৃপণ, মদ্যপানকারী, সুদখোর ও জেনাকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না। তার কারণ এই যে, আল্লাহ পাক এদেরকে শাস্তি দিবেন। **(তবে খাছ তওবাহ করলে মাফ হবে)**

গুনইয়াতুত ত্বালেবিন কিতাবে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই জ্বীন, পশু-পাখি এবং এমনকি সমুদ্রের মাছেরাও ১৫ই শা'বান তথা শবে বরাতের দিন রোজা রাখে। সুবহানাল্লাহ! **(কিতাবুল বরকত)**

শবে বরাতের রোজা মূলত একটি, শবে বরাতের দিন অর্থাৎ ১৫ই শাবান দিনে রোজা রাখা। তবে শবে বরাতের সাথে আরবি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ এই তিন দিন রোজা রাখতে পারলে বেশি ফজিলত পাওয়া যাবে। তাহলে আইয়্যামে বীযের রোজা রাখারও ছওয়াব পাওয়া যাবে এবং শবে বরাতের রোজার ছওয়াবও পাওয়া যাবে। সেটি দুটি সুন্নাত মুবারক শরীফের মর্যাদা। **(মিশকাত শরীফ-৬০ পৃষ্ঠা)**

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে পবিত্র শা'বান মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

শা'বান মাসের বিশেষ দিবসসমূহ :

★ ৪ঠা শা'বান: নবীজি পাক (ﷺ) উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছাহ্ বিনতে উমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার ৪ঠা শা'বান ৩য় হিজরী সোমবার রাতে বিবাহ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছাহ্ বিনতে উমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার বয়স ছিল ২১ বছর ২ মাস ২০ দিন।

★ ৫ই শা'বান: সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হুসাইন (عليه السلام) ৫ই শা'বান ৪র্থ হিজরী, জুমু'আর দিনে, বাদ আছর জন্মগ্রহণ করেন।

★ ১৩ই শা'বান: উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছাহ্ বিনতে উমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ১৩ই শা'বান ৪৫ হিজরী, বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৬৩ বছর ২৯ দিন অবস্থান করেন।

★ ১৫ই শা'বান: পবিত্র শবে বরাত। (পবিত্র শবে বরাতের ফজিলত ও গুরুত্বপূর্ণ আমল উপরে দেওয়া আছে)

★ ১৭ই শা'বান: উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ১৭ই শা'বান ৪৪ হিজরী, বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৭৩ বছর ২ মাস ১৮ দিন অবস্থান করেন।

মুর্শিদী কদমে সারাজীবন ইস্তেকামত থাকতে
চাই: **মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ সিদ্দীকী**

পবিত্র রমাদ্বনুল মুবারক :

বৎসরের আরবী বার মাসের নবম মাসের নাম রমাদ্বন। মাহে রমাদ্বন মাসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদাসম্পন্ন ও বরকতময় মাস। এ মাসের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ মুবারক করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ : "রমাদ্বন মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হিদায়েত ও পথনির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সে মাসে রোযা পালন করে।" **(সূরা বাকারা-১৮৫ নং আয়াত)**

যেহেতু পবিত্র কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর নবীজি পাক (ﷺ) নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মাহে রমাদ্বন অন্যান্য মাসসমূহের উপর শ্রেষ্ঠ সেহেতু শ্রেষ্ঠ কিতাবকে শ্রেষ্ঠ নবীর উপর শ্রেষ্ঠ মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতা অটুট থাকে।

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ
شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ
وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةٌ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন- যখন রমাদ্বন আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে- জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। **(বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ- ১৭৩ পৃষ্ঠা)**

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লহি আলাইহি শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَاْسِ الْحَوْلِ اِلَى حَوْلٍ
قَابِلٍ. قَالَ: فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِنْ
تَحْتِ الْعَرْشِ فَنَشَرَتْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ.
فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ . اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ
اَعْيُنُنَا وَتُقِرُّ اَعْيُنَهُمْ بِنَا.

অর্থ : "বছরের প্রথম থেকে রমাদ্বনের পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতকে মাহে রমাদ্বন শরীফের সম্মানার্থে সুসজ্জিত করা হয়। তিনি বলেন যখন রমাদ্বনের প্রথম দিন আসে তখন আরশের নীচে জান্নাতের বৃক্ষের পাতায় বেহেশতের হুরদের উপর দিয়ে (জান্নাতী রহমতের) বাতাস প্রবাহিত হয়। তখন তারা প্রার্থণা করে বলে হে আল্লাহ্! আপনি আপনার (রোযাদার) বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানিয়ে দিন যাতে তাদের দ্বারা আমাদের চক্ষু শীতল হয় এবং তাদের চক্ষু আমাদের দ্বারা শীতল হয়। **(বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ ১৭৪ পৃষ্ঠা)**

উপরোক্ত পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় রমাদ্বন মাসে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে আসমানে রহমত ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ইবলিস শয়তানকে লোহার শিকল দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। রমাদ্বানুল মুবারকের রাতে আল্লাহর নির্দেশে ফিরেশ্তাগণ আসমানে এসে সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকে। তাছাড়া এ মাসের শেষের দশ রাতের যে কোনো বেজোড় রাতে শবে ক্বদর নিহিত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। তবে শবে ক্বদর ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার ৯টি অক্ষর ব্যাখা لَيْلَةُ الْقَدْرِ শব্দটি সূরা ক্বদরে ৩ বার উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক ৩×৯ = ২৭

তারিখকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। রমাদ্বনের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ এক বছর যাবৎ জান্নাতকে সুসজ্জিত করে তোলেন। এ সম্মান দেখে জান্নাতের হুর পর্যন্ত রোযাদারের পত্নী হওয়ার বাসনা করে।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যখন রমাদ্বন মাস আসে, তখন বেহেশতকে সাজানো হয় এবং এক বৎসর হতে অন্য বৎসরের জন্য সজ্জিত করা হয়। তারপর যখন রমাদ্বনের প্রথম রাত্রি আসে, তখন আরশের নীচে হাওয়া বইতে থাকে। এতে স্বর্গীয় বৃক্ষের মনোরম ফুল-পাতা দুলে উঠে। যখন এটা পাতা দোলায়, তখন তা অতি বিচিত্রভাবে শোভা পায় এবং এর মর্মরধ্বনি এত মধুর যে, তেমন সুমিষ্ট ধ্বনি কোনো কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি। তারপর হুরদেরকে সজ্জিত করা হয় এবং তারা বেহেশতের মধ্যে একটি উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করতে থাকে, এটা এক প্রকার মুনাজাত। তাঁরা মুনাজাত করে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের ওয়াদা পূর্ণ করুন। পুনঃহুরগণ বলে, হে জান্নাতের ফিরেশ্তাদের সর্দার রিদ্বওয়ান। এটা কোন রাত্রি? রিদ্বওয়ান উত্তর দেন, হে হুরগণ! লাব্বায়িক অর্থাৎ আমি হাজির আছি, এটা রমাদ্বন মুবারকের রাত্রি। এই রাতে উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) জন্য বেহেশতের দরজা খোলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে রিদ্বওয়ান! বেহেশতের দরজা খুলে দাও। হে জাহান্নামের ফিরেশ্তাদের সর্দার মালেক! দোযখের দরজা বন্ধ করে দাও। পুনরায় হুকুম হয়, হে জিবরাঈল (عليه السلام)! পৃথিবীর দিকে যাও ও সমুদয় শয়তানকে বন্দি কর এবং যিনজীর দ্বারা তাদেরকে আবদ্ধ কর। তারপর যিনজীরে তাদের ঘাড় বেঁধে দাও, যেন উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) মধ্যে কলহ বিবাদ না বাঁধতে পারে। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) মধ্যে রোজাদারদেরকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি।

নাওদী (رحمه الله) নিজ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, সমস্ত মানুষের সর্দার হযরত আদম (عليه السلام), কুল কায়িনাতের সর্দার নবীজি পাক (ﷺ), পারস্যের সর্দার হযরত সোলায়মান (عليه السلام), রোমের সর্দার হযরত শোয়াইব (عليه السلام), হাবশীদের সর্দার হযরত বিলাল (رضي الله عنه), সকল স্থানসমূহের সর্দার মক্কা মোয়াজ্জমা, মক্কা মোয়াজ্জমার সর্দার মদীনা শরীফ, মরূখানসমূহের সর্দার বায়তুল মুকাদ্দাসের মরূখান, দিনসমূহের সর্দার শুক্রবার, সকল ঈদের সর্দার ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ), রাত্রিসমূহের সর্দার শবে ক্বদর, কিতাব সমূহের সর্দার কুরআন শরীফ, সূরা বাকারার সর্দার আয়াতুল কুরসী, পাথরসমূহের সর্দার হাজরে আসওয়াদ, কূপসমূহের সর্দার যমযম কূপ, লাঠিসমূহের সর্দার হযরত মুসা (عليه السلام) উনার লাঠি, মাছ সমূহের সর্দার ঐ মাছ- যেই মাছের পেটের মধ্যে হযরত ইউনুস (عليه السلام) ছিলেন, উটনীসমূহের সর্দার হযরত ছালেহ (عليه السلام) উনার উটনী, ঘোড়াসমূহের সর্দার বোরাক, আংটি সমূহের সর্দার হযরত সোলায়মান (عليه السلام)-উনার আংটি এবং মাস সমূহের সর্দার রমাদ্বন শরীফের মাস।

পবিত্র রমাদ্বনের অর্থ :

رمضان (রমাদ্বন) শব্দের মধ্য পাঁচটি হরফ আছে। ر (র) হরফ আল্লাহ্ পাক ও রসুল পাক (ﷺ) উনাদের হুকুমের রাজী থাকার ইঙ্গিত সূচক। م (মীম) হরফ আল্লাহ্ পাক ও রসুল পাক (ﷺ) উনাদের মহব্বতের ইঙ্গিত সূচক। ض (দ্বোয়াদ) আল্লাহ্ পাক ও রসুল পাক (ﷺ) উনাদের জামীন হওয়ার ইঙ্গিত সূচক। ا (আলিফ) হরফ আল্লাহ্ পাক ও রসুল পাক (ﷺ) উনাদের সহিত উলফৎ অর্থাৎ বন্ধুত্ব করার ইঙ্গিত সূচক। ن(নুন) হরফ আল্লাহর হিদায়াতের ও

নবীজি পাক (ﷺ) উনার সৃষ্টি নূরের ইঙ্গিত সূচক। কথিত আছে, অন্যান্য মাসের সাথে রমাদ্বন মাসের প্রাধান্য এইরূপ যেমন ছিনার মধ্যে হৃদপিন্ড থাকে। এবং রাতের উপর দিনের মর্যাদা।

হযরত ওমর (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! রমাদ্বন মাসের ফজিলত কি? তিনি বললেন, রমাদ্বন মুবারককে তাওরাতে 'হাত্ব', ইঞ্জিলে 'ত্বাব' যাবুরে 'কোরবত' এবং কুরআন শরীফে রমাদ্বানুল মুবারক বলা হয়। অর্থাৎ 'হাত্ব' এর অর্থ গুনাহকে নষ্ট করে দেওয়া। এটাকে 'ত্বাব' এইজন্য বলা হয় যে, এই মাসে রোজাদার পবিত্র হয়ে যায়। 'কোরবত' এই জন্য বলা হয় যে, এই পবিত্র রমাদ্বন মাসে আল্লাহর সাথে বান্দার একান্ত নৈকট্য লাভ হয়। রমাদ্বন 'রময্' ধাতু হতে গৃহীত হয়েছে। ঐ বৃষ্টিকে আরবগণ 'রময্' বলে, যে বৃষ্টি হেমন্তকালে প্রথম বর্ষে সবকিছু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় রমদ্ব শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া। রমাদ্বন শরীফ মুমিনের সমস্ত গুনাহ্ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নিষ্পাপ করে দেয় এবং এতে রহমত নাযিল হয়।

রমাদ্বনের ১৫টি রহমত :

মোনাকেবে মোহাম্মদী কিতাবের ২/৩৪৫ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত আছে, রমাদ্বন মাসে ১৫টি রহমত নাযিল হয়।

যথা-

১। রিযিক প্রশস্ত হয়।
২। ধন-জন বৃদ্ধি হয়
৩। যা কিছু এই মাসের সাহরী ও ইফতারের মধ্যে খাওয়া যায়, তা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়।
৪। ইবাদত ও নেক কাজ ইত্যাদি সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।
৫। আসমান-জমীনের সমস্ত ফিরেশ্‌তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।
৬। সমুদয় শয়তান বন্দী হয়।
৭। রহমতের দরজা অতি প্রশস্ত হয়।
৮। বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া ও দোজখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
৯। রমাদ্বনের প্রত্যেক রাতে সাত লক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দেওয়া হয়।
১০। রমাদ্বনের প্রত্যেক শুক্রবার রাতে এই পরিমাণ গুনাহ্গার আজাদ হয়, যেই পরিমাণ সাতদিনে আজাদ হয়।
১১। রমাদ্বনের শেষ রাতে সমস্ত মুমিনের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয়।
১২। প্রত্যহ মু'মিন রোজাদারদের জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হয়।
১৩। রোজাদারদের দু'আ কবুল হয়।
১৪। রোজাদারের শরীর সমস্ত গুনাহ হতে পবিত্র হয়।
১৫। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ হয়।

রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস :

রমাদ্বন মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস। যেমন হযরত সালমান ফারসী (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অংশে আছে-

وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : এ মাসের প্রথম দশ দিন রহমত, মধ্যের দশ দিন মাগফিরাত এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মাস আর যে ব্যক্তি তার অধিনস্থ কর্মচারীর উপর রমাদ্বন মাসে কাজ-কর্ম সহজ বা হ্রাস করে দেবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। **(বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ- ১৭৪ পৃষ্ঠা)**

এ মাস এত বেশী বরকতময় যে, এ মাসে নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরয ইবাদতের সমান এবং এ মাসে একটি ফরয আদায় করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান সওয়াব প্রদান করা হয়।

এ মাস ধৈর্য্যের মাস, সহনশীলতার মাস এবং জীবিকা বৃদ্ধির মাস।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কদমে মৃত্যু পর্যন্ত
ইস্তেকামত থাকতে চাই-
মুহাম্মাদ আতিক হাসান জিহাদ সিদ্দীকী

CamScanner

পবিত্র রমাদ্বন মাসের ফজিলত :

مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ. كَانَ كَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. وَمَنْ أَدّٰى فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ. وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি এ মাসে ১টি নফল ইবাদত করবে সে যেন অন্য মাসে ফরয ইবাদত করল আর যে এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে সে যেন অন্য মাসে ৭০টি ফরয আদায় করল। এ মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের পরিণাম হলো জান্নাত। আর সহনশীলতার মাস এবং এ মাসের মধ্যে মু'মিনের জীবিকা বৃদ্ধি করা হয়। **(বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফঃ পৃ. ১৭৩)**

গাউসুল আযম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আবু নছর তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) উনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, রমাদ্বনের প্রথম রাত যখন আসে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি কুদরতি দৃষ্টিপাত করেন আর যখন কোনো বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমতের নজর করেন তবে তাকে কোনো আযাব দেননা। আল্লাহর নির্দেশে হাজার হাজার ব্যক্তি দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, উর্দূ ৩৫৪ পৃষ্ঠা)**

➲ আল্লাহ তা'আলা রমাদ্বন মাসে সূর্য উদিত হওয়া থেকে ইফ্তার পর্যন্ত উনার কিছু বান্দাকে নারী হোক বা পুরুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রত্যেক আসমানে একজন আহ্বানকারী ফিরেশ্তা আছে যার মাথা আরশের নীচে এবং পা পৃথিবীর সাত স্তর জমিনের নীচে। তার এক পাখা পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অপরটি পশ্চিম প্রান্তে তার মাথায় লুলু, মারজান ও জাওয়াহের পাথরের তাজ হবে। এই আহ্বানকারী ফিরেশ্তা এই বলে আহ্বান করে যে, কোনো তওবাকারী আছে? তার তওবাহ গ্রহণ করা হবে। কোনো প্রার্থনাকারী আছে? তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। কোনো মাযলুম আছে? তার যুলুম দূরীভূত করা হবে। কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে? তাকে ক্ষমা করা হবে। কারো কোনো চাহিদা আছে? তার চাহিদা পূর্ণ করা হবে। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, উর্দূ ৩৫৭ পৃষ্ঠা)**

➲ পবিত্র রমাদ্বন মাসের খুব বেশি বুযুর্গী। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মুনাজাত করেছিলেন, আয় আল্লাহ্ পাক! উম্মতে মুহাম্মাদী (ﷺ) উনাদেরকে আপনি কোন মাস প্রদান করবেন? আদেশ হলো, হে মুসা আলাইহিস সালাম আমি তাদেরকে রমাদ্বন মাস প্রদান করেছি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, আয় আল্লাহ্ পাক! রমাদ্বন মাসের কি ফজিলত? আদেশ হলো, পবিত্র রমাদ্বন মাসের ফজিলত সমস্ত মাসের উপর এইরূপ, যেরূপ সমস্ত বান্দার উপর আমার ফজিলত। যে ব্যক্তি এই পবিত্র রমাদ্বন মাসে রোজা রাখবে, তার জন্য আমি সমস্ত মানুষের, সমস্ত জীন-পরীদের এবং সমস্ত সৃষ্টির ইবাদতের পরিমাপ ইবাদত তার আমলনামায় লিখবো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, আয় আল্লাহ্ পাক! আমাকেও উম্মতে মুহাম্মাদী (ﷺ) উনার মধ্যে গ্রহণ করুন, তাহলে আমিও উক্ত ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবো না। আরও এইরূপ বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পবিত্র রমাদ্বনের রোজা রাখবে, সমস্ত ফিরেশ্তা, সমস্ত পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও যত প্রাণী পৃথিবীর উপর আছে, সমুদ্রের সমস্ত মৎস্যকুল এমনকি বৃক্ষলতাও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

➲ নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসে এক দিরহাম ছদকা দান বা হাদিয়া দিবে, তার অন্য মাসের হাজার দিরহাম দানের চেয়েও উত্তম হবে।

➲ নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসে জুমআ'র দিনে ইবাদত করে বা কুরআন শরীফ পাঠ করে, সে হাজার বৎসরের চেয়েও বেশি ইবাদতের ছওয়াব পাবে।

➲ নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসের রোজা রাখে ও তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে ইফতার করে, তাহলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এত ছওয়াব প্রদান করবেন যে, সে যেন

মক্কা, মদিনা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে রোজা রাখলো। যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রোজা রাখে, সে ৭০ হাজার হজ্বের, ৭০ হাজার ওমরার এবং ৭০ হাজার মুবারক মাসের ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি মদিনা শরীফে রোজা রাখে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ঈমানদারের নেকের পরিমাণ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং ঐ পরিমাণ বদ তা হতে দূর করে বেহেস্তে ঐ পরিমাণ উন্নতি প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাসে রোজা রাখে, তার জন্য সাত আসমানের ও পৃথিবীর ফিরেশ্‌তাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

➲ নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসে খাছ আল্লাহর জন্য রোজা রাখে, সে যেন ছয়শত হাজার বন্দীকে আজাদ করলো এবং ছয়শত হাজার বৎসরের ইবাদত করলো।

হযরত খাজা মুজাফফর কোহিস্তানী রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার নিকট রোজা কতিপয় কারণে পছন্দনীয়। প্রথমত: রোজা রূহের ও দিলের অর্থাৎ উভয়কে আল্লাহর স্মরণের দিকে ব্যস্ত রাখে। দ্বিতীয়ত: রোজা আকলের অর্থাৎ নিজ আকলের বিপরীত কোনো বদ কাজ করে না। তৃতীয়ত: রোজা নফছে আম্মারার অর্থাৎ খাওয়া, পান করা ও শাহওয়াতের বস্তু হতে নিজেকে সামলিয়ে রাখে।

➲ ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেছেন, চক্ষুর রোজা এই যে, এটি দ্বারা মন্দ বস্তু না দেখা, অর্থাৎ নিজ চক্ষুকে নেক কাজের দিকে ফিরানো। এটি দ্বারা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দেখে পড়া এবং এটি দ্বারা অলী-আওলিয়া এবং ভালো লোকের চেহারা দেখা, বদ নজর না করা। তিনি বলেছেন, কানের রোজা এই যে, এটি দ্বারা গুনাহের কথা ও বদ কথা না শুনা এবং এটি দ্বারা আল্লাহ্ পাক ও রাসূল (ﷺ) ও অলী-মুর্শিদ উনাদের কথা শুনা। জিহ্বার রোজা এই যে, এটাতে আল্লাহর নাম জারী রাখা, কোনো বৃথা কথা না বলা। বর্ণিত আছে, খুব কম কথা জিহ্বার রোজা। যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, সে ব্যক্তি দূরাবস্থায় পড়ে। সুতরাং ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী রহমাতুল্লহি আলাইহি নিজের গ্রন্থাবলীতে লিখেছেন, 'হায় ছুখন বিছিয়ার গোইয়াদ দর গিবত উফতাদ।' অর্থাৎ যে কথা বেশি বলা হয়, তা গীবতের অন্তর্গত হয়ে পরে। হাতের রোজা এই যে, এর দ্বারা শরীয়তের খিলাফ কোনো কাজ করে না, এর দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ না করে। বরং এর দ্বারা এমন কাজ করা চাই যাতে পরকালের ভালো হয়। পায়ের রোজা এই যে, একে ইবাদতের দিকে ফিরায় অর্থাৎ, এর দ্বারা জামায়াতের নামায পড়তে যাবে অথবা ওয়াজ-নসীহত শুনতে যাবে। সমস্ত শরীরের রোজা এই যে, নিজের সমস্ত শরীরকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দেওয়া।

শাহ আহমদ কাশানী রহমাতুল্লহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, মানুষের উচিত নিজের হাত, পা, চক্ষু ও মন ইত্যাদিকে হারাম ও মাকরূহ বস্তু সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। অন্যথায় ঐগুলির দরুন জাহান্নামে যেতে হবে। এটিও একটি শর্ত আছে যে, রোজার মধ্যে ইফতারের সময়ে ইফতার করবে হালাল রুযী দ্বারা এবং তা বেশি খাবে না। প্রত্যহ একই পরিমাণ খাবে সর্বদা মনকে ভয় ও ভরসার মধ্যে রাখবে।

➲ নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসের ইবাদত করার জন্য উঠে, সে ব্যক্তি 'খার' অর্থাৎ 'হতভাগা' হবে না। তারপর একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! 'খার' কাকে বলে? হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, 'খার' ঐবিষয়কে বলে, যে ঐ মাসের মধ্যে হারামী করে বা ঐ মাসে শরাব পান করে বা যিনা করে। সুতরাং তার রোজা কবুল হয় না এবং সমস্ত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনের সমস্ত ফিরেশতা তাকে ভৎসনা করতে থাকে। সে যদি এক রমাদ্বন হতে আর এক রমাদ্বন পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে তওবাহ না করে মারা যায়, তাহলে আল্লাহর নিকট তার জন্য মাফ নেই।

✪ সিদ্দীক্বিয়া টেইলার্স এন্ড গার্মেন্টস
প্রো: মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম সিদ্দীকী
মোবাইল: ০১৭৬১-২৩২৯৩০
ঠিকানা: ঝাড়বাড়ী হাট (মাছহাটি সংলগ্ন), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

সিয়াম তথা রোযার ফজিলত :

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারো। (পবিত্র সূরা বাক্বারা: ১৮৩)

স্মরণীয় 'তাক্বওয়া' হচ্ছে সমস্ত আমলের মূল। তাই আল্লাহ পাক তিনি তাক্বওয়া হাছিল করার জন্য বান্দাদের আদেশ করেছেন-

تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

অর্থ : "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। (সূরা বাক্বারা: ১৯৭)

'তাক্বওয়া' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ্‌ভীতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক উনাকে ভয় করে উনার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাব আমল করার নাম তাক্বওয়া। আর রমাদ্বন শরীফ মাসের রোযার দ্বারা সেই তাক্বওয়া হাছিল হয়ে থাকে। এ মর্মে হাদীস শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ পাক বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা একমাত্র আমারই জন্য রাখা হয় এবং তার প্রতিফল আমি নিজেই (যত ইচ্ছা) দান করব। সে (বান্দা) আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয় হতে বিরত থাকে।" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থাৎ নামায, হজ্জ, যাকাত, ফিতরা, কুরবানী ইত্যাদি অনেকে লোক দেখানোর জন্য ও করতে পারে। কিন্তু রোযা কেউ লোক দেখানোর জন্য করতে পারেনা। কেননা গোপনে পানাহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ পাক উনাকে ভয় করে সে পানাহার থেকে বিরত থাকে।

➲ রমাদ্বন শরীফ-এর ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীছ শরীফ বর্ণিত রয়েছে। হাদীছ শরীফ-এ হাবীবুল্লাহ হুজুর পাক (ﷺ) বলেন ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে রমাদ্বন শরীফ-এর রোযা যে ব্যক্তি রাখবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে রমাদ্বান শরীফ-এর রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে আর যে ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে ক্বদর রাত্রি ইবাদতে কাটাবে, তারও পূর্বকৃত গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ.

➲ হাদীছে শরীফ-এ আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি রমাদ্বন শরীফ-এ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত রোযা রাখবে, সে ওই দিনের মত নিষ্পাপ হবে যেদিন তার মা তাকে (নিষ্পাপরূপে) জন্মদান করেছেন।" (মুসলিম শরীফ)

➲ অপর এক হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রমাদ্বন শরীফ-এর প্রত্যেক রাত্রির শেষভাগে প্রত্যেক রোযাদার উম্মতে হাবীবীকে ক্ষমা করা হবে।" (আহমদ)

➲ অপর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রোযাদারের ঘুম ইবাদতের শামিল, রোযাদারের নিশ্চুপ থাকা তাসবীহ পাঠের মধ্যে পরিগণিত, রোযাদারের দুআ নির্ঘাত কবুলযোগ্য এবং রোযাদারের প্রতিটি আমলের ছওয়াব ১০গুণ হতে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।" (কানযুল উম্মাল)

ইচ্ছা করে রমাদ্বনের একটি রোযা বাদ দিলে সারা বছর তাঁর ক্বাদা আদায় করলেও আদায় হবে না। যেমন সহীহ্ বুখারী শরীফে এসেছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُخْصَةٍ اَوْ مَرَاضٍ لَمْ يَقْضِهٖ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَاِنْ صَامَهٗ.

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি কোন অজুহাত বা রোগ ছাড়া রমাদ্বন মাসের একটি রোজা ভেঙ্গে

ফেলে, তার পুরো জিন্দেগীর রোযা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোজা রাখে। নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি পবিত্র রমাদ্বনের রোজা রাখে, তাকে আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতের দিন একটি যমরুদ পাথরের বাড়ি প্রদান করবেন। এ বাড়ির এক হাজার দরজা হবে। প্রত্যেক দরজার সম্মুখেই একটি বৃক্ষ হবে। আপনি যদি একশত বৎসর পর্যন্ত এই বৃক্ষে আরোহণ করে ছায়ায় ছায়ায় ফিরেন। তাহলে আপনি উহার ছায়া হতে বাহিরে আসতে পারবেন না।

অতএব, যে ব্যক্তি এ মাসের হক্ব আদায় করবে সে আল্লাহ পাক উনার রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত হাছিল করবে। আর যে ব্যক্তি হক্ব আদায় করবে,না সে কোনটিই হাছিল করতে পারবে না। উপরন্তু তার জন্য কঠিন পরিণতি রয়েছে। যে সম্পর্কে হাদীস শরীফ-এ হুজুর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হালাকি বা ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য যে রমাদ্বন শরীফ-এর মাস পেল অথচ সে তার গুনাহখাতা ক্ষমা করাতে পারলোনা।" (আহমদ)

আয় আল্লাহ পাক! আমাদের সকলকে মাহে রমাদ্বন শরীফ-এর যথাযথ হক্ব আদায় করত : তার রহমত, বরকত, সাকীনা, মাগফিরাত, নামাজের পরিপূর্ণ হিস্যাহ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

✪ জামিয়া উম্মে হাবিবা (رضي الله عنها) সিদ্দীক্বিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা এবং সিদ্দীক্বিয়া আতর টুপি ঘর

কুরআন, হাদিস, আতর, টুপি, টুপি সহ যেকোনো ইসলামিক বই, দেশি-বিদেশি আতর, টুপি, রুমাল, জায়নামাজ এই রকম বিভিন্ন ইবাদতী সামগ্রী বিক্রয়ের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান।

(মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য যোগাযোগ)

প্রোঃ মাওঃ মুহাম্মাদ ইমরান আলী সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭১৩-৮২৩১৫৭, ০১৭১৩-৫৪৬৫৬৫

ঠিকানা: কিচক বাজার, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

সলাতুত তারাবীহ-এর হুকুম ও আহকাম:

সলাতুত তারাবীহ বা তারাবীহ নামায : তারাবীহ শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'তারবীহাতুন'। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম নেয়া বা আরাম করা। পাঁচ তারবীহাতুন মিলে এক তারাবীহ। অর্থাৎ, চার রাকাআত পর পর বসে দুআ, দরূদ ও তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে বিশ্রাম নিয়ে বিশ রাকাআত নামায আদায় করা হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'তারাবীহ'।

মাসআলা : তারাবীহ্ নামায বিশ রাকাআত।

পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকের জন্যই এ নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বা সুন্নতে আইন। বিশ রাকাআত থেকে কেউ যদি এক রাকাআতও ইচ্ছা করে কম পড়ে তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ তরক করার কারণে কবিরা গুনাহে গুনাহ্গার হবে।

তারাবীহ নামায জামাআতে পড়া, তা খতম তারাবীহ হোক বা সূরা তারাবীহ হোক উভয়টিই পৃথকভাবে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ কিফায়া। মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামাআত-এর সাথে তারাবীহ বা অন্যান্য নামায আদায় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) উনাদের ইজমা অস্বীকার করা কুফরী।

তারাবীহ নামায সুন্নতে মুয়াক্বাদা বা সুন্নতে আইন। এই নামাজে সূরা তারাবীহ পড়া খাছ সুন্নত। উহা নবীজি পাক (ﷺ) পড়েছেন এবং উনার সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) উনাদেরকে পড়তে হুকুম দিয়েছেন। এমন কি ঐ সময়ে দেখা যেত, মসজিদের ভিতর ও বাহির ভরে গেছে। পরে নবীজি পাক (ﷺ) কয়েক দিনের জন্য তারাবীর নামাজে মসজিদে আসলেন না। তিনি বললেন, আমি যদি প্রত্যেক দিন মসজিদে তারাবীর নামায পড়ি, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে। খলিফা হযরত উমার (رضي الله عنه) উনার সময় প্রত্যহ এই নামায জামাতে পড়া হতো। হযরত উমার (رضي الله عنه) বলতেন, যে ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ) উনার এই সুন্নত তরক করবে, আমি তার খানা-তল্লাশী করব।

হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, হযরত উমার (رضي الله عنه) উনার সময়ে মসজিদে ভিতর-বাহির পূর্ণ হয়ে যেত। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, আমি হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আরকামন্ডল বলে একটি জায়গা আছে। উহার নাম 'খাত্বীরাতুল কুদুছ'। ঐ স্থানটি নূরের। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বান্দাগণকে কুদরতিভাবে দেখেন, তারা তারাবীহ্ পড়ে কি'না।

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আলী (رضي الله عنه) রমাদ্বন মাসের রাত্রিতে বাহিরে আসলেন। তখন তিনি মসজিদের ভিতর তারাবীহ নামাজের মধ্যে কুরআন শরীফ পড়তে শুনলেন। তিনি হর্ষ-গদ্ গদ স্বরে বললেন-

اَنْوَرَ اللهُ تَعَالٰى قَبْرَهٗ كَمَا نَوَّرَهٗ مَسَاجِدَ اللهِ۔

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আলোকিত করুন হযরত ওমর (رضي الله عنه) উনার কবরকে, যেমনি আলোকিত করেছেন ওমর (رضي الله عنه) আল্লাহর মসজিদকে।

তারাবীহ্ নামায পড়ার নিয়ম :

তারাবীহ নামায দুই রাকাআত পড়ে ছালাম ফিরায়ে তৎপর দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরায়ে মোট চার রাকাআতের পর বসে দু'আ পড়ে মোনাজাত করবেন। রমাদ্বনে তারাবীহ্তে এক খতম কুরআন শরীফ পড়া সুন্নাতে কেফায়া। এটার সুযোগ না হলে প্রত্যেক রাকাআতে ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পড়বেন। তবে এই নিয়মে সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত দুইবার পড়াই উত্তম। (আলমগিরী, শামী, দারেমী, দারেকুতনী সহ অসংখ্য হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

তারাবীহ্ নামাজের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكْعَتَیْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চরণ : নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিত তারাবীহি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীহ্ নামায-এ দু'রাকাআত পর পর দু'আ :

তারাবীহ নামায-এর দু'রাকাআত পর নিম্নোক্ত দু'আ পড়া উত্তম-

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ : হা-যা মিং ফাদ্বলি রব্বী ইয়া কারীমাল মা'রূফ, ইয়া কৃদীমাল ইহসান, আহসিন ইলাইনা বি ইহসানিকাল কৃদীম। ছাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিকা বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। অথবা দরূদ শরীফ পড়বেন।

দুই দুই রাকাআত করে ৪ রাকাআত নামায শেষ করে কিছু সময় বিশ্রাম নেবে এবং উক্ত সময়ে নিম্নের দু'আ-টি পাঠ করবে।

✪ মেসার্স মোজাম্মেল মৎস্য আড়ৎ
ফিস মার্চেন্ট এন্ড কমিশন এজেন্ট
(লাইসেন্স নং-৬৩)
"মাছের পোনা দেশের সোনা" আপনি নিজে আসবেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করবেন।
সততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য-
প্রোঃ মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক সিদ্দীকী
মোবাইল: ০১৭২১-৭১৪৫৭৫, ০১৭৬৫-০৮৩৬৭৫
ঠিকানা: জয়পুরহাট মোড়, ফ্লাইওভার ব্রীজের পশ্চিমপার্শ্বে, মোকামতলা, বগুড়া।

তারাবীহ নামায-এ চার রাকাআত পর পর দু'আ :

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ – سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَتِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ

বাংলা উচ্চারণ : সুবহানা যিল মুলকি-ওয়াল মালাকুতি- সুবহানা যিল ই'যযাতি ওয়াল আজমাতি-ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি-ওয়াল কিবরিয়ায়ী ওয়াল জাবারুতি-সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসিল হায়্যিল্লাযি-লা-ইয়ানামু ওয়া লা-ইয়ামুতু আবাদান আবাদা, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ্।

اَلدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلَىَّ

সামনে পিছনে দরূদ শরীফ না পড়লে কোনো দু'আই কবুল হয় না। **(তিরমিযী, মিশকাতসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)**

তারাবীহের নামাজের মুনাজাত :

প্রত্যেক ৪ রাকাআত নামায পর অথবা সর্বশেষে নিম্নের মুনাজাত করতে হয়। যথা :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا حَبِيْبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِه وَسَلِّمْ – اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ . اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ . يَامُجِيْرُ . يَا مُجِيْرُ . بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ – اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا حَبِيْبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِه وَسَلِّمْ .

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা ইন্না নাছআলুকাল জান্নাতা, ওয়া নায়ুযুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খলিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্নারি বিরহ্মাতিকা, ইয়া আযিযু ইয়া গাফফারু, ইয়া কারীমু, ইয়া সাত্তারু, ইয়া রাহীমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খলিকু, ইয়া বাররু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অথবা

তারাবীহ নামায-এর মুনাজাত :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ﷺ رَبِّ ارْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا. رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ . رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَآرُّ . اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ . وَا جْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا التَّوْحِيْدِ .وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া হাবীবিনা ওয়া শাফী'য়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন (ﷺ)। রব্বিরহাম হুমা কামা রব্বাইয়্যানী ছগীরা, রব্বানা আফরিগ্ আলাইনা ছব্‌রাওঁ ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া না'উযুবিকা মিনান নার। ইয়া খলিক্বাল জান্নাতি ওয়ান নার। বিরহ্মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গফ্‌ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বা-র। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার।

ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীর। বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াছিফুন-ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন। ওয়াল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াজ আল আখিরা কালামিনাত তাওহীদি ওয়ার রিসালাতি ইন্দাল মাওতি- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)।

পবিত্র মাহে রমাদ্বন শরীফে মু'মিন-মুসলমানের করণীয় বিষয়াবলীঃ

মহিমান্বিত মাসসমূহের মধ্যে পবিত্র রমাদ্বন শরীফ অন্যতম। এ মাসের ইবাদত-বন্দেগীর ফজিলত অন্যান্য মাসের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এ মাসে বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার, দরূদ শরীফ ও কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, যিকির-ফিকির, ইবাদত-বন্দেগী করে তাক্বওয়া হাছিলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব (ﷺ) উনাদের রেজামন্দি-সন্তুষ্টি হাছিল করাই সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য। পবিত্র রমাদ্বন শরীফ-এ ইবাদতের ফজিলত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রমাদ্বন শরীফ-এ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

এ সম্পর্কে ইমাম- মুজতাহিদ রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনারা বলেন, রোযা এমন একটি ইবাদত যার ছওয়াবের পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব (ﷺ) উনারাই ভালো জানেন। আর তাই হাদীসে কুদসী শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

অর্থ : "নিশ্চয়ই রোযা একমাত্র আমার জন্যই রাখা হয়, আর আমিই এর প্রতিদান দিবো।" সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং মাহে রমাদ্বন শরীফ-এ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-মহিলার নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী আমল করা উচিত-

১. রোযা রাখা।
২. তারাবীহ নামায নিয়মিত ২০ রাকাত আদায় করা।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামায মহিলা একা একা এবং পুরুষ জামায়াতের সাথে আদায় করা।
৪. কালামুল্লাহ শরীফ খতম করা বা বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৫. যিকির-আযকার করা ও দরূদ শরীফ পড়া।
৬. হালাল উপার্জন করা বা হালাল খাদ্য গ্রহণ করা।
৭. মিথ্যা কথা না বলা ।
৮. হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।
৯. আওলিয়ায়ে কিরাম উনাদের সহবত ইখতিয়ার করা।
১০. খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করা ও সাহরী শেষ করা।
১১. গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানো বা সাহরী-ইফতার করানো।
১২. বেশি বেশি দান ছদক্বা করা।
১৩. যাকাত আদায় করা।
১৪. সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।
১৫. প্রত্যেক ঘরে ঘরে রহমত-বরকতের জন্য অবশ্যই বেশি বেশি মীলাদ শরীফ-ক্বিয়াম শরীফ ও দু'আ মাহফিলের ব্যবস্থা করা।
১৬. কাউকে কষ্ট না দেওয়া।
১৭. হারাম গান-বাজনা, ছবি, টিভি পরিহার করে হামদ, কাসিদা শরীফ শ্রবণ করা। এমনকি টিভিতে ওয়াজ, নছিহত এবং পবিত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনা দেখা অশ্লীল সিনেমা দেখার চেয়েও বড় গুনাহ। কারণ এতে হালাল হারাম মিশ্রিত হয়, যা পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ- وَلَا تَلْبِسُو الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ পবিত্র সূরা বাক্বারা আয়াত শরীফ-৪২-৫ম রুকূ।
১৮. অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। কেননা রোযাদারের চুপ থাকাটা ঘুমও ইবাদততুল্য।
১৯. দিনের বেলা প্রয়োজন বা পরিমাণ মতো ঘুমানো। কেননা রোযাদারের ঘুমও ইবাদততুল্য।
২০. সঠিক সময়ে সতর্কতার সাথে সাহরী ও ইফতার করা।
২১. যাদের পক্ষে সম্ভব রমাদ্বন শরীফ-এর শেষ দশ দিন ই'তিক্বাফ করা। যা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া।

২২. শেষ দশ দিন বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর তালাশ করা। সজাগ থেকে ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ ইস্তিগফার করা। কমের পক্ষে ২৭শে রজনীতে ক্বদরের রাত হিসেবে পূর্ণ রাত জেগে ইবাদত করা।

মোট কথা, পূর্ণ এক মাস রোযা, ইবাদত-বন্দেগী, মুরাক্বাবা-মুশাহাদা, রিয়াযত-মুশাক্কাত, যিকির-ফিকির, ইলম অর্জনের মাধ্যমে তাক্বওয়া হাছিল করত আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে তাক্বওয়ার দ্বারা আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব (ﷺ) উনাদের মতে মত ও পথে পথ থাকার কোশেশ করাই সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য।

চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু ও শেষ করার হুকুম-আহকাম :

বান্দার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী, কর্মপদ্ধতি তথা ইসলামের সকল আমল আরবী মাসের তারিখ ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে চাঁদের সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য। ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবস এবং আমলসমূহ বিভিন্ন মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ঈদ, আশূরা, শবে ক্বদর, শবে বরাত, লাইলাতুর রগাইব, সর্বোপরি সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّهٗ لِرُؤْيَتِه

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তিনি চাঁদ দেখার সাথে মাস নির্ধারণ করেছেন।" *(মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)*

উপরোল্লিখিত প্রতিটি দিবসই চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট। চাঁদ উঠার মাধ্যমে মাস শুরু হওয়ার পরই এ সকল মহিমান্বিত দিবস এবং আমলসমূহের দিবস নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ দ্বারাই চাঁদ দেখে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ পালন করার নির্দেশ প্রমাণিত। সুতরাং রমাদ্বান শরীফ অবশ্যই নির্ভুলভাবে চাঁদ দেখে শুরু ও শেষ করতে হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ

অর্থ : "তোমরা চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করো তথা ঈদ পালন করো। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।" *(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)*

মূলত : সব মাসের ক্ষেত্রে একই হুকুম। এক্ষেত্রে একদিন আগ-পিছ হলেই উক্ত আমলসমূহ কবুল হবে না। আরবী প্রতি মাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসের ২৯ তারিখ শেষে চাঁদ তালাশ করে তারিখ নির্ধারণ করতে হয়। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে সেই মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে। তারপর থেকে পরবর্তী মাস গণনা শুরু করতে হয়।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবাদতসমূহ্ সহীহ্-শুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য চাঁদ দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতএব, প্রত্যেক এলাকা থেকে কিছু লোককে অবশ্যই চাঁদ তালাশ করতে হবে যা ওয়াজিবে কিফায়া। যদি কেউই তালাশ না করে তাহলে সকলেই ওয়াজিবে কিফায়া তরক করার কারণে গুনাহ্গার হবে।

✪ সাঁথি জুয়েলার্স এন্ড ওসমান ছিলা ঘর

এখানে যত্ন সহকারে নিত্য নতুন ডিজাইনে ছিলা কাজ করা হয়।

বি. দ্র. আইসি মিনা, পাথর মিনা বালু ফস্টিং, হাওয়া ফস্টিং, হিরা ফস্টিং এর কাজ করা হয়।

প্রো. মুহাম্মাদ জাহিদ হোসেন ওসমান

মোবাইল: ০১৭৭৭-৯৬৮৪৮২, ০১৮৯০-২৯৭৩৮৩

ঠিকানা: মোকাররম হোসেন খাঁন মার্কেট (২য় তলা), গালাপট্টি, বগুড়া।

চাঁদ নিয়ে কাফের-বাত্বিলদের গভীর চক্রান্ত :

মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

অর্থ : "নিশ্চয়ই সময়কে (মাসকে) আগ-পিছ করা কুফরীকে বৃদ্ধি করে দেয়।" *(সূরা তওবা : আয়াত শরীফ ৩৭)*

নাসী বলা হয় চাঁদ অনুযায়ী মাস গণনা না করে তারিখ আগ-পিছ করাকে। যা কালামুল্লাহ শরীফে সুস্পষ্ট কুফরী বলা হয়েছে। শুধু কুফরীই নয়, বরং তা কুফরীর বৃদ্ধিসাধন করে। নাউযুবিল্লাহ!

কেননা, চাঁদ যে দিন দৃশ্যমান হলো সেদিন থেকে তারিখ গণনা না করে যদি তারপর থেকে বা পূর্ব থেকে গণনা করা হয় তবে ওই মাসের চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আমল নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে।

মূলত এ বিষয়টি কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাছারারা উপলব্ধি করে মুসলমানদের সকল আমল নষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদের পোষ্য বিভ্রান্ত মুসলিম শাসক দ্বারা নাসী তথা মাসকে আগ-পিছ করে যাচ্ছে। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সউদী আরবের ওহাবী সরকার। তাদের পূর্ব পুরুষ ইহুদী হওয়ার সুবাদে ইহুদীরা তাদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশে তারিখ আগ-পিছ করে মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ আমল যেমন রোযা, হজ্জ, ঈদ, কুরবানী, শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি আমল বিনষ্ট করছে। এমনকি উলামায়ে 'সূ' দের মাধ্যমে আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। নাউযুবিল্লাহ!

তাই সকলকে এ বিষয়ে এখনই সতর্ক হতে হবে যেন ইহুদী-নাছারা, মুশরিকরা তাদের দালাল, ওহাবী-খারিজী, তাবলীগী, জামাতী হেফাজতী, চরমোনাই, লা-মাযহাবী, উলামায়ে 'সূ' দের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার সুযোগ না পায়। এক্ষেত্রে সকল মুসলিম উম্মাহকে সঠিক সুন্নাতী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখে ঈদ করার দিকে মনোযোগী হতে হবে।

রোযার পরিচয় :

সাধারণত রোযা বলতে ছুবহি ছদিক্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নির্জন অবস্থান ও পানাহার থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। তবে এর সাথে সাথে মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি, গালি-গালাজ, অশ্লীল-অশালীন, ফাসিক্বী ও নাফরমানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে- মহান আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব হুজুর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি রমাদ্বন শরীফে খারাপ কাজ করে, শরাব পান করে, ব্যভিচার করে প্রাণীর ছবি-ভিডিও, টিভি, মহিলাদের সাথে বেপর্দা হওয়া সহ বিভিন্ন হারাম কাজ করে এমন ব্যক্তি রমাদ্বন শরীফ-এর রোযা রাখলেও তা কবুল হবে না। বরং আল্লাহ্ পাক উনার ফিরেশ্‌তাকুল, তথা আসমানের সব অধিবাসী উনারা পরবর্তী রমাদ্বন শরীফ-এর পূর্ব পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন।" নাউযুবিল্লাহ! (গুনইয়াতুত ত্বলিবীন)

✪ তামান্না সু-ষ্টোর

এখানে পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সুন্নতী দেশি-বিদেশি জুতা-স্যান্ডেল এবং আপনার পছন্দ মত যে কোনো ডিজাইনের জুতা স্যান্ডেল পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং আপনার পছন্দের যেকোনো ডিজাইনের জুতা-স্যান্ডেল তৈরির অর্ডার নেওয়া হয়। চামড়ার মোজা, পা মোজা, মানি ব্যাগ, চাবির ব্যাগ সহ যাবতীয় সুন্নতী সামগ্রী পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামীম কামাল
মোবাইল: ০১৭১২-৭০২৫১৫
মুহাম্মাদ আজাদ খান
মোবাইল: ০১৭৫৫-৮৪৪৫৮০
কারখানা: এলিজা সুপার মার্কেট, লতিফপুর কলোনী, শেরপুর রোড ও দরবার শরীফ মার্কেট, বগুড়া।

সাহরীর বিবরণ :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا اِنَّ فِى السَّحْرِ بَرَكَةٌ.

রাসূল পাক (ﷺ) বলেন, তোমরা সাহরী গ্রহণ করো নিশ্চয়ই সাহ্রীতে বরকত রয়েছে। (সিহাহ্ সিত্তাহ্)

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, হে রোজাদারগণ! তোমরা ইহুদীদের বিপরীত কাজ করার জন্য সাহরী খাও। কারণ ইহুদীগণ সাহরী খায় না। যে ব্যক্তি সাহরী খাবে, তার জন্য সমস্ত ইহুদীর সংখ্যা পরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, হে রোজাদারগণ! তোমরা সাহরী খাও। যেই নিয়ামত খাবে, রোজ ক্বিয়ামতের দিন তার কোনো হিসাব হবে না।

বর্ণিত আছে, যখন সাহরী খেতে উঠবে, তখন এই দু'আ পড়বে। তাহলে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

অর্থাৎ: হে প্রশস্ত ক্ষমাকারী।

যে ব্যক্তি রোজার নিয়তে সাহরী খাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য খাছ করে প্রত্যেক মাসে এক এক বৎসরের ইবাদতের ছওয়াব লিখবেন।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সাহরী খাওয়া ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ইহুদীর ন্যায় হবে। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সাহরী খাওয়ার ওয়াক্তে কমের পক্ষে এক লোকমা হলেও সাহরী খাবে, তার আমলনামায় অনেক ছওয়াব লেখা হবে।

✪ রত্না ক্লোথ ষ্টোর

এখানে তৈরি পোশাক, শাড়ী, লুঙ্গী সহ যাবতীয় সিট কাপড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭১৪-৬৫৭৫৭৩

ঠিকানা: তালুকদার মার্কেট, কালাই, জয়পুরহাট।

নিম্নোক্তভাবে রোযার নিয়ত করা ফরয :

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ
فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

(بخارى ومسلم)

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিং শাহরি রমাদ্বনাল মুবারোকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লহু ফা তাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।

মাসআলা : কেউ যদি ছুবহি ছাদিক্বের পূর্বে নিয়ত করতে ভূলে যায় তাহলে তাকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত করতে হবে। তখন এভাবে নিয়ত করবে :

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ
فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুমাল ইয়াওমা মিং শাহরি রমাদ্বানাল মুবারোকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লহু ফা তাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।

সাহরীর সুন্নাত আমল : জরুরত আন্দাজ খাওয়া-দাওয়া করার পর বেজোড় সংখ্যক খুরমা-খেজুর খাওয়া খাছ সুন্নাত। রাতের শেষভাগে সুবহি সাদিক্বের পূর্বে সাহরী করা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।

✪ মেসার্স ফাতেমা পোল্ট্রি, সৌরভ ট্রেডার্স এন্ড সুরমা হ্যাচারী

এখানে একদিনের সোনালী মুরগীর বাচ্চা, উন্নতজাতের হাঁসের এবং টার্কীর বাচ্চা খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয় এবং মুরগী, হাঁস, গরু, মাছের খাদ্য ও ঔষধ সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ মামুনুর রশিদ সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৪৮-৯৮৮১৭৪, ০১৮২৩-৩৭২৩৮০

ঠিকানা: হাতিয়র বাজার, কালাই, জয়পুরহাট।

ইফতার-এর পরিচয়

ইফতার অর্থ ভঙ্গ করা। সন্ধ্যা রাতে তথা মাগরিবের আযানের পর খুরমা- খেজুর, দুধ, শরবত ইত্যাদি দ্বারা পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে।

ইফতার-এর দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফত্বারতু।

অর্থ : আয় আল্লাহ্ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেওয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি। **(বুখারী ও মুসলিম)**

অথবা

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চরণ : আল্লাহুম্মা ছুমতুলাকা ওয়া তাওয়াক্কালতু আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। (সুনানুদ দারেমী, দারে কুতনীসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

অর্থ : ও আমার মহান আল্লাহ্ পাক আমি আপনার জন্য রোজা রেখেছিলাম এবং আপনার রুজির উপর নির্ভর করেছিলাম, এবং আপনার দয়াতে ইফতার করছি, ওগো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

ইফতার-এর সুন্নাত আমল :

* খুরমা- খেজুর দ্বারা ইফতার শুরু করা খাছ সুন্নাত।
* ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা খাছ সুন্নাত। হাদীসে কুদসী শরীফে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ওই ব্যক্তিরাই যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করে।" কিন্তু সময় হয়নি এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে পানাহার করলে ক্বাদ্বা- কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।
* ইফতার করার পূর্বে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।
* কোনো রোযাদারকে ইফতার করানো। এটা অত্যাধিক ফযীলতের কারণ।

বি. দ্র. সাহরী ও ইফতার-এর সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যেন সময় কম-বেশি না হয়। সেজন্য সাবধানতার নিমিত্তে সাহরী-এর সময় থেকে ৫ মিনিট কমিয়ে ও ইফতারী-এর সময় থাকে ৫ মিনিট বাড়িয়ে সাহরী ও ইফতার করা উচিত।

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত:

মাহে রমাদ্বনে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, মালিক- কর্মচারী, বড়-ছোট সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম বাদ দিয়ে হরেক রকমের ইফতারী নিয়ে বসে একত্রে ইফতার করার সৌন্দর্য সত্যিই বর্ণনাতীত। তাছাড়া রোযাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত তো আছেই। হযরত সালমান ফারসী (رضي الله عنه) উনার বর্ণিত হাদীস শরীফে নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি রমাদ্বন মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে তার সমস্ত গুনাহের মাগফিরাত হবে এবং সে জাহান্নামের আগুন থেকে আযাদ হবে। আর সেই রোযাদারের সমতুল্য ছওয়াব পাবে, রোযাদারের ছওয়াবের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঘাটতি হওয়া ব্যতীত। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ (رضي الله عنهم) বলেন- হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) রোযাদারকে (পরিতৃপ্তভাবে) ইফতার করানোর সামর্থ তো

আমাদের সবার নেই। রাসুলাল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন- আল্লাহ্ তা'আলা এই ছওয়াব দান করবেন ঐ ব্যক্তিকে যে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবেন এক ঢোক দুধ বা একটি খেজুর কিংবা এক গ্লাস পানির শবরত দিয়ে। আর যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পরিতৃপ্ত করে পানাহার করাবে আল্লাহ্ পাক তাকে আমার হাউজে (কাউসার) থেকে এমন শরবত পান করাবেন জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার পিপাসা লাগবে না। **(ইমাম বায়হাকী (رحمه الله), শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত, পৃষ্ঠা-১৭৪)**

'তিবরানী কবীর' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দিয়ে কোনো রোযাদারকে ইফতার করালো মাহে রমাদ্বনের সময় ফিরেশ্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম শবে কদরে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে হালাল রোজগার থেকে রমযান মাসে রোযাদারকে ইফতার করালে রমাদ্বনের সমস্ত রাতে ফিরেশ্তা তার উপর দরূদ প্রেরণ করেন এবং শবে কদরে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তার সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করেন। সুবহানাল্লাহ্!

[রমাদ্বনুল মুবারক সহ নারী-পুরুষের সারাজীবনের বিস্তারিত বিষয়াদি ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল জানতে আমাদের লিখিত **"ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড"** পাঠ করুন]

✪ সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী সামগ্রী

এখানে সুন্নতী টুপি, রুমাল, পাগড়ী, কোর্তা, ফতুয়া, আতর, মেসওয়াক ও জায়নামাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কুরিয়ারের সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের সব জায়গায় পাঠানো হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান

মোবাইলঃ ০১৭৩৭-০৯৪৬৩৪, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩

ঠিকানাঃ দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া শহর।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব :

◈ প্রশ্ন : যোহর ও জুম'আ নামাজের সময় শেষ হয় কখন?

উত্তরঃ যোহর ও জুম'আ নামাজের সময় আছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। নিম্নে সনদসহ সহীহ্ দলীলসমূহ দেওয়া হলোঃ

بَاب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ - هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه . يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ. صحيح بخاري - كتاب الجمعة-٩٠٦

জুমআ'র দিন সূর্যের উত্তাপ যখন প্রখর হয়-

আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি ﷺ প্রচন্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই সলাত আদায় করতেন। আর তীব্র গরমের সময় ঠান্ডা করে (বিলম্ব করে- সলাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুম'আর সলাত। (-বুখারী জুমআ' অধ্যায়-৯০৬ নং হাদীস আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৮৬০)

بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ (وَالْجُمُعَةِ) فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, গরমের

উগ্রতা বেড়ে গেলে তোমরা (যোহর ও জুম'আর সলাত ঠান্ডা করে (গরম কমলে) পড়ো। কেননা গরমের উগ্রতা জাহান্নামের উত্তাপ বিশেষ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ إِنَّ أَوَّلَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ. وَ إِنَّ آخِرَ)وَالْجُمُعَةِ(وَقْتِ الظُّهْرِ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, জুম'আ ও যোহরের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আছরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। (সুনানুত তিরমিযী-হাদীস নং: ১৫১)

এই সমস্ত সহীহ্ হাদীস সমূহের ব্যাখায় বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ৩টার পর থেকে সূর্যের তেজ কমা শুরু হয় বলে মত পোষণ করেছেন এবং উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারীর লেখক বদরুদ্দিন আইনি লিখেন, ২য় খন্ডের ৫৩৫ পৃষ্ঠা-

قُلْنَا اَلْجَوَابُ مِنْ جِهَةِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ ﷺ اَمَرَ بِاَبْرَادِ اَبْرَدُوْا بِالظُّهْرِ يَعْنِي صَلُّوْهَا اِذَا سَكَنَتْ شِدَّةُ الظُّهْرِ بِقَوْلِه الْحَرِّ وَ اَشْتِدَادُ الْحَرِّ فِىْ دِيَارِهِمْ يَكُوْنُ فِىْ وَقْتِ صَيْرُوْرَةِ ظِلِ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَلَا يَفْتَرُ الْحَرُّ اِلَّا بَعْدَ الْمِثْلَيْنِ.

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে ইমাম আজম রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার ফতওয়া গ্রাহ্য মতের দলীল এই, নবীজি পাক ﷺ যোহরের নামায সূর্যের উত্তাপ শীতল হলে আদায় করতেন। সূর্যের উত্তাপ বেশী হয় ছায়া এক গুণ হলে অর্থাৎ ৩টা পর্যন্ত। প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হলে, উক্ত উত্তাপ শীতল হয়ে থাকে। (এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত যোহর ও জুমআ'র ওয়াক্ত থাকে)। যেহেতু দ্বিগুণ ছায়া হলে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়। (বুখারী-৫৩৪, ৫৩৭, মুসলিম: ৬১১-৪, ৬১১-৩;)

(দলীল-সহীহ্ বুখারী জুমআ'র অধ্যায় ৯০৬ নং হাদীস, সুনানু তিরমিযী, হা/১৫৭; সুনানু নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; আবু দাউদ; ইবনুল হুমাম; ফতহুল কাদির, ১/২২০; ২২৯, উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, নাসবুর রায়াহ: ১/৩১৫, ইরশাদুস শারী শরহে বুখারী, ফতহুল মুনয়ীম শরহে মুসলিম, ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ, হা/৭১৭২; বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হা/১৭৬০; সুনানু তিরমিযী, হা/১৫১, তাহাবী শরীফ, হা/৯০৭, কাছান: বাদাইয়ুছ ছানাঈ, ১/৩১৭; সহীহ্ মুসলিম, হা/১২৬৫; সুনানু আবি দাউদ, হা/৩৯৩; সুনানু তিরমিযী, হা/১৪৯; যায়লায়ী: নাছবুর রায়াহ, ১/২৯৫; তাখরীজ কুতুবুত সিত্তাহ: বুখারী-৫৩৪, ৫৩৭, মুসলিম: ৬১১-৪, ৬১১-৩; তিরমিযী: ১৫৭, ২৫৯২; নাসায়ী ৫০০, আবু দাউদ-৪০২, আহমাদ-৭০৯০, ৭০২৪, ৭৫৫৮, ৭৭৭০, ২৭৪৪৩, ৮৩৭৮, ৮৬৮৩, ৮৮৬১, ৮৮৮১, ৮৯৩৯, ২৭৪৯৪, ৯৬৩৯, ১০১২৮, ১০১৬০, ১০২১৪, ১১১০৪, মুওয়াত্তা মালিক- ২৮, ২৯; দারিমী-১২০৭, ২৮৪৫; ইবনু মাজাহ-৬৭৭; তাহকীক্বে আলবানী; সহীহ্ হাদীস, কওমীদের বেহেস্তী জেওর আশরাফ আলী থানবী, ফুরফুরা শরীফের মাওলানা রুহুল আমিন বশিরহাটী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখিত কিতাব, ছারছীনার ছাপানো ফতওয়ায়ে সিদ্দীক্বিয়া এবং ইসলামীক ফাউন্ডেশন কর্তৃক লিখিত কিতাবসহ অসংখ্য সহীহ্ কিতাব)

✪ ভি. আই. পি টেইলার্স লেডিস এন্ড জেন্টস্

আধুনিক লেডিস এন্ড জেন্টস পোশাক তৈরীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রো: মুহাম্মাদ সবুজ মিয়া

মোবাইল: ০১৪০৫-১৫৪০৮৯

ঠিকানা: রইচ উদ্দিন সুপার মার্কেট (২য় তলা), পুনট বাজার, কালাই, জয়পুরহাট।

বি.দ্র. : প্রতি শুক্রবার দরবার শরীফ মার্কেটের ৪নং দোকানে অর্ডার নেওয়া হয়।

প্রশ্ন : নামের পরে সিদ্দীকী উপাধি নাকি বংশ ?

উত্তর : সিদ্দীকী-বংশ নয়, উপাধী যা অনুসরণের পরিচয়। আমার নবীজি পাক ﷺ তখনও মেরাজ শরীফের আলোচনা করছিলেন। সেই সময় দূর থেকে হযরত আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপস্থিত হন। নবীজি পাক ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন- "ইয়া আবু বকর সিদ্দীকী!"

হযরত আবু বকর رضي الله عنه আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার নাম তো আবু বকর। 'সিদ্দীক' তো আমার নামে নেই। আপনি আমাকে এই উপাধি দিলেন কোথা থেকে?"

নবীজি পাক ﷺ বললেন, "হে আবু বকর رضي الله عنه! আপনি কি আজ রাস্তায় আবু জাহেলের সঙ্গে হওয়া তর্কের কথা জানেন?"

তিনি আরজ করলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি জানলেন কীভাবে?"

তখন নবীজি পাক ﷺ বললেন, "এইমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার পক্ষ থেকে জিবরাঈল আমিন আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জানিয়ে গেছেন-আজ থেকে আপনার উপাধি সিদ্দীক।"

সিদ্দীক শব্দের অর্থ: মহাসত্যবাদী-যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না, সর্বদা সত্যকে গ্রহণ করেন।

এই জন্যই তিনি হলেন সিদ্দিকে আকবর।

কিয়ামত পর্যন্ত যারা নবীজি পাক ﷺ উনার মেরাজ শরীফকে নিঃশর্তভাবে সত্য বলে মেনে নেবে-তারা সবাই সিদ্দীক। আর যারা অস্বীকার করবে-তারা আবু জাহেলের পথের লোক। নুজুল খাস, হুকুম আম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান হলো-

কোনো ঘটনা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও, তার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য হয়। যেমন-মুনাফিক বিশরের ব্যাপারে যে নুজুল হয়েছিল, তা শুধু তার জন্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নবীজি পাক ﷺ উনার ব্যাপারে কটুক্তি করবে, তারাও সেই হুকুমের আওতায় পড়বে। সিদ্দীকী কি বংশের নাম? না, লকব (উপাধি)? সিদ্দীক কোনো বংশের নাম নয়।

এটি একটি লকব-একটি গুণের পরিচয়।

যেমন- হযরত ওমর ফারুক رضي الله عنه ফারুক তাঁর উপাধি, বংশের নাম না। পৃথিবীতে বহু মানুষ ফারুকী নামে পরিচিত-তারা কি সবাই হযরত ওমর رضي الله عنه-উনার বংশধর? না।

যে যাকে অনুসরণ করে, সে তার নাম গ্রহণ করতে পারে-এটাই ইসলামী শরীয়তের বিধান। না হলে- আমরা হানাফি লিখতে পারতাম না (আবু হানিফা (رحمه الله) আমাদের বংশ নন, আমরা তাঁর অনুসারী) শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী-সবই অনুসরণের পরিচয়। ঠিক তেমনই-

কাদেরী : শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (رحمه الله)-উনার অনুসারী।

চিশতী : খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (رحمه الله)-উনার অনুসারী।

মুজাদ্দিদী : ইমাম মুজাদ্দিদে আলফে সানী (رحمه الله)-উনার অনুসারী

তাহলে প্রশ্ন আসে- সিদ্দীকী কেন লেখা যাবে না?

সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর رضي الله عنه- উনার অনুসারী হলে সিদ্দীকী লেখা সম্পূর্ণ শরয়ী ও বৈধ। নামের আগে 'মুহাম্মাদ' কেন লিখি? আপনি কি নবীজি পাক ﷺ উনার বংশধর? না। তাহলে কেন নামের আগে মুহাম্মাদ লিখেন?

কারণ- আপনি উনার উম্মত ও অনুসারী। ঠিক একই যুক্তিতে বা কিয়াসে সিদ্দীকী লেখা যাবে, কারণ এটি অনুসরণের পরিচয়।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

"যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" (বুখারি শরীফ- ৬৫০২ নং হাদীস)

যার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাক যুদ্ধ ঘোষণা করেন- সে নবীর সন্তান হলেও রক্ষা পাবে না। তাই আউলিয়া কেরামের ব্যাপারে মুখে লাগাম দিতে হবে। অজ্ঞতা ও হিংসা থেকে দূরে থাকতে হবে।

CamScanner

শেষ কথা, আমাদের লক্ষ্য: মানুষকে আল্লাহওয়ালা বানানো, মানুষকে নবীপ্রেমিক বানানো। নাম নিয়ে ঝগড়া নয়, বংশ নিয়ে অহংকার নয়, বরং হক ও সত্যের অনুসরণ।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে সত্য বোঝার, সত্য মানার এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন. আমীন।

✪ আঁখি গার্মেন্টস

যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী পাওয়া যায়।

প্রো: মুহাম্মাদ আমির হামজা

মোবাইল: ০১৭০৬-৮৭৮২০৫

ঠিকানা: ঝাড়বাড়ী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

◈ প্রশ্ন : শবে বরাতে হালুয়া-রুটি জায়েজ নাকি বিদআত?

উত্তর : লাইলাতুন নিছফী মিন শা'বান তথা শবে বরাতে হালুয়া রুটি তৈরী করে পাড়া প্রতিবেশী একে অপরকে হাদিয়া প্রদান করার বিষয়টি মূলত ফরয, ওয়াজিব নয়। তবে বিভিন্ন হাদীস শরীফ দ্বারা এ বিষয়টি মুস্তাহাব-সুন্নাত বা মুস্তাহছান প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এ ধরণের কাজ করা যাবে ও উৎসাহ প্রদান করা যাবে। কেননা ইসলামে মানুষকে হালাল খাদ্য প্রদান করাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। এখনও আরব দেশে খেজুরের হালুয়া কিনতে পাওয়া যায়, প্রমাণ করে হালুয়া-রুটি পূর্বেও ছিল, এখনও রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশা-আল্লাহ।

যেমন সহীহ্ হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (ﷺ) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)। ইসলাম ধর্মে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, মানুষকে খাবার প্রদান করা এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে (মুসলমানকে) সালাম দেওয়া। **(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ২৮; সহীহ্ মুসলীম, হাদীস নং ১৬৯; সুনানু নাসায়ি, হাদীস নং ৫০০০; সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৫৩; সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৪)**

অতএব, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা সর্বোত্তম আমল। যেহেতু হাদীসে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সময়ের কথা উল্লেখ নেই সেহেতু সুবিধামত সব সময়েই ফকীর-বাদশা, পুরুষ-মহিলা যে কাউকে খাদ্য প্রদান করা যাবে। বাঁধা দিলেই বরং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতা করা হবে। এরূপ রীতি ইসলাম অগ্রাহ্য করে না। কেননা ইসলামে সকল প্রকার উত্তম রীতি গ্রাহ্য করেছেন। যেমন এ বিষয়ে সহীহ্ হাদীস শরীফে আছে,

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ رضي الله عنه عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

অর্থ : "হযরত মুনযির ইবনে জরীর (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলে পাক (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো ভালোরীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে এ আমল করবেন তাদের থেকে, এতে আমলকারীর থেকে কোনো আমল কমানো হবে না।" **(সহীহ্ মুসলীম, হাদীস নং ১০১৭-৬৯ ও ১০১৭-১৫;; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ৩য় জি: ৫৮৪ পৃ: সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২৩৭২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃ:; মিশকাত ইলিম অধ্যায়, হাদীস নং ২১০; তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৮২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯১৫৬; মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং**

২৯৬৩; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ২৫৫৪ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

এই হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক উত্তমরীতি জায়েয তো বটেই বরং উত্তম। এমনকি এটার দ্বারা ছওয়াব হাছিল হয়। আর মানুষকে খাবার দেওয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে? যা সহীহ্ বুখারীর হাদীস দিয়ে নবীজি পাক (ﷺ) উত্তম আমল বলেছেন। শরিয়তে নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া বাকী সবই মুবাহ বা বৈধ। যেমন একটি কায়দা উল্লেখযোগ্য-

قَاعِدَةٌ: اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ-

অর্থ : "কায়দা: প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এক নিষিদ্ধতার দলিল ছাবিত না হয়। (কাওয়াইদুল ফিকহ)

অতএব, নিষিদ্ধ জিনিস গুলো ছাড়া বাকী সবই বৈধ। মূল কথা হচ্ছে শবে বরাতে হালুয়া-রুটি অথবা অন্য কোনো বিশেষ খাবার তৈরি করা ও মানুষকে খাওয়ানো শরীয়তে নাজায়িয তো নয়ই বরং জায়িয ও শরীয়তসম্মত তো অবশ্যই সাথে সাথে খাছ সুন্নতেরও অন্তর্ভূক্ত। যারা এটাকে বিদয়াত বা নাজায়িয বলে থাকে তাদের কথা মোটেও শরীয়তসম্মত ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাদের বক্তব্য কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। কেননা মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَلَالًا طَيِّبًا

অর্থ : তোমরা হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাও ও পান করো। (সূরা বাক্বারা) এবং নবীজি পাক (ﷺ) উনারা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে মানুষকে খাদ্য খাওয়ানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন।

✪ বায়জিদ বোস্তামী সুন্নতী সামগ্রী

এখানে সুন্নতী টুপি, রুমাল, পাগড়ী, আতর, সুরমা, মেসওয়াক ও জায়নামাজ পাওয়া যায়।

প্রো: মুহাম্মাদ আরিফ হোসেন

মোবাইল: ০১৯৬৫-৮৭৯৮১১

ঠিকানা: দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া

◈ প্রশ্ন: তারাবীহ্-এর নামাজ ২০ রাকাত নাকি ৮ রাকাত?

উত্তর : তারাবীহ্র নামায ২০ রাকাআত সুন্নতে মুআক্কাদা। ইমাম আজম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লহি আলাইহিম ও অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদের মতে অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে তারাবীহ্র নামায ২০ রাকাত। এই নামায জামা'আতের সাথে পড়া সুন্নাত। রসূল পাক ﷺ তারাবীহের নামায ২০ রাকাআতই পড়েছিলেন। সাহাবাগণ رضي الله عنهم রসূল ﷺ উনার পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। তাই সাহাবা رضي الله عنهم গণকে বিশ রাকাত তারাবীহ্র নামায আদায় করতে দেখা গেছে। এমনকি তারাবীহ্র নামায বিশ রাকাত বলে সাহাবাদের মধ্যে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত 'উমর رضي الله عنه যখন উনার খিলাফতকালে বিশ রাকাত তারাবীহ্র নামায জামা'আতের সাথে মসজিদে কায়েম করলেন, তখন কোনো সাহাবীই এটার বিরোধিতা করেননি। যদি এই বিশ রাকাত তারাবীহ্ সুন্নতের বরখেলাফ মনে করা হতো এবং এটা ইসলামের একটি অভিনব আবিষ্কার বলে বিবেচিত হতো, তবে সাহাবাগণ رضي الله عنهم নিশ্চয়ই এটার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। অনেকে মন্তব্য করে থাকে যে, হযরত ওমর رضي الله عنه বিশ রাকাত তারাবীহ চালু করেছেন। বরং বিশ রাকাত তারাবীহ হুজুর ﷺ ই পড়েছেন। তিনি শুধুমাত্র জামাআতের সাথে বিশ রাকাত তারাবীহ সাহাবীদের নিয়ে ইজমা করেছেন (তারগীব) মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি। কারণ হুজুর পাক ﷺ জামাআতের সাথে তারাবীহ আদায় করেননি ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকায়।

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, যদি রসূল পাক ﷺ বিশ রাকাত তারাবীহ্ কখনো না পড়ে থাকেন অথবা এটার অনুমতি না দিয়ে থাকেন, তবে হযরত উমর رضي الله عنه এই সাহস করবেন কেন? এবং অন্য সাহাবাগণই বা মৌন থাকবেন কেন? এটাতেও

পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, রসূল পাক ﷺ তারাবীহর নামায বিশ রাকাতই পড়েছিলেন এমনকি যে আয়েশা সিদ্দীকা (رضي الله عنها) বর্ণিত তাহাজ্জুদের হাদীসকে তারা তারাবীহ বলে অপপ্রচার করে। সেই আয়েশা সিদ্দীকা (رضي الله عنها) নিজেও বিশ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। অথচ তখনও তিনি বর্তমান ছিলেন এবং ইজমার সাথে একমত হয়েছেন।

এই জন্যই হানাফিগণ তারাবীহর নামায বিশ রাকাত আদায় করে থাকেন। বহু সহীহ হাদীসে এটার প্রমাণ বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রমাদ্বন মাসে জামাত ব্যতীত ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতর পড়তেন।

(আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ দ্বঈফাহ, ২/৩৫পৃ. হাদীস/৫৬০ ক. ইমাম আবি শায়বাহ: আল মুসান্নাফ: ২/১৬৪ পৃ: ২২৭ নং অধ্যায় হাদীস নং-৭৬৯২, ইমাম তাবরানী মু'জামুল কবীর: ১১/৩৯৩৭. হাদীস: : হাদীস: ৪৩৯২, খতিবে বাগদাদী: আল মাওয়াযিহ ১/৩৮৭পৃ., ইমাম আদি আল কামিল: ১/২৪০ পৃঃ ২১০২, ইমাম হুমাইদী: আল মুত্তাবাদুল মিনাল মুসনাদ পৃ: ৬৫৩. বায়হাকী সুনানে কোবরা: ২/৪৯৬ পৃ. ইবনে হাজার হায়সামী: মাযমাউদ যাওয়ায়েদ: যতনা ইবনে হাজার আসকালানী: ফতহুল বারী শরহে বুখারী: ৪/২৫৪ পৃঃ হাদিস: ২১৩, মানাবী: আল ইমবাদুল মিনাল ফাওয়াইদ: ২/২৬৮, তাবরানী মু'জামুল আওসাত: ১/২৪৩ পৃ. হাদিস: ৭৯৮, আবুল উসন দুয়াশী: হাদিসাহ: ১/১২৭ পৃঃ আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিসুল-যঈফা: ২/৩৫ পৃ: হাদিস: ৫৬০, ইমাম তাবরানী: মু'জামুল আওসাত: ৫/৪২৪ পৃ. হাদিস: ৫৪৪০, ইমাম খতিবে বাগদাদ: তারিখে বাগদাদ: ৬/১১৩ ৭.ইমাম ইবনুল আব্দুল বার আত-তামহীদ: ৮/১১৫ পৃ. আসকালানী: ফতহুল বারী: ইত্তিহাদ: ১/১৭০ পৃ. রাউী: ৯৮৫৫, দারুল ফিক্র এ ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম নাসআনী: : ২৫৭, যুরুতি: তানতীকুল হাওয়ালিক: ১/১০৮ পৃ. হাদিস: ২৬৩, বায়হাবী: মিযানুল ৩/১৭২ পৃঃ বায়হাবী: বাওয়ায়েদুল মায়ায়ামিন: ১/১০৯ পৃঃ ৯২০৩ পৃ. হাদিস: ৪. মুব্রিকাতুল নাহয়রা, ইতি : : ৯২১৫ ও ক্রমিক, ১২০৬ মিযুন-নামাম: ২/১০ পৃ. মিজী: তাহযীবুল কামাল: ২/১৪৯ পৃ. ইতম বুরকানী: শরহে আলা মুয়াত্তা: যাহলাই: নাসবুর রাইয়্যাহ : ২/১৫৩৭-মোবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী: ৩/৪৪৫ পৃ., আসকালানী লিসানুল মিযান: ৩/২৪২৭. ইমাম আদি: ১/৩৪২পৃ. ও ১/৩৫১পৃ., আযীমাবাদী: আওনুল মা'বুদ: ৪/১৫০৭. আল-কামিল সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

✪ মেসার্স সুফিয়া ভ্যারাইটি ষ্টোর
এখানে যাবতীয় গিফট সামগ্রী ও নতুন পুরাতন বস্তা সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ মোকছেদ আলী
মোবাইল: ০১৭৪৮-৫৬২১৯৮, ০১৯৩৫-৩৭৩১৫৯
আতাহার: ০১৭১০-৯০৫৭৩০
ঠিকানা: কুন্দারহাট পুরাতন পুলিশ ফাঁড়ি, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

◈ প্রশ্ন: রোজা রেখে ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি'না?

উত্তর : কেউ কেউ রমাদ্বন মাস আসলেই পেপার-পত্রিকায় ও প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে থাকে যে, "রোযারত অবস্থায় ইনজেকশন, ইনসুলিন, ইনহেলার এমনকি স্যালাইন ইনজেকশন নিলেও রোযা ভঙ্গ হয়না। নাউযুবিল্লাহ!

মূলত তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণই ভুল, জিহালতপূর্ণ এবং কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তারা তাদের উক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য একটি দলীলও পেশ করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে "রোযারত অবস্থায় ইনজেকশন, ইনসুলিন, ইনহেলারসহ যেকোন প্রকার ইনজেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ফতওয়াটিই সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য। কারণ এর স্বপক্ষে পবিত্র হাদীস শরীফসহ ফিক্বাহ ও ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের অসংখ্য দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

"হিদায়া মা'য়াদ দিরায়া" কিতাবের ১ম খন্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَمَنْ إِحْتَقَنَ .. اَفْطَرَ لِقَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ

অর্থ : এবং যদি কোনো ব্যক্তি ইনজেকশন নেয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। কারণ নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেছেন- কোনো কিছু ভিতরে (রোযারত অবস্থায় রোযাদারের শরীরে) প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে।

"বাহরুর রায়িক" কিতাবের ২য় খন্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

واذا احتقن ... افطر لقوله عليه الصلاة و السلام الفطر مما دخل وليس مما خرج

অর্থ : যদি কোন ব্যক্তি ইনজেকশন নেয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। কেননা নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, কোনো কিছু ভিতরে (রোযারত অবস্থায় রোযাদারের শরীরে) প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং বের হলে রোযা ভঙ্গ হবেনা।

"ফতওয়ায়ে আলমগীরী" কিতাবের ১ম খন্ডের ২০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

ومن احتقن .. افطر

অর্থ : এবং যদি কোন ব্যক্তি ইনজেকশন নেয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। অনুরূপ "ফতওয়ায়ে শামীতে"ও উল্লেখ আছে।

অতএব, উপরোক্ত দলীলভিত্তিক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইনজেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে।

◈ প্রশ্ন: রোজা রেখে রক্ত দেওয়া যাবে কি'না?

উত্তর: রোজা রেখে রক্ত দেওয়া যাবে। এতে রোজা ভেঙে যাবে না। তবে এ পরিমাণ রক্ত দেওয়া মাকরূহ যার কারণে শরীর অধিক দূর্বল হয়ে পড়ে এবং রোযা রাখা কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই দূর্বল লোকদের জন্য রোযা অবস্থায় অন্য রোগীকে রক্ত দেওয়া ঠিক নয়। আর এমন সবল ব্যক্তি যে রোযা অবস্থায় অন্যকে রক্ত দিলে রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর হবে না সে রক্ত দিতে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এখানে একটি জিনিস মনে রাখবেন, শরীর থেকে কিছু বের হলে রোজা ভাঙবে না। তবে শরীরে কিছু ঢুকালে রোজা ভেঙে যাবে। (সহীহ্ হাদীস শরীফ)

◈ প্রশ্ন: সাইরেন এর শব্দ শুনে ইফতার শুরু করা ও সাহরী শেষ করা যাবে কি'না ?

উত্তর: না। সাইরেন এর শব্দ শুনে ইফতার শুরা করা ও সাহরী শেষ করা যাবে না। এটি একটি বাদ্য-

যন্ত্র। নবীজি পাক ﷺ তিনি সকল বাদ্য-যন্ত্রকে হারাম করেছেন। (বুখারী শরীফ) আর সাইরেন বাজানো নবীজি পাক ﷺ উনার সময়ে ছিলোনা। এজন্য এটি একটি বিদআতে সাইয়্যিআহ। অন্যদিকে সাইরেন বাজানো মূলত ইহুদী-নাসারাদের আমল। আর সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ : যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি সে জাতির অর্ন্তভূক্ত হবে এবং তার সাথেই তার হাশর হবে। (আবু দাউদ : ৪০৩১ নং হাদীস শরীফ) এজন্য আজান শুনেই ইফতার করতে হবে সাইরেন শুনে নয়।

✪ মেসার্স মাসুদ ষ্টোর

প্রো: মুহাম্মাদ ফরহাদ রেজা

মোবাইল: ০১৭৫০-৮৭৪৭৭০

ঠিকানা: ঝাড়বাড়ী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

✪ সিদ্দীক্বিয়া ডেন্টাল কেয়ার

এখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে মুখ ও দাঁতের যাবতীয় সু-চিকিৎসা করা হয়।

উষ্ণ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা ও বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।

ডিটি. কে. মেহেদী হাসান

মুখ ও দন্ত চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ

(ডি.ডি.টি) টিএমএসএস, বগুড়া।

এফ.টি (টিএমসি এন্ড আরসিএইচ ডেন্টাল ইউনিট, বগুড়া।

মোবাইল: ০১৭৪৪-৯৪৬৫৬৯

ঠিকানা: শেরপুর রোড, কলোনী, বগুড়া।

◈ প্রশ্ন : ছবি-ভিডিও হারাম কেন?

উত্তর : প্রাণীর ছবি, মূর্তি, টিভি, ভিডিও, গান-বাজনা এবং স্যাটেলাইট তথা প্রজেক্টর সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ নবীজি পাক ﷺ ছবি-ভিডিও হারাম বলেছেন।

নিম্নে সনদসহ হাদীস দেওয়া হলো :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ

অর্থ: জনৈক লোক ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) উনার নিকট এসে বলল, আমি এসব ছবি অঙ্কন করে থাকি। তাই এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ফতওয়া দিন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) উনার নিকট যা শুনেছি, তা তোমাকে বলছি। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি প্রত্যেক প্রাণীর ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তার তৈরিকৃত প্রতিটি ছবিতে জীবন দেওয়া হবে, সে সময় জাহান্নামে তাকে ঐগুলো আযাব দিতে থাকবে। ইমাম মুসলিম (رحمه الله) এ হাদীস পড়ে শুনালে নাসর ইবনে আলী (رحمه الله) তার অনুমতি দিলেন। (মুসলিম হা/২১১০; বুখারী হা/২২২৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৩৫৯, ইসলামিক সেন্টার ৫৩৭৭)

(১) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُعِثْتُ لِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ وَ الْاَصْنَامِ –

(২) لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ اَوْ كَلْبٌ –

(৩) اِنَّ اَشَدَّ الْعَذَابِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

অর্থ : (১) হুজুর পাক ﷺ বলেন, আমি পৃথিবীতে নাযিল হয়েছি সকল প্রাণীর ছবি-মূর্তি, গান-বাদ্য বাজনাকে ধ্বংস করার জন্য।

(২) সেই সমস্ত জায়গায় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়না যেখানে প্রাণীর ছবি-মূর্তি অথবা কুকুর থাকে।

(৩) নিশ্চই কেয়ামতের দিন জাহান্নামে সবচেয়ে বেশী কঠিন আযাব হবে তাদের যারা প্রাণীর ছবি, মূর্তির সাথে (স্বেচ্ছাই) সম্পৃক্ত থাকে।

(দলীলসমূহ: মুসলিম হা/২১১০: বুখারী হা/২২২৫, বুখারী-২/৮৮০পৃ: ছবির অধ্যায়, মুসলিম ১/৮২০ পৃ: ছবির অধ্যায়, ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, মিশকাত, তিরমিযী, নাসাঈ ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ, মিরকাত, আইনী, ফতহুল, মুলহীম, বজলুল মাজহুদ, সুরা বাকারা-৫ম রুকু আয়াত ৪২ সুরা বাক্বারা-৮৫, সুরা নূর ৩৩-৩১, সুরা আহযাব ৩২-৩৩, সহ ৩০৫৫টি সহীহ হাদীস শরীফ)

বি.দ্র. : আপনার কোনো প্রশ্ন বা দ্বীনি জিজ্ঞাসা, মাসআলা-মাসায়েল ও আমল জানার থাকলে আমাদের ঠিকানায় মেইল বা চিঠি পাঠাতে পারেন। আপনার নামসহ প্রতি মাসের নিয়মিত সংখ্যায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে- ইনশাল্লাহ।

✪ নাবিলা চটপটি ও ফুসকা হাউস

এখানে ঘরোয়া পরিবেশে মজাদার ও সু-স্বাদু চটপটি ও ফুসকা পরিবেশন করা হয় এবং পার্সেলের সু-ব্যবস্থা আছে।

প্রো: মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম (নুরু)

মোবাইল: ০১৭১৪-৯৬২৫৪৩

পরিচালনায়: মুহাম্মাদ আবু হানিফ সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৫৬৭-৯০৮৬৯৩

ঠিকানা: শেরপুর বাসস্টান্ড, বগুড়া।

✪ পাবনা টেইলার্স

এখানে সুন্নতী পোশাক সহ মহিলা-পুরুষের যাবতীয় পোশাক তৈরি করা হয়।

প্রো. মুহাম্মাদ আব্দুল বারিক

মোবাইল: ০১৭২১-৫৪৫৮৪৪

ঠিকানা: জননী সুপার মার্কেট, নিশ্চিন্তা বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ঘটনা পর্ব :

তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো :

মহান আল্লাহ্ পাক উনার নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম, উনার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ইনজিল শরীফ অনুসারে তিনি মানুষকে হক্বের দাওয়াত দিতেন। এই উদ্দেশ্যে সারা এলাকা তিনি সফর করে বেড়াতেন। একদিন সফর করতে করতে তিনি এক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে একজন ইহুদী লোক ছিল। সে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনাকে বললো, 'হে মহান আল্লাহ পাক উনার নবী হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম! আমি চাচ্ছি আপনার দ্বীন গ্রহণ করতে। আপনার অনুসারী হতে।' তার কথা শুনে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম খুশি হলেন। লোকটা উনার দ্বীন গ্রহন করার পর হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন, 'আমি তো এখন চলে যাবো, কারণ আমি সফর করতে বের হয়েছি। তোমাকে যা নিয়ম-কানুন বলে দিলাম, তুমি সে অনুযায়ী আমল করবে।' কিন্তু লোকটা বললো, 'হুযুর, বেয়দবী মাফ করবেন। আমার মনে আপনার সঙ্গে সফর করার ইচ্ছা ছিল। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার যমীন একটু ঘুরে দেখতে চাই আর আপনার সহবত ইখতিয়ার করে মহান আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টি মুবারক হাছিল করতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার সঙ্গে নিন।' লোকটার কাকুতি-মিনতি শুনে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম রাজী হলেন। লোকটাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন।

বেশ কিছুদূর সফর করার পর হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার ক্ষুধা লাগলো। উনার কাছে একটা আটার রুটি ছিল। তিনি সেটা বের করে খেলেন। লোকটির কাছেও রুটি ছিল, সেও একটা রুটি বের করে খেল। হযরত নবী আলাইহিমুস সালাম উনারা সবাই মহান আল্লাহ্ পাক উনার তরফ থেকে গায়েবী ইলমপ্রাপ্ত। সুতরাং হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম জানতেন যে, লোকটির কাছে আরেকটি রুটি

রয়েছে। কিন্তু তাকে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বললো, 'না হুযুর! আমার কাছে দ্বিতীয় কোনো রুটি নেই; একটিই রুটি ছিল। আপনি যেমন একটি রুটি খেলেন, আমিও একটি খেলাম।' তার অস্বীকার করার কারণ হলো, সে ভেবেছিল দ্বিতীয় রুটিটি বের করলে অর্ধেক রুটি হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনাকে দিতে হবে। নাউযুবিল্লাহ! হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আর বেশি কিছু না বলে সফর করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদূর যাবার পর আবার ক্ষুধা লাগলো। কিন্তু সেখানে খাদ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোনো ঘর-বাড়ীও ছিল না। শুধু একটা লোক মেষ চরাচ্ছিলেন। হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম সেই মেষপালকের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি মহান আল্লাহ্ পাক উনার নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম। পরিচয় পেয়ে মেষপালক ব্যাকুল হয়ে গেলো, কারণ সে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনাকে অনেক তালাশ করেছে, কিন্তু কোথাও পায়নি আর আজকে তিনি নিজে এসে পরিচয় দিয়েছেন। সে মহান আল্লাহ্ পাক উনার শুকরিয়া আদায় করে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনাকে বললো, 'হুযুর! আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি? আপনি আমাকে আদেশ করুন।' তখন হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন, 'তোমাকে তেমন কোনো খেদমত করতে হবে না। তবে আমাদের ক্ষুদা লেগেছে আর তোমার অনেক মেষ রয়েছে। তাই একটা মেষ যদি আমাকে দাও, আমি আবার তোমাকে সেটা ফিরিয়ে দিবো।' মেষপালক বললো, 'হুযুর! শুধু একটা কেন, আপনি যদি চান আমার সমস্ত মেষপাল আপনাকে দিয়ে দিবো।' হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন, 'না সবটা তো আমার দরকার নেই।' তিনি একটা পছন্দমত মেষ নিলেন ও সেটা যবেহ করে খাওয়া-দাওয়া করলেন। খাওয়া শেষে মেষের হাড়গুলো একসাথে করে বললেন-কুম বি ইজনিল্লাহ। **চলমান....**

(তথ্যসূত্র : আফদ্বালুর রহমান আরলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা)

✪ মা টেইলার্স এন্ড ক্লথ ষ্টোর

এখানে শার্ট পিচ, প্যান্ট পিচ, শাড়ী, লুঙ্গী, থ্রি-পিচ, বোরকা বিক্রয় এবং উন্নতমানের পোশাক তৈরীর জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

প্রোঃ মুহাম্মাদ মোজাফ্ফর হোসেন

পরিচালনায়ঃ মাষ্টার মুহাম্মাদ শাহিন আলম

মোবাইলঃ ০১৭২৭-২২৯০০৫, ০১৭৭৩-৬৩০৭৮২

ঠিকানাঃ বায়েজীদ সুপার মার্কেট, কুন্দারহাট, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

একজন পালোয়ান থেকে জুনায়েদ বাগদাদী (…) অলী হওয়ার ঘটনা :

এক বাদশাহের অধীনে একজন কুস্তিগীর ছিল, তার নাম ছিল জুনায়েদ। তাকে কেউ কখনো পরাজিত করতে পারেনি। বাদশাহ নানা দেশ থেকে কুস্তিগীরদেরকে তার সাথে লড়াই করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো। কিন্তু পৃথিবীর সব কুস্তিগীরদেরকে সে একে একে পরাজিত করলো। তখন বাদশাহ খুশি হয়ে ঘোষণা দিলো যদি কেউ তার কুস্তিগীরকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। অনেকে আসলো কুস্তি করতে, কিন্তু সবাই হেরে গেলো। বাদশাহ এতমিনান হলো যে, তার কুস্তিগীরই সেরা কুস্তিগীর।

একদিন একজন লোক আসলেন। উনার চেহারা সুরত দেখে উনাকে কুস্তিগীর বলে মনে হচ্ছিলো না। তিনি অনেক দূর্বল ও কৃশকায় লোক ছিলেন উনাকে সবাই কুস্তি লড়তে নিরুৎসাহিত করলো; কিন্তু তিনি বললেন, যেহেতু স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে, আর কুস্তির সুযোগও দেওয়া হয়েছে তাই তিনি এসেছেন। কুস্তির দিন তারিখ, স্থান ঠিক হলো। অনেক দিন পর কুস্তি হবে এ জন্য বহু লোক জমা হলো। সেই ব্যক্তি এবং

বাদশাহর পালোয়ান মুখোমুখি হলেন। দেখা গেলো, কুস্তি শুরু করার পূর্বে সেই ব্যক্তি পালোয়ানের কানে কানে কিছু কথা বললেন। পালোয়ান উনার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। উনার প্রদর্শনী থেমে গেলো। এতে সবাই খুব আশ্চর্য হলো। তারপর কুস্তি শুরু হলে দেখা গেলো, সেই ব্যক্তি চোখের পলকে পালোয়ানকে মাটিতে শুইয়ে তার সিনার উপর চড়ে বসলেন, পরপর তিনবার। দেখে মনে হচ্ছিলো পালোয়ানের নড়ারও কোনো ক্ষমতা নেই। সেই ব্যক্তিকে জয়ী ঘোষণা করা হলো। তিনি পুরষ্কার নিয়ে চলে গেলেন।

বাদশাহ তাজ্জব হয়ে গেলো। পালোয়ান এসে বাদশাহকে বললেন যে, তিনি আর কখনও কুস্তি করবেন না। বাদশাহ পালোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, সে পরাস্ত হলো কিভাবে? তাকে তো বাদশার শাহজাদী সহ অনেক কিছু বিনিময় দিতে চাওয়া হয়েছে তাহলে তিনি কেন হেরে গেলেন? পালোয়ান বললেন, “আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন কুস্তি শুরু করার পূর্বে সেই ব্যক্তি আমাকে কানে কানে কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আওলাদে রসূল (ﷺ) হক্কানী অলী এবং তিনজন বিবাহ দেওয়ার মত কন্যা সন্তান উনার রয়েছে। হক্কানী অলী অমুক স্থান থেকে এসেছেন। উনার এলাকায় তিনি প্রধান। সেখানে উনার অনেক বংশধর আছেন। উনারা অনেক সচ্ছল ছিলেন, কিন্তু ব্যবসা মন্দার কারণে ঋণ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় উনার পরিবারের সম্মান ইজ্জত রক্ষা করা কঠিন হয়ে গিয়েছে। তিনি বাদশাহের ঘোষণা শুনে ভেবেছেন, পুরস্কার যদি পাওয়া যায় তাহলে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া যাবে। তিনি কোনো কুস্তিগীর নন, কখনও কুস্তি করেননি, কুস্তির নিয়মকানুনও জানেন না। তিনি বলেছেন ‘হে পালোয়ান! তুমি অনেক বড় পালোয়ান এবং যুবক, আর আমার বয়স হয়েছে। তোমার এই শক্তি কিন্তু সবসময় থাকবে না। কিন্তু আমি যেহেতু আওলাদে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাই তুমি যদি হুজুর পাক (ﷺ) উনার সম্মানার্থে আমার কাছে পরাজিত হও, তাহলে আমি পুরস্কার পাবো আর আমাদের শত শত লোকের সম্মান রক্ষা হবে। আমরা তোমার জন্য দোয়া করবো। আর মহান আল্লাহ্ পাক ও উনার রসূল (ﷺ) উনারা তোমাকে ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবী দিবেন; সেটাই তোমার জন্য স্থায়ী হবে এবং নবীজী পাক (ﷺ) উনাকে ভালোবাসা ঈমান তা প্রমাণ হবে। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড/৬ ও ৭ পৃষ্ঠা) আমি ভাবলাম, আমি কি করবো? আমার এত নাম যশ খ্যাতি! কিন্তু আসলেই এগুলো চিরস্থায়ী না। কিন্তু আমি এই ব্যক্তির সম্মানার্থে যদি পরাজিত হই, তাহলে আমার নাম যশ খ্যাতি নষ্ট হলেও মহান আল্লাহ্ পাক ও উনার রসূল (ﷺ) উনাদের সন্তুষ্টি রেযামন্দি হাছিল করতে পারবো। তাই আমি ইচ্ছা করেই পরাজিত হয়েছি এবং আর কখনও কুস্তি করবো না।” বাদশা বললো, ‘সেই ব্যক্তি যে আসলেই আওলাদে রসূল হক্কানী অলী তার কোনো প্রমান তোমার কাছে আছে কি’না? পালোয়ান বলল, ‘না, কিন্তু নবীজী (ﷺ) উনার মহব্বতে আমি উনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।’

সেই রাতে পালোয়ান স্বপ্নে দেখলো হুজুর পাক (ﷺ) তিনি তাশরীফ মুবারক এনেছেন। তিনি পালোয়ানকে বললেন, ‘হে জুনায়েদ! তুমি আজকে যে কাজটা করেছো; আমার সম্মানার্থে তোমার সব মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েছো, তাতে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। সেই ব্যক্তি আসলেও আমার আওলাদ এবং ঋণগ্রস্ত। তুমি তো পালোয়ানদের সর্দার ছিলে তাই আমিও তোমাকে “সাইয়্যিদুত ত্বয়িফা” অর্থাৎ আল্লাহ্ ওয়ালাদের সর্দার করে দিলাম।’ সুবহানাল্লাহ! পালোয়ান ঘুম থেকে উঠে

তওবাহ্ ইস্তেগফার করলেন, শুকরিয়া আদায় করলেন। বাদশাহকে জানালেন যে, তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। এই পালোয়ান সত্যিই পরে রিয়াজত-মুশাক্কাত করে মহান আল্লাহ্ পাক উনার অনেক বড় ওলী হয়েছিলেন জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুবহানাল্লাহ! (তথ্যসূত্র : আম্মাহুজুর আহম্মাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড-৬৫ পৃষ্ঠা)

✪ মিজানুর মটরস

এখানে গাড়ীর গেট, বোনার, ব্যাক ডালা, গ্লাসসহ গাড়ীর যাবতীয় পার্টস পাওয়া যায়।

প্রো: মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৬৮-৬৩১৮৩১

ঠিকানা: শাখারিয়া, ২য় বাইপাস, বগুড়া।

গুনাহ থেকে নিজেকে হিফাযত করলে ওলী হওয়া যায় :

হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম উনাদের মধ্যে সবচেয়ে খুবসুরত ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। আর হযরত আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের মধ্যে খুবসুরত ছিলেন হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি।

তিনি একবার এক কাফেলার সাথে সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায় এক গোত্র প্রধানের বাড়িতে উঠলেন। সেই গোত্র প্রধানের এক মেয়ে ছিল। সে হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি উনাকে দেখে মুগ্ধ হলো এবং উনাকে অনৈতিক কাজের প্রস্তাব দিলো। পাপ থেকে বাঁচার জন্য হযরত আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহি সেই রাত্রেই সেখান থেকে উঠে পালিয়ে চলে আসলেন। আরব ভূমির পথ উনার চেনা ছিল না। ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় তিনি এক মরুভূমিতে এসে পৌছলেন। হাঁটুর মধ্যে চেহারা রেখে চিন্তা করতে লাগলেন, কি ঘটনা ঘটলো এবং কাফেলার লোকেরাই বা উনার সম্বন্ধে কি ভাববে!

এক পর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত ফিরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের সাথে নিয়ে হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার নিকট উপস্থিত হলেন এবং উনাকে সালাম দিলেন। হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, 'হুযুর! আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। কিন্তু আপনার চেহারা সুরত দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন।' বুযুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে ফিরেশ্‌তা আলাইহিমুস সালামগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি সম্মানিত নবী হযরত ইউসুফ আলইহিস সালাম। তিনি এসেছেন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য।' একথা শুনে হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, 'হুযুর! কি কারণে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন? আপনি তো মহান আল্লাহ্ পাক উনার নবী আর আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি।'

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে ব্যক্তি! আমি যেমন হযরত নবী-রসূল আলাইহিস সালাম উনাদের মধ্যে ইউসুফ, আপনি তেমনি মহান আল্লাহ্ পাক উনার ওলীগণ উনাদের মধ্যে ইউসুফ। সুবহানাল্লাহ! আজকে আপনার ঘটনা মহান আল্লাহ্ পাক তিনি আমাকে বলেছেন যে, 'হে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম! আপনি উনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; আর এই যে আমার আরেক ইউসুফ, তিনিও এক গোত্র প্রধানের মেয়ের ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে এসেছেন। আপনি উনাকে সুসংবাদ প্রদান করুন তিনি যেন যামানার বিশিষ্ট ওলীআল্লাহ্ হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার কাছে গিয়ে আমার ইসমে আযম শিক্ষা করেন এবং মুহাব্বত মা'রিফত অর্জন করেন।' সুবহানাল্লাহ!

যেহেতু হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাযী রহমাতুল্লহি আলাইহি তিনি মহান আল্লাহ্ পাক উনার ভয়ে গুনাহ থেকে নিজেকে সংবরণ করেছিলেন, তাই মহান আল্লাহ্ পাক তিনি খুশি হয়ে পুরস্কারস্বরূপ উনাকে

সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত মুবারক হাদিয়া করেছিলেন; আর সেটা হলো মহান আল্লাহ্ পাক উনার মুহাব্বত ও সন্তুষ্টি মুবারক। সুবহানাল্লাহ!
(তথ্যসূত্র আম্মাহুজুর আহম্মাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড-১৬১ পৃষ্ঠা)

✪ নিউ সুমন টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স

এখানে শার্ট-প্যান্ট, পাঞ্জাবী-জুব্বা, থ্রি-পিচ সহ সকল ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সুমন শেখ

মোবাইলঃ ০১৯৩৯-১০২৭৪৫, ০১৭৩৮-৫৯৫৬৩২

ঝাড়বাড়ী হাটখোলা জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে, দর্জি পট্টি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

তাক্বওয়ার প্র্যাক্টিক্যাল ঘটনা :

জনৈক আল্লাহর অলীকে উনার একজন মুরিদ জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুজুর তাক্বওয়া কাকে বলে? আল্লাহর অলী তৎক্ষণাৎ মুরিদদেরকে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি একটি হিকমত করলেন। আল্লাহর অলী মুরিদদেরকে বললেন, আপনারা একটি করে কবুতর নিয়ে এমন জায়গা থেকে জবেহ করে নিয়ে আসুন, যেখানে কেউ দেখতে পারবেনা। মুরিদগণ কবুতর নিয়ে কিছুক্ষণ পর আল্লাহর অলীর কাছে ফিরে আসলেন। আল্লাহর অলী তখন মুরিদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনারা কে কোথায় থেকে কবুতর জবেহ করে নিয়ে আসছেন? তখন একজন মুরিদ বললেন, হুজুর, আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে কবুতর জবেহ করেছি, আমার বাড়ির কেউ দেখতে পায়নি।

আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থেকে জবেহ করে নিয়ে আসছেন? সে উত্তরে বলল হুজুর, আমি জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সেখান থেকে কবুতর জবেহ করে নিয়ে এসেছি, সেখানে কেউ দেখতে পায়নি। আল্লাহর অলী আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থেকে জবেহ করে নিয়ে এসেছেন? সে উত্তরে বলল, হুজুর আমি পানির মধ্য থেকে জবেহ করে নিয়ে এসেছি, আমার কবুতর জবেহ করা কেউ দেখতে পায়নি। অতঃপর আল্লাহর অলী দেখতে পেলেন, একজন মুরিদ কবুতর জবেহ করা ছাড়াই নিয়ে এসেছে। তিনি উক্ত মুরিদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আপনি কেন কবুতর জবেহ করেন নি?

তখন সেই মুরিদ জবাবে বললেন- হুজুর, আমি ঘরের মধ্যে, জঙ্গলে, পানিতে এমনকি দুনিয়ার কোথাও গিয়ে জবেহ করতে পারিনি। কারণ আমি যেখানে যাই, সেখানেই আল্লাহপাক আমাকে দেখতেছেন। দুনিয়ার সকল মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে কবুতর জবেহ করা যায় কিন্তু আল্লাহ পাক উনার কুদরতি চোখকে তো ফাঁকি দিতে পারি না। এজন্য কবুতরটি জবেহ করা ছাড়াই নিয়ে এসেছি।

আল্লাহর অলি বললেন, বাবা এটার নামই তাক্বওয়া। সুবহানাল্লাহ্! দুনিয়ার সকল আমল মানুষ দেখানোর জন্য হতে পারে কিন্তু রোজা এমন একটি আমল যা মানুষ দেখানোর জন্য হয় না। কেবলমাত্র, শুধুমাত্র আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য রোজা পালন করা হয়।

কেননা নামায, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি আমল মানুষ দেখানোর জন্য হতে পারে কিন্তু রোজা যদি মানুষ দেখানোর জন্য করা হতো তাহলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ইচ্ছামতো খাবার খেলে কেউ দেখবে না কিন্তু আল্লাহ পাক দেখবে এজন্য রোজাদার ব্যক্তি দিনের বেলা কিছু খেতে পারে না।

এজন্য রোজা এমন একটি আমল যা মানুষ দেখানোর জন্য হয় না। তাই রোজার মাধ্যমে মুত্তাকি হওয়া যায়। **(সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার কিতাব : ২০১ পৃষ্ঠা)**

✪ সিদ্দীক্বিয়া লেদার হাউজ

এখানে দেশি-বিদেশি উন্নতমানের পার্স ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, অফিস ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, টলি ব্যাগ, হেপার ব্যাগ সহ যাবতীয় ব্যাগ পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

মোবাইলঃ ০১৭৭০-৮৬০৬৬৯

ঠিকানাঃ অগ্রণী ব্যাংকের নিচে, কালাই, জয়পুরহাট।

অন্যান্য-কাসিদা, কবিতা, কলাম :

কাসিদা : হামদ

আমার এই জীবনে আপনি নিয়ামতে ভরে দিয়েছেন

(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

আমার এই জীবনে আপনি নিয়ামতে ভরে দিয়েছেন ,
জীবন চলার পথ আপনি গয়েবি মদদে ঘিরে রেখেছেন.
আমার এই কলবে আপনি মধু মাখা কুরআন দিয়েছেন,
কলবের মাকামে আপনি হক্বের দাওয়াত ভরে দিয়েছেন।
এতো ভালো বাসেন কেন মালিক আমায়,
কি করে শুকুর তার করি আদায়।
এতো ভালো বাসেন আপনি মালিক আমায় ॥
এ ব্যাপারে আমার কোনো যোগ্যতাই নাই ॥
জানি সব ভালোবাসা আপনারই দয়ায়,
জানি সব ভালোবাসা নবীর অছিলায়,
জানি সব ভালোবাসা মুর্শিদী দোয়ায়।
এতো ভালো বাসেন আপনি মালিক আমায় ॥
পৃথিবীর দেশে দেশে মানব হৃদে ,
দয়া করে এ গোলামকে কবুল করেছেন হক্বের দাওয়াতে।
বাংলার জেলায় জেলায় মানব হৃদে, এ গোলামকে কবুল করেছেন হক্বের দা'ওয়াতে।
তাওফিক এ আপনার নিয়ামত/রহমত বেশুমার ॥
পেয়ে নুয়ে পড়ে মাথা সিজদায় ॥
এতো ভালো বাসেন আপনি মালিক আমায় ॥
আমার এই কণ্ঠে আপনি মধু মাখা কুরআন দিয়েছেন
কলবের মাক্বামে আপনি কুরআন সুন্নাহ ভরে দিয়েছেন
এতো ভালো বাসেন কেন মালিক আমায়,
কি করে শুকর তার করি আদায়।
এতো ভালো বাসেন আপনি মালিক আমায় ॥
হেদায়ার পথে পথে জীবন সমুল,
বক্তা শ্রোতা এলাকা বাসি সবাইকে আপনার দয়ায় করুন কবুল।
কুরআন-সুন্নাহ বলে যাই আপনাকে যেন পাই,
হক্বের দা'ওয়াত দিয়ে যাই আপনার সন্তুষ্টি যেন পাই,
বাতিলের বিরুদ্ধে বলে যাই, নবি প্রেম ইমান যেন পাই।
হক্ব পথে চলি আপনারই দয়ার আশায়।
এতো ভালো বাসেন আপনি মালিক আমায়
এতো ভালো বাসেন আপনি আল্লাহ আমায় ।
সুবহানআল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ।॥ আল্লাহু আকবার ।॥

নাতে রাসূল (ﷺ)

আসুন নবীজি (ﷺ) কামলিওয়ালা

(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা ঈমান দিন মোদের কলিজায়

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা মুহব্বত দিন মোদের কলিজায় ।

ডাকে পুরুষ-মহিলা উম্মতগণে,

ডাকে আপনার আশেকানে, শান্তি দিন মোদের কলিজায়।

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা আসুন আমাদের কলিজায়।
গরিব বলে নেয়না কেহ ॥ নিলেন দুধমা হালিমায় ।
শিশু নবিকে হালিমা নিলেন ॥
মরা খেজুর বাগানে খেজুর ধরিলেন
মৃতবদ গাধা সুস্থ হলেন বরকত পেলেন মা হালিমায়
বরকত পেলেন নবির অছিলায়।

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা ঈমান দিন মোদের কলিজায় ॥

ডাকে আপনার কৃতদাসে ॥ শান্তি দিন মোদের কলিজায়।

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা আসুন আমাদের কলিজায়।

ফকির দরবেশ বাদশা অলি তুলিতে সেই ফুলের কলি

CamScanner

কাঁধে নিয়ে প্রেমের ঝুলি, কাধে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি
বাস করেন তারা গাছ তলায়।

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা আসুন আমাদের কলিজায় ॥

ফকির দরবেশ বাদশা অলি, তুলিতে নবী প্রেমের কলি
কাঁধে নিয়ে আনুগত্যের ঝুঁলি, বাস করেন তারা গাছ তলায়।

আসুন নবীজি কামলিওয়ালা আসুন আমাদের কলিজায় ॥

ডাকে আপনার কৃতদাসে ॥ শান্তি দিন মোদের কলিজায়।

শানে মুর্শিদী

সালাত ও সালাম পাঠাই মোরা

লেখক: মুহাম্মাদ হাফেজ আব্দুস সালাম সিদ্দীকী

সালাত ও সালাম পাঠাই মোরা সিদ্দীক্বিয়া দরবার
যেথায় আছেন প্রিয় মুর্শিদ অলীয়ে সর্দার॥

ভক্ত মুরিদ মুর্শিদ আপনায় পাইতে কাতর
মুরিদের কান্ডারি মুর্শিদ দয়ারি সাগর॥

যান না নিয়ে আল্লাহ্ মোদের ঐ না দরবার
যেথায় আছেন প্রিয় মুর্শিদ অলীয়ে সর্দার

সালাত ও সালাম পাঠাই মোরা সিদ্দীক্বিয়া দরবার
যেথায় আছেন প্রিয় মুর্শিদ অলীয়ে সর্দার॥

হক্বের বাণী প্রচার হলো যাহার অসিলায়
উনার প্রেমে মোরা অধম শান গেয়ে যাই ॥

দিবানিশী মুর্শিদ আমি ভাবি বারে বার
যেথায় আছেন প্রিয় মুর্শিদ অলীয়ে সর্দার ॥

সালাত ও সালাম পাঠাই মোরা সিদ্দীক্বিয়া দরবার
যেথায় আছেন প্রিয় মুর্শিদ অলীয়ে সর্দার ॥

কবিতা :

ছুটি খায় রুটি খায় না

লেখক : মুহাম্মাদ চয়ন ইসলাম সিদ্দীকী

শবে বরাতের খায় ছুটি
সহ্য হয়না হালুয়া রুটি,
নেই যে তাদের দাঁত
ফতোয়া দেয় বে-দাত।
বছর ঘুরে একটি রাত
আমল করে অলীর জাত,
উম্মতে ঈসা (عليه السلام) দিলেন দিশা!
৪০০ বছর আমল করে
অর্জন করিনি যত নৈকট্য-
আখেরি নবীর উম্মতদের-
এক রাতের আমলে
আল্লাহ্ রসূল ﷺ হবেন সন্তুষ্ট।
আল্লাহর অলী আমল করে
শয়তানের অলী যুক্তি টানে
অলী আল্লাহ নিজেকে গুনাহ্গার ভাবে,
অলীউশ শয়তান নিজেকে উত্তম ভাবে
হিংসা অহংকারে ভরা মন,
খোঁড়া যুক্তি দেয় সারাক্ষণ।

✪ সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী সামগ্রী এন্ড আতর হাউস
এখানে সুন্নতী টুপি, পাগড়ী, রুমাল, কোর্তা, ফতুয়া, মেসওয়াক ইত্যাদি পাওয়া যায়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম
মোবাইল: ০১৭২৪-১২১০৫৩
ঠিকানা: দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া শহর।

✪ সিদ্দীক্বিয়া ভ্যারাইটিজ ষ্টোর
প্রোঃ মুহাম্মাদ আলিমুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৮১৩-৩৩২৫৩২
ঠিকানা: ঝাড়বাড়ী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

কলাম :

আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আ'লামীন।

এই ভ্রান্তি, ফিতনা ও তথ্যবিভ্রান্তির যুগে- যুগ শ্রেষ্ঠ, সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ এবং দেশ-জাতি ও ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত একটি মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মুর্শিদ ক্বিবলার জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও নিদর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো উনার পাঁচ বছর বয়সী শিশুসন্তান- **মুহাম্মাদ হুজ্জাতুল্লাহ বিন আশরাফ সিদ্দীকী**। অতি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে যে দ্বীনি পরিপক্বতা, আদব ও দাওয়াতি যোগ্যতার প্রকাশ ঘটেছে-তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ কুদরতি দান।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি ওয়াজ করেন, কাসিদা পাঠ করেন, মিলাদ-কিয়াম এবং জিকিরের তালিম প্রদান করেন-যা সাধারণত অনেক বড় বড় আলেম-ওলামাদের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। তাঁর কথাবার্তা, আচরণ ও উপস্থাপনায় গভীর আদব, আত্মসংযম এবং দ্বীনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার সুস্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

শৈশবকাল থেকেই তিনি সুন্নতের প্রতি অত্যন্ত পাবন্দ, নামাজ ও ইবাদতে যত্নশীল এবং আল্লাহ ও উনার রাসূল ﷺ-এর প্রতি গভীর মহব্বতে উদ্বুদ্ধ। বয়সের তুলনায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ও দ্বীনি আগ্রহ যে পরিমাণ পরিণত-তা নিঃসন্দেহে মুর্শিদ ক্বিবলার সুশৃঙ্খল তরবিয়ত, নেক দোয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ।

এখানেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়। মুর্শিদ ক্বিবলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদ্রাসার ছোট ছোট শিশুরাও আজ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা বিশেষ বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রাঞ্জল ভাষায় দ্বীনের কথা তুলে ধরছে। তাদের মুখে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বক্তব্য, আদবপূর্ণ উপস্থাপনা ও আত্মবিশ্বাসী দাওয়াত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে-এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়; বরং একটি সুদৃঢ় তরবিয়তি নেজাম ও আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ তাওফিকের ফল।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-এ ধরনের নিদর্শন হক্কের পথে চলমান বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বিশেষ বার্তা ও অনুপ্রেরণা। মহান আল্লাহ পাক আমাদের শাহজাদা হুজুরকে নেক হায়াতে দীর্ঘায়ু দান করুন, দ্বীনের খেদমতে কবুল করুন এবং তাঁকে উম্মতের জন্য কল্যাণকর, দ্বীনের খাদেম ও যুগশ্রেষ্ঠ হিসেবে কবুল করুন-আমীন।

মুহাম্মাদ রাশেদুন্নবী রাশেদ সিদ্দীকী

নির্বাহী সম্পাদক , মাসিক হক্কের দা'ওয়াত ও প্রিন্সিপাল, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা।

আলহামদুলিল্লাহ। অনেক দিনের একটি আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল-আমাদের হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে। অবশেষে সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অসিলায় আজ আমাদের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আজ মাসিক হক্কের দা'ওয়াত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমাদের হৃদয়ের এক গভীর কামনা ছিল-সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার দেশ-বিদেশের কোটি কোটি ভক্ত ও লক্ষ লক্ষ মুরিদগণ এই পত্রিকা ও কিতাব পাঠ করে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা লাভ করবেন এবং উপকৃত হবেন। ইনশা-আল্লাহ্, আমাদের প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলাকে এই মাসিক হক্কের দা'ওয়াত প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মতো তাওফিক দান করবেন।

বিশেষ করে আমরা যারা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার মুরিদ, আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে-উনার প্রতিটি কিতাব ও মাসিক হক্কের দা'ওয়াত পত্রিকার মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া। কারণ একটি মানুষ যদি হক্কের পথে ফিরে আসে, সেই নেক আমলের ছওয়াব আমরা মৃত্যুর পর কবরেও লাভ করবো-ইনশা-আল্লাহ্।

নিঃসন্দেহে মাসিক হক্কের দা'ওয়াত পত্রিকা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমি, সম্মানিত মুর্শিদ কিবলা উনার একজন নগণ্য মুরিদ ও খাদেম হিসেবে, প্রাণভরে দোয়া করি-মহান আল্লাহ পাক যেন আমাদের প্রিয় মুর্শিদ

ক্বিবলাকে সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন। আমীন। যাতে করে তিনি আজীবন মানুষের কাছে সত্যের দা'ওয়াত পৌছে দিতে পারেন। আমিন

মুহাম্মাদ মুফতী আরিফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

সহ-সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলাসহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত, বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ-সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে, যিনি আমাদেরকে অসংখ্য বাত্বিল ফিরক্বার ভিড়ে হক্বের পক্ষে কবুল করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক কুল কায়িনাতের সৃষ্টির সেরা মহামানব, রহমাতুল্লিল আলামীন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ উনার প্রতি; উনার সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم, আহলে বাইত ও আওলাদগণের প্রতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন-

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দাও।"

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ১০৯)

এই ফিতনার যামানায় আলহামদুলিল্লাহ-আমরা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ এবং সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনাকে পেয়েছি- এটি আমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা উনার বরকতময় অসীলায় আমাদের মতো হাজারো আলেম ও সাধারণ মানুষ বাত্বিল ফিরকার পথ পরিহার করে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল-ﷺ উনার সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফিক লাভ করছি।

তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষকে হক্বের পক্ষে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। নিজের জীবন ও তাঁর মুরীদদের জীবনকে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে দলীলভিত্তিক ঈমান, আক্বিদা ও আমলের ওপর গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই মহৎ প্রচেষ্টারই একটি ফলপ্রসূ ধারাবাহিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে মাসিক "হক্বের দাওয়াত" পত্রিকা।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-এই পত্রিকা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক প্রকৃত ইসলামের দা'ওয়াত ও খেলাফতপন্থী চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে-ইনশা-আল্লাহ্।

দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত এই জাতীয় পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান আল্লাহ্ পাক নূর নবীজি-ﷺ উনার অসীলায় এবং মুর্শিদ ক্বিবলার নেক দোয়ার বরকতে এই হক্ব প্রচারের মাধ্যমকে কবুল করে নিন-আমীন।

আমি সার্বিকভাবে এই পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। ইনশা-আল্লাহ্, আমি নিজে এই পত্রিকা সংগ্রহ করবো, পড়বো এবং সকলকে সংগ্রহ ও পাঠের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হক্ব বুঝে গ্রহণ করার এবং তার ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন-আমীন।

মুহাম্মাদ মুফতী ফরহাদ হোসাইন সিদ্দীকী

বিএসএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কামিল ফিকহ, আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বগুড়া জেলাসহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত।

মহান আল্লাহ্ পাক উনার রহমত ছাড়া কোনো উত্তম কাজের সূচনা, নির্বাহ এবং শেষ কোনটিই হতে পারে না। নিঃসন্দেহে একটি ইসলামী পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রচার করা অতি উত্তম কাজ।

আল্লাহ্ পাক উনার অসংখ্য শুকরিয়া যে তিনি আমাদের মহাসম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলী) উনার প্রধান পৃষ্ঠপোষিকতায় পত্রিকা প্রকাশের মত একটি মহৎ প্রচেষ্টাকে অগ্রগামী করেছেন। এ পত্রিকা প্রকাশের একটিই মূল উদ্দেশ্য যা মানুষের সকল এ ইবাদতেরই

মূল, তা হচ্ছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ পাক বলেন,

رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। (৯ নং সূরা তওবা,আয়াত নং-৭২)

আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থ : যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে সন্তুষ্ট করো; উনারা সন্তুষ্টি পাওয়ার হকদার। (৯ নং সূরা তওবা, আয়াত নং-৬২) আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের প্রকৃত এলেম প্রচারের জন্য "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা একটি উত্তম মাধ্যম।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

الله- السَّعْيُ مِنَّا وَالْاِتْمَامُ مِنَ

অর্থ : আমাদের (বান্দাদের) দায়িত্ব হলো প্রচেষ্টা করা আর আল্লাহ পাক পরিপূর্ণ করার মালিক। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকলকে হক্ব মত ও পথে থাকার এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন।

মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

সিনিয়র সহ-ধর্মীয় ও ফতওয়া বিষয়ক সম্পাদক, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত, বাংলাদেশ।

আলহামদুলিল্লাহ। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখেরী নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা উনার কদম মোবারকে। বর্তমানে হক্বের দাওয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও এ্যাপসের বিকল্প নেই। তবে, ওয়েবসাইট, এ্যাপস যেকোনো সময় সাইবার ত্রুটিতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ডাটা লস হতে পারে কিন্তু পত্রিকার ক্ষেত্রে এই ভয়টা নেই। এরকম একটা মাসিক পত্রিকার স্বপ্ন বহু বছর থেকে আমরা দেখেছি। মুর্শিদুনার নেক নজরে প্রিয় আমানুল্লাহ আমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ তা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। হক্বের দা'ওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান যে লক্ষ্য নিয়ে "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পথ চলা শুরু করলো, তা দ্বীনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে- ইনশা-আল্লাহ। এই মহতী উদ্যোগের পেছনে যাঁদের নিরলস ত্যাগ, আন্তরিকতা ও দিকনির্দেশনা রয়েছে-তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা রইলো।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি- আমাদের সম্মানিত প্রাণের আঁকা মুর্শিদুনার প্রতি, যাঁর সুচিন্তিত নসীহত, দোয়া ও রুহানী তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা হক্বের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ইখলাসপূর্ণ দিকনির্দেশনা পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রেরণার উৎস।

একই সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রিয় সম্পাদক আমানুল্লাহ আমানকে। আমি মনে করি তার সাংবাদিকতার পূর্বের দক্ষতা, অধ্যবসায় ও দায়িত্বশীলতার সমন্বিত প্রতিফলনে পত্রিকাটি একটি মানসম্মত, তথ্যবহুল ও দ্বীনি চেতনা সমৃদ্ধ রূপ লাভ করবে। ইনশা-আল্লাহ।

বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের প্রিয় নির্বাহী সম্পাদক রাশেদ হুজুরকে। যিনি সবসময় এসব কাজ সু-পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীকিয়া দরবারের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার মোবারক খেদমতে কবুল করুন এবং "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকাকে সত্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ ফরিদুল ইসলাম সিদ্দীকী

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। (এডমিন- 'হক্বের দা'ওয়াত' পেজ)

✪ ফাতেমা প্রিন্ট হাউজ

এখানে যাবতীয় পিভিসি, প্যানা, সাইনবোর্ড, ম্যাগাজিন, ক্যালেন্ডার, স্টিকার, কাপড় প্রিন্ট, লেবেল, স্কুল ডায়েরি, পোস্টার/হ্যানবিল এর কাজ করা হয়।

প্রো. মুহাম্মাদ এহতেশাম মুন্সি

মোবাইল: ০১৯৬৩-৬৫০৬৬১, ০১৭৯৭-৬৭২৫৭৮

ঠিকানা: শাপলা সুপার মার্কেট সংলগ্ন, জেলা পরিষদ মার্কেট, বগুড়া।

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার :

❖ কোন সময় ১টি খোরমা দান করলে উহুদ পাহাড় সমান ছওয়াব হয়?

উঃ সহীহ্ নিয়ত তথা একমাত্র আল্লাহতা'আলাকেই রাজি সন্তুষ্ট করার উদেশ্যে ১ টি খোরমাও যদি আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয় এর বদৌলতে আল্লাহ পাক তাকে উহুদ পাহাড় ওজন সমতুল্য ছওয়াব দান করবেন। উহুদ পাহাড়ের ওজন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

❖ কিভাবে উহুদ পাহাড় ওজনের অধিক সওয়াব হয়?

উঃ নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন,

سُبْحَانَ اللهِ

সুবহানাল্লাহ এর সওয়াব উহুদ পাহাড় হইতেও উত্তম। (তারগীব)

❖ যে দরূদ শরীফ ১ বার পড়লে ১ হাজার দিন পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়?

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهُ

উচ্চারণঃ জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মদাম মা-হুয়া আহলুহু।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১ বার এই দু'আ পাঠ করবে, ৭০ ফেরেশ্তা ১০০০ দিন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ইহার সওয়াব লিখতে থাকবে। (তাবারানী, তারহীব ওয়াত তারগীব)

❖ যে দরূদ শরীফ পড়লে ১ বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়?

উঃ যে ব্যক্তি মহব্বতের সাথে দিনে ৩ বার ও রাতে ৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে, সে আল্লাহর নিকট 'হক' পাওনাদার হয়ে যায় এবং প্রতিবার দরূদ শরীফের বিনিময়ে ১ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (তারগীব) ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই ছোট্ট দরূদ শরীফটিও পড়া যেতে পারে।

❖ যে দরূদ শরীফে কোটি-বিলিয়নের চেয়ে অগণিত সওয়াব ।

উঃ যখনই কেহ দরূদ শরীফ পড়ে তখনই ঐ দরূদ শরীফ থেকে ১টি পাখি সৃষ্টি হয় ঐ পাখিটির ৭০ হাজার মাথা আর প্রতিটি মাথায় ৭০ হাজার পালক, আর প্রতিটি পালকে ৭০ হাজার মাথা, আর প্রতিটি মাথায় ৭০ হাজার চেহারা, আর প্রতিটি চেহারায় ৭০ হাজার মুখ, আর প্রতিটি মুখে ৭০ হাজার জিহ্বা, আর প্রতিটি জিহ্বায় ৭৮০ হাজার ভাষায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকে, আর ঐ সব তাসবীহের নেকী ঐ দরূদ শরীফ পাঠকারীর আমলনামায় লিখে দেন। সুবহানাল্লাহ।

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই দরূদ শরীফটিও পড়া যেতে পারে। (দালায়েলে খয়রাত)

✪ জোনায়েদ ষ্টিল ফার্ণিচার

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা এসএস পাইপের সিড়ি, বেলকুনি, মেইন গেট, খাট, চেয়ার এবং এমএস গ্রীল, জানালা, দরজা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বি. দ্র. এখানে গাড়ীর বাম্পার এর কাজ করা হয়।

প্রোপাইটরঃ মুহাম্মাদ জাহিদ হোসেন

মোবাইলঃ ০১৭৬২-৪৬৩৭৫৮

ঠিকানাঃ রংপুর রোড, পিবিআই দক্ষিণ পার্শ্বে, জয়পুরপাড়া, বগুড়া।

❖ যে দরূদ শরীফে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়?

উঃ যদি কেহ ১ বার দরূদ শরীফ পড়ে আর আল্লাহ তায়া'লা তা কবুল করেন তবে ৮০ বৎসরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লামা শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা দারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মতে সমস্ত ইবাদতেই কবুল হওয়া আর না হওয়ার প্রশ্ন আছে, কিন্তু দরূদ শরীফের বেলায় তা নয় বরং নিশ্চিত হয়েই থাকে, তবে মহব্বতে পড়া একান্ত জরুরী। (ফাঃ আঃ)

'ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এই ছোট দরূদ শরীফটিও পড়া যেতে পারে।

❖ যে দরূদ শরীফে নবীদের মত রূহ বের করা হবে?

উঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ বাদ ফজর দরূদে ছলাত-নামাযের দরূদ ১০ বার পড়বে, সে ব্যক্তির রূহ নবী-সিদ্দীক্বিনদের মত বের করা হবে। পুলসিরাত অতি সহজে পার করাবেন, ফেরেশতারা সিজদায় পড়ে আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের দু'আ করতে থাকবে, পরিশেষে আল্লাহপাক তাকে প্রবেশ করাবেন। (তারগীব, ফাঃ আঃ)

বাংলাঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরোহীমা ওয়ালা আলী ইবরোহীম ইন্নাকা হামীদুম্মজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আ'লা ইবরোহীমা ওয়ালা আলি ইবরোহীম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

❖ কিভাবে ২০ লক্ষ থেকে ১৪ কোটি সওয়াব হয়?

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু আহাদান ছমাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফু ওয়ান আহাদ।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ ১ বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ২০ লক্ষ নেকী দান করবেন। ফরয নামাজের পর পড়াও একটি সুন্নত আমল রমাদ্বনে পড়লে ১৪ কোটি নেকি। (তারগীব তারহীব, ফাঃ আঃ)

❖ কিভাবে ১ লক্ষ ২৪ হাজার থেকে ৭০ লক্ষ সওয়াব হয়?

উঃ নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ) পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লহিল আজীম ১০০ বার পড়লে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ছওয়াব হয়। (রমাদ্বনে ৭০ গুণ, তাই রমাদ্বনে ১০০ বার পড়লে ৭০ লক্ষ ১৬৮০ হাজার নেকী লাভ হবে।) (মুসলিম শরীফ)

✪ সোহান সততা নার্সারী

এখানে যাবতীয় শাক-সবজীর চারা পাওয় যায়।

সততা গোশ্ত বিতান

এখানে গরু ও খাসির গোশত পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়।

প্রো. মুহাম্মাদ নুর আলম

মোবাইল: ০১৭৩৬-৪৬২২৭০, ০১৯৪৮ ৮২৯৪৫৪

ঠিকানা: ক্যান্টনমেন্ট মার্কেট, কাঁচা বাজার, বি ব্লক, বগুড়া সেনানিবাস।

✪ বিসমিল্লাহ্ ভ্যারাইটিস ষ্টোর

এখানে ইলেকট্রিক, হার্ডওয়ার, ষ্টেশনারী পণ্য, কসমেটিক্স, মুদি পণ্য, প্লাস্টিক রশি, মোবাইল সামগ্রী ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মোবাইল রিচার্জ, বিকাশ, নগদ, রকেট এ টাকা পাঠানো ও উত্তোলন করা হয়।

এজেন্ট নাম্বার : ০১৭১৮-১০১১১৭

প্রোঃ মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন

মোবাইল: ০১৭১৬-২৮৮৮৭২, ০১৮৫৪-২২২২৪৯

ঠিকানা: জামতলী বাজার, ঝাড়বাড়ী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

✪ মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিতে হয়-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ۞

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।
অর্থ ঃ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ সালামের উত্তরে বলতে হয়-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ۞

উচ্চারণ ঃ ওয়া 'আলাইকুমুস সালামু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
অর্থ ঃ আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মোসাফাহার সময় এ দু'আ পড়তে হয়-

মোসাফার বা হাতে হাত মিলাবার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতে হয়।

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ۞

উচ্চারণ ঃ ইয়াগফিরুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম।
অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন আমাদের ও আপনাদের গুনাহ্‌সমূহ। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মোয়ানাকা বা কোলাকুলি করার দু'আ-

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদ মুহাব্বাতী লিল্লাহি ওয়া রসূলিহী ﷺ
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার মুহব্বত মহান আল্লাহ পাক ও উনার রাসূল পাক (ﷺ) জন্য আরো বাড়িয়ে দিন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ খানা খাওয়ার সময় এ দু'আ পড়তে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ ۞

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারোকাতিল্লাহি।
অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামে এবং তারই বরকতে শুরু করছি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ খানা সামনে আনা হলে এ দু'আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফী-মা রযাকতানা, ওয়া ক্বিনা আযাবান্নারি।
অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন তার মধ্যে বরকত দান করুন এবং পানাহ দিন দোযখের আযাব হতে। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ খানা শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে পড়ার দু'আ-

যদি কোন লোক খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তখন আহারের মধ্যে যখনই মনে হবে তখনই নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে।

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ ۞

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু।
অর্থ ঃ আমি এর শুরু ও শেষ আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করলাম। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ খানা শেষ করে এ দু'আ পড়তে হয়-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন।
অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন এবং দান করলেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত করলেন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ দাওয়াতের খানা খাওয়ার পর এ দু'আ পড়তে হয়:-

যদি কাকেও কেউ দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন ঃ যিনি দাওয়াত খেলেন তিনি নিম্নের দু'আ পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِیْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِیْ •

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্‌ইম মান আত আমানী ওয়া আসক্বিমান সাক্বানী।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ পাক! যিনি আমাকে খাওয়ালেন তাকে আপনি খানা দিন, আর যিনি আমাকে পান করালেন তাকে আপনি পান করান। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মেহমানকে বিদায় দেয়ার সময়ের দু'আ-

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ •

উচ্চারণ ঃ আসতা ওদি উল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানা তাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে সোপর্দ করছি আপনার দ্বীন ও আমানত এবং আখিরী ভালই। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ ঘুমাবার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا •

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বি ইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মরি ও বাঁচি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ ঘুম থেকে উঠার সময় এ দু'আ পড়তে হয়-

ঘুম হতে উঠার পর নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ •

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর শুকুর, যিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী করার পর আমাকে জীবিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মেসওয়াক করার সময়ের দু'আ-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ •

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লী ফীহি।

কয়েকটি ফজিলতপূর্ণ দরূদ শরীফ

ছয় লক্ষবার দরূদ পড়ার ফযিলতের দরূদ

দালাইলুল খায়রাত কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় আছে যে, শায়খ সৈয়দ আলী বিন ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন- নিম্নের দরূদ শরীফটি একবার পড়লে, ছয় লক্ষবার দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ প্রত্যেকদিন হাজার বার পড়ে সে উভয় জাহানে সৌভাগ্যবান হবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللهِ صَلٰوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন আদাদা মা-ফি ইলমিল্লাহি ছলাতান দা-ইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ।

দরুদে নারিয়ার ফজিলত

দরুদে নারিয়াকে রুহানী উন্নতির সোপান বলা হয়। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাগফিরাত লুকায়িত রয়েছে। এতে আল্লাহর রহস্য ও ভেদ লুকায়িত রয়েছে। সে জন্য বুযুর্গানেদ্বীনগণ এ দরূদ শরীফকে রুহানী উন্নতির জন্য বড়ই মাধ্যম বলেছেন। যে ব্যক্তি এ দুরুদের ভেদ ও রহস্য জানতে চান, সে যেন কামিল পীর-মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে নতুবা খালেছ নিয়তে এ দরূদ শরীফ এর দাওয়াত পড়েন কিংবা পড়ান। এ দরূদ শরীফের দাওয়াত পড়ার নিয়ম হলো- কোন নির্জন স্থানে ৪০ দিন পর্যন্ত একলা হয়ে দিনে রোযা রেখে রাতদিন এ দরূদ শরীফ পড়লে দেখতে পাবে এ দরূদ শরীফটি অন্তরে আশ্চার্য রহস্য ও ভেদ করছে। তার উপর বিভিন্ন সুক্ষ্ম খোদার নিশান (জাহির) প্রকাশ পাবে এবং সে বুঝতে পাড়বে খোদার কতো নিকটবর্তী সে হয়ে গেছে।

এ দরূদ শরীফ পড়ুয়া দুনিয়ার সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা, পেরেশানী থেকে রক্ষা পাবে। তাই, কারো উপর

➲ হযরত আব্দুল মালেক ইবনে ওমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সূরা ফাতেহা সব রোগের মহৌষধ।'- (সুনানে দারেমি, হাদীস ৩৪১৩; মিশকাত, হাদীস ২১৭০)।

১. নবীজি পাক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) আল্লাহ আমাকে আরশের নীচ হতে দান করেছেন।
২. অন্যত্র নবীজি পাক (ﷺ) এ সূরাকে উম্মুল কোরআন বা কোরআন শরীফের মূল বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) একদা নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দুটি নূর দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এর একটি সূরা ফাতিহা এবং অন্যটি সূরা বাকারা। প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাক'আতে এ সূরাটি পাঠ করা হয় বলে একে 'সূরাতুস ছলাত' অর্থাৎ নামাযের সূরাও বলা হয়ে থাকে।
৩. এ সূরা কাগজে লিখে দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখলে ঐ ঘর নিরাপদ থাকবে। জ্বরের রোগীকে এ সূরা পড়ে পানিতে ফুঁকিয়ে সে পানি রোগীকে খাওয়ালে ইনশা-আল্লাহ্ জ্বর ছেড়ে যাবে।
৪. আমাশয়ক্লিষ্ট রোগীর জন্য একটি গ্লাসে পানি নিয়ে বিসমিল্লাহ্সহ সূরা ফাতিহা কয়েকবার পড়বে এবং প্রতিবার গ্লাসের পানিতে ও রোগীর পেটে দম করবে। শেষে পড়া পানি রোগীকে খাওয়াবে।

➲ **সূরা ফাতিহার আমল:** অসংখ্য হাদীছে সূরা ফাতিহার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, সূরা ফাতেহা ৪০ বার পাঠ করে পানির ওপর দম করে কোনো জ্বরে আক্রান্ত লোকের মুখমন্ডলে ছিঁটিয়ে দিলে, এর বরকতে জ্বর দূরীভূত হয়ে যাবে।

➲ সূরা ফাতিহা ৪০ দিন নিয়মিত তেলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করালে আল্লাহ অসুস্থতা দূর করে দিবেন। -(বুখারি, ৬/১৮৭)

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা:

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এটি "মাসিক হক্কের দাওয়াত"-এর (ট্রায়াল) প্রথম প্রকাশ। অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল কাজ সম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে সহজ ছিল না। সীমিত সময় ও সামর্থ্যের কারণে পত্রিকার কোথাও কোনো ত্রুটি, অসঙ্গতি বা অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল থেকে গেলে আমরা বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমরা আপনাদের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করছি-পত্রিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি বা উন্নয়নের সুযোগ নজরে এলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর করবেন। আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের আগামী দিনের পথচলায় সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে আরও পরিশীলিত, গোছানো ও পাঠকপ্রিয় একটি দায়িত্বশীল ইসলামি পত্রিকা উপহার দেওয়ার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব। এই পত্রিকাটি সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার দোয়া ও বরকত হিসেবে সংগ্রহ করা এবং প্রচার করা প্রতিটি মুরিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদের প্রতি মাসে এই পত্রিকাটি সংগ্রহ করে হক্ব প্রচার করার মত তাওফিক দান করুন-আমীন।

মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ আমান সিদ্দীকী
সম্পাদক
মাসিক হক্কের দা'ওয়াত

বালা-মুসিবত, রোগ-শোক উপস্থিত হলে- দ্রুত এ দরূদ পড়বে এবং সামর্থ থাকলে আলেমদের দ্বারা এ দরুদের দাওয়াত পড়াবে। তাহলে, খোদার রহমতে সর্ব প্রকার কঠিন রোগ এবং মুসিবত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তাছাড়াও যে কোন মামলা-মোকদ্দমা, কঠিন ও জটিল সমস্যায় এ দরুদের খতম ৫/৭ জন হক্কানী আলেমের দ্বারা দাওয়াত পড়ালে, দ্রুত সফলতা পাওয়া যায়। এটা পরিক্ষিত একটি আমল।

দরূদে নারিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَ سَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ছলাতান কামিলাতান ওয়া সাল্লিম সালামান তাম্মান আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিনিল-লাযি তানহাললু বিহিল উক্বাদু ওয়া তানফারিজু বিহিল কুরাবু ওয়া তুক্বদ্বা বিহিল হাওয়াইজু ওয়া তানালু বিহির রাগায়িবু ওয়া হুসনুল খাওয়াতিম ওয়া ইউসতাসক্বাল গমামু বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ফি- কুল্লি লামহাতিন ওয়া নাফাসিন বি- আ'দাদি কুল্লি মা-'লুমিন লাকা ইয়া আল্লাহু ! ইয়া আল্লাহু ! ইয়া আল্লাহু !

দরূদে ছাইফুল্লাহ-এর ফজিলত

কোনো বিপদাপদের আশংকা বা কোন বিপদে পতিত হলে এ দরূদ পড়লে বিপদ দূর হয়ে যাবে এবং শত্রুর শত্রুতা হতে মুক্তি পাবে। নবীজি পাক (ﷺ)-উনার উপাধী হচ্ছে ছাইফুল্লাহ। দরূদটি এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ছাইফিল্লাহিল ক্বাতিয়ি ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লিম।

দরূদে খাইরের ফজিলত

যিনি সর্বদা এ দরূদ শরীফ আমল করবেন তিনি অবশ্যই সর্দারী পাবেন। যদি তা না হয় তবে অন্ততঃ স্বীয় বংশের সর্দাররূপে ইযযত পাবে। দরূদটি এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীইনা ওয়া মাওলা-না মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া বা-রিক ওয়া সাল্লিম।

দরূদে খাইর (কল্যাণ লাভের দরূদ)-এর নামকরণ ও তাছীর

উপরিউক্ত দরূদ শরীফ পাঠে মানুষের কোন বিপদই থাকতে পারে না। কারণ, এতে হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সুপারিশকারী বলা হয়েছে এবং রাসূল (ﷺ) ও উনার বংশধরগণ, বিবিগণসহ সব সাহাবার উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে রহমত নাযিল করতে আরজী জানানো হয়েছে। এ দরূদটির আমলের তাছীরে আমলকারীর সব বিপদ দূর হয়ে যায় বলে নাম হয়েছে 'দরূদে খইর' বা কল্যাণলাভের দরূদ।

সূরা ফাতিহার ফজিলত ও আমল

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা। ফাতিহা ছাড়াও সাবউল মাসানী, উম্মুল কুরআন, ফাতিহাতুল কিতাবসহ একাধিক নাম রয়েছে এ সূরার। আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় বান্দার করণীয় বিষয়ে জানিয়েছেন। এ সূরার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হাদীছ শরীফে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এর আমলের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্কানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে ১০০ কোটি টাকার প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা- ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ" (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং ২১৭)।

আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল ﷺ গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :

ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস" গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি-ভিডিও ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা,

নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাঁধা দিয়ে কুফরী করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ -

হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

হাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী উনার পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে- "সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণের যুগে মিলাদ" সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কষ্টের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।" "হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (সহীহ্ হাদীস শরীফ)।

বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না।

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষণাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সম্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বন্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। **(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)**

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" (সূরা বাক্বারা ৪২) "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" (সূরা মায়িদা ৩) "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (সূরা আলে ইমরান- ৮৫) "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" (আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)

"মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই। "ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়াদের নেক সহবতে এসে **সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ্ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।**

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, দৈনিক আল্ ইহসান, মাসিক আল বাইয়্যিনাত সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে,-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকীর** কোনো আক্বিদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বিদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। *(মুসলিম, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)*

CamScanner

সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি

(বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য)

১৪৪৭ হিজরী, ২০২৬ ইংরেজি

রহমতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহ্‌রী শুরু	সাহ্‌রী শেষ	ফজর শুরু	ফজর শেষ	ইফতার
০১	১৯ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	১১:৩৫ মিঃ	৫:১৪ মিঃ	৫:২০ মিঃ	৬:২৯ মিঃ	৬:০৩ মিঃ
০২	২০ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	১১:৩৬ মিঃ	৫:১৩ মিঃ	৫:১৯ মিঃ	৬:২৮ মিঃ	৬:০৪ মিঃ
০৩	২১ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	১১:৩৭ মিঃ	৫:১২ মিঃ	৫:১৮ মিঃ	৬:২৭ মিঃ	৬:০৫ মিঃ
০৪	২২ ফেব্রুয়ারি	রবিবার	১১:৩৭ মিঃ	৫:১১ মিঃ	৫:১৭ মিঃ	৬:২৬ মিঃ	৬:০৫ মিঃ
০৫	২৩ ফেব্রুয়ারি	সোমবার	১১:৩৭ মিঃ	৫:১১ মিঃ	৫:১৭ মিঃ	৬:২৬ মিঃ	৬:০৬ মিঃ
০৬	২৪ ফেব্রুয়ারি	মঙ্গলবার	১১:৩৭ মিঃ	৫:১০ মিঃ	৫:১৬ মিঃ	৬:২৫ মিঃ	৬:০৬ মিঃ
০৭	২৫ ফেব্রুয়ারি	বুধবার	১১:৩৭ মিঃ	৫:০৯ মিঃ	৫:১৫ মিঃ	৬:২৪ মিঃ	৬:০৭ মিঃ
০৮	২৬ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	১১:৩৬ মিঃ	৫:০৮ মিঃ	৫:১৪ মিঃ	৬:২৩ মিঃ	৬:০৭ মিঃ
০৯	২৭ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	১১:৩৫ মিঃ	৫:০৭ মিঃ	৫:১৩ মিঃ	৬:২২ মিঃ	৬:০৮ মিঃ
১০	২৮ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	১১:৩৪ মিঃ	৫:০৭ মিঃ	৫:১৩ মিঃ	৬:২১ মিঃ	৬:০৮ মিঃ

মাগফিরাতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহ্‌রী শুরু	সাহ্‌রী শেষ	ফজর শুরু	ফজর শেষ	ইফতার
১১	১ মার্চ	রবিবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০৬ মিঃ	৫:১২ মিঃ	৬:২০ মিঃ	৬:০৯ মিঃ
১২	২ মার্চ	সোমবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০৫ মিঃ	৫:১১ মিঃ	৬:২০ মিঃ	৬:০৯ মিঃ
১৩	৩ মার্চ	মঙ্গলবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০৫ মিঃ	৫:১১ মিঃ	৬:১৯ মিঃ	৬:১০ মিঃ
১৪	৪ মার্চ	বুধবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০৪ মিঃ	৫:১০ মিঃ	৬:১৮ মিঃ	৬:১০ মিঃ
১৫	৫ মার্চ	বৃহস্পতিবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০৩ মিঃ	৫:০৯ মিঃ	৬:১৭ মিঃ	৬:১০ মিঃ
১৬	৬ মার্চ	শুক্রবার	১১:৩৩ মিঃ	৫:০২ মিঃ	৫:০৮ মিঃ	৬:১৬ মিঃ	৬:১১ মিঃ
১৭	৭ মার্চ	শনিবার	১১:৩২ মিঃ	৫:০১ মিঃ	৫:০৭ মিঃ	৬:১৫ মিঃ	৬:১১ মিঃ
১৮	৮ মার্চ	রবিবার	১১:৩১ মিঃ	৫:০০ মিঃ	৫:০৬ মিঃ	৬:১৪ মিঃ	৬:১২ মিঃ
১৯	৯ মার্চ	সোমবার	১১:৩১ মিঃ	৪:৫৯ মিঃ	৫:০৫ মিঃ	৬:১৩ মিঃ	৬:১২ মিঃ
২০	১০ মার্চ	মঙ্গলবার	১১:৩১ মিঃ	৪:৫৮ মিঃ	৫:০৪ মিঃ	৬:১২ মিঃ	৬:১৩ মিঃ

নাজাতের ১০ দিন

রমযান	তারিখ	বার	সাহ্‌রী শুরু	সাহ্‌রী শেষ	ফজর শুরু	ফজর শেষ	ইফতার
২১	১১ মার্চ	বুধবার	১১:৩১ মিঃ	৪:৫৭ মিঃ	৫:০৩ মিঃ	৬:১১ মিঃ	৬:১৩ মিঃ
২২	১২ মার্চ	বৃহস্পতিবার	১১:৩০ মিঃ	৪:৫৬ মিঃ	৫:০২ মিঃ	৬:১০ মিঃ	৬:১৪ মিঃ
২৩	১৩ মার্চ	শুক্রবার	১১:৩০ মিঃ	৪:৫৫ মিঃ	৫:০১ মিঃ	৬:০৯ মিঃ	৬:১৪ মিঃ
২৪	১৪ মার্চ	শনিবার	১১:৩০ মিঃ	৪:৫৪ মিঃ	৫:০০ মিঃ	৬:০৯ মিঃ	৬:১৫ মিঃ
২৫	১৫ মার্চ	রবিবার	১১:৩০ মিঃ	৪:৫৩ মিঃ	৪:৫৯ মিঃ	৬:০৮ মিঃ	৬:১৫ মিঃ
২৬	১৬ মার্চ	সোমবার	১১:২৯ মিঃ	৪:৫২ মিঃ	৪:৫৮ মিঃ	৬:০৭ মিঃ	৬:১৬ মিঃ
২৭	১৭ মার্চ	মঙ্গলবার	১১:২৯ মিঃ	৪:৫১ মিঃ	৪:৫৭ মিঃ	৬:০৬ মিঃ	৬:১৬ মিঃ
২৮	১৮ মার্চ	বুধবার	১১:২৯ মিঃ	৪:৫০ মিঃ	৪:৫৬ মিঃ	৬:০৫ মিঃ	৬:১৬ মিঃ
২৯	১৯ মার্চ	বৃহস্পতিবার	১১:২৯ মিঃ	৪:৪৯ মিঃ	৪:৫৫ মিঃ	৬:০৪ মিঃ	৬:১৭ মিঃ
৩০	২০ মার্চ	শুক্রবার	১১:২৮ মিঃ	৪:৪৮ মিঃ	৪:৫৪ মিঃ	৬:০৩ মিঃ	৬:১৭ মিঃ

জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার	জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার	জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার	জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার	জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার
[illegible]	+৩	+৩	নোয়াখালী	-৮	-৮	ঠাকুরগাঁও	+৪	+৪	ঢাকা, গাজীপুর	-৩	-৩	সিলেট	-৮	-১৩
[illegible]	+৪	+৪	কুমিল্লা + ফেনী	-৫	-৭	পাবনা	+১	+১	সিরাজগঞ্জ	-১	-২	কুড়িগ্রাম	-১	+১
নওগাঁ, নাটোর	+১	+১	চাঁদপুর	-৪	-৫	টাঙ্গাইল	-৩	-৩	রংপুর	+১	+২	নীলফামারী	+৩	+৪
জয়পুরহাট	+১	+২	ফরিদপুর	+৩	+৪	পঞ্চগড়	+৭	+১০	গাইবান্ধা	০	০	লালমনিরহাট	-২	+২
[illegible]	-৭	-১৪	যশোর + কুষ্টিয়া	+৩	+৪				খুলনা	+৩	+২	জামালপুর/ময়মনসিংহ	-৪	-৫
[illegible] + পটুয়াখালী	[illegible]	-৫	দিনাজপুর	+৩	+৪									

ক্যালেন্ডার সূত্র: মুর্শিদ ক্বিবলা উনার গবেষণায় প্রকাশিত নামাজ ও রোজার আজীবন সুন্নতী সময়সূচি

www.hoquerdawat.com

CS CamScanner

বাতিল ফিরকার ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ
এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ।

হক্বানী অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ
পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত-
বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্।

১ম খন্ড - **প্রসঙ্গ** : ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী অকাট্য দলীল সাপেক্ষে সুন্নতী সহীহ্ নামায শিক্ষা ও মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল (খুতবাহসহ)

২য় খন্ড - **প্রসঙ্গ** : হাত তুলে মুনাজাত (অকাট্য দলীল সাপেক্ষে সুন্নাত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)

৩য় খন্ড - **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘন্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নাত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড - **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে মিলাদ-ক্বিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নাত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে পবিত্র শবে বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নাত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ঠ খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্সাম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারন্তরে আখেরী রসূল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে ও কুরআন সুন্নাহ্কে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে ইসলামের নামে রাজার নীতি রাজনীতি, ছবি, ভিডিও এবং টিভি- পবিত্র কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ্। তবে বাইয়াত ও দাওয়াত ভিত্তিক খোলাফায়ে রাশেদার আলোকে কুরআন সুন্নাহের খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্ঠা করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য ফরজ।

৯ম খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে ছয় উসুলী মসজিদে মসজিদে তিন চিল্লা, জীবন চিল্লার ইলিয়াসী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে প্রকাশ্য বিদআত ও বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড = **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মা'ছুম তথা নিস্পাপ এবং উনাদের আশ্বার্যজনক জীবনকাহিনী ও মো'জেজা।

১১ তম খন্ড= **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে হক্ব পীরের কাছে বাইয়াত হওয়া ফরজ এবং সাহাবায়েকেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম রহমাতুল্লহি আলাইহি গণ উনাদের আশ্চর্যজনক জীবন কাহিনী ও কারামত।

১৩তম খন্ড= **প্রসঙ্গ** : অল্প সময়ে সুন্নতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

১৬তম খন্ড= **প্রসঙ্গ** : অকাট্য দলীল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১-৩০ খন্ড= **প্রসঙ্গ** : পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজি উচ্চারণসহ প্রত্যেক বাক্যের ও শব্দের সহীহ্ অনুবাদ।

১ম খন্ড= **প্রসঙ্গ** : (আম্মাহুজুর সংকলিত-) হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি।

১৫ তম খন্ড তাফসীরে আশরাফ সিদ্দীকী ৩০ খন্ড

CS CamScanner